Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

৬ষ্ঠ বর্ষ ৭ম সংখ্যা
এপ্রিল ২০০৩

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Contents

প্রকাশক ঃ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

কাজলা, রাজশাহী।

ফোন ও ফ্যাক্সঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোনঃ (অনুঃ) ৭৬১৩৭৮, ৭৬১৭৪১

মুদ্রণে ঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ ৭৭৪৬১২।

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

جلد:٦ عدد:٧، محرم و صفر ١٤٢٤هـ/ابريل ٢٠٠٣م

رئيس مجلس الإدارة: د. محمد أسد الله الغالب

تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

رب زدني علما

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ তাওহীদ ট্রাস্ট (রেজিঃ)-এর সৌজন্যে নির্মিত গেভিপুর আহ্‌লেহাদীছ জামে মসজিদ, মেহেরপুর।

Monthly **AT-TAHREEK** an extra-Ordinary Islamic research Journal of Bangladesh directed to Salafi Path based on real Tawheed and Sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned scholars and Columnists of home and abroad, aiming to establishing a pure islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are: 1. Dars-i- Quran 2. Dars-i- Hadees 3. Research Articles. 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health, Medicine & Agriculture 7. News : Home & Abroad & Muslim world. 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11. Fatawa etc.

Monthly **AT-TAHREEK**
Cheif Editor : Dr. Muḥammad Asadullah Al- Ghalib.
Editor : Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadees Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi, Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. 170/00 & Tk. 90/00 for six months.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK
NAWDAPARA MADRASAH (Air port Road) P.O. SAPURA, RAJSHAHI.
Ph & Fax : (0721) 760525, Ph : (0721) 761378, 761741.

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী (ঢাকার জন্য)

(বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত নির্ঘন্ট অনুসারে)

হিজরী ১৪২৩ ॥ খৃষ্টাব্দ ২০০৩ ॥ বঙ্গাব্দ ১৪০৯

ইংরেজী মাস	আরবী মাস	বাংলা মাস	সাহরী শেষ ও ফজর শুরু	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১-০৪ এপ্রিল	২৮ মুহাররম--০১ ছফর	১৮-২১ চৈত্র	৪ ঃ ২৯	১২ ঃ ০৫	৩ ঃ ১৯	৬ ঃ ১৪-১৬	৭ ঃ ৩৭
০৫-০৯ ,,	০২-০৬ ছফর	২২-২৬ ,,	৪ ঃ ২৪	১২ ঃ ০৪	৩ ঃ ১৮	৬ ঃ ১৬-১৮	৭ ঃ ৩৯
১০-১৪ ,,	০৭-১১ ,,	২৭ চৈত্র - ০১ বৈশাখ	৪ ঃ ২০	১২ ঃ ০২	৩ ঃ ১৮	৬ ঃ ১৮-২০	৭ ঃ ৪১
১৫-১৯ ,,	১২-১৬ ,,	০২-০৬ বৈশাখ	৪ ঃ ১৪	১২ ঃ ০১	৩ ঃ ১৭	৬ ঃ ২০-২২	৭ ঃ ৪৩
২০-২৪ ,,	১৭-২১ ,,	০৭-১১ ,,	৪ ঃ ০৯	১২ ঃ ০০	৩ ঃ ১৭	৬ ঃ ২২-২৪	৭ ঃ ৪৫
২৫-৩০ ,,	২২-২৭ ,,	১২-১৭ ,,	৪ ঃ ০৫	১১ ঃ ৫৯	৩ ঃ ১৭	৬ ঃ ২৫-২৭	৭ ঃ ৪৭

'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে'। *-বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৮৫।*

সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা'। *- আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ আলবানী, মিশকাত হা/৬০৭*

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

আত-তাহ্‌রীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৬ষ্ঠ বর্ষঃ	৭ম সংখ্যা
মুহাররম-ছফর	১৪২৪ হিঃ
চৈত্র-বৈশাখ	১৪০৯ বাং
এপ্রিল	২০০৩ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ

নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মাদরাসা ও 'আত-তাহরীক' অফিস ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮
সার্কুঃ ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭১-৯৪৪৯১১
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।
ই-মেইলঃ tahreek@librabd.net

ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১২ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- প্রবন্ধঃ
  - সূরা মাউনের সামাজিক শিক্ষা ০৩
    - ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর
  - মুসলমানদের অধঃপতন কেন? ০৮
    - মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
  - সময় এক অমুল্য সম্পদ ১০
    - শেখ মাহদী হাসান
  - ঈদে মীলাদুন্নবী ১৫
    - আত-তাহরীক ডেস্ক
- সাময়িক প্রসঙ্গঃ ১৭
  - আক্রান্ত ইরাকঃ ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন আগ্রাসন
    - শামসুল আলম
  - মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাঈলী বর্বরতাঃ নির্বিকার আরব নেতৃবৃন্দ ২১
    - মুহাম্মাদ রায়হান আলী।
- অর্থনীতি পাতাঃ ২০
  - দারিদ্র্য বিমোচন ও বাংলাদেশের উৎপাদন ব্যবস্থা
    - মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদুদ
- দিশারীঃ ২৪
  - ছুফীবাদ বনাম ইসলাম
    -মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম।
- চিকিৎসা জগৎঃ ২৭
  - ভয়ঙ্কর ঘাতক ব্যাধি এইডসঃ মৃত্যুই যার একমাত্র পরিণাম
    -মুহাম্মাদ খাইরুল ইসলাম।
- কবিতা ২৯
- সোনামণিদের পাতা ৩১
- স্বদেশ-বিদেশ ৩৩
- মুসলিম জাহান ৩৭
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৩৮
- সংগঠন সংবাদ ৪১
- প্রশ্নোত্তর ৪৮

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

ইরাকে মার্কিন হামলাঃ বিশ্ব বিবেক জেগে ওঠ

স্তম্ভিত বিশ্ব, ক্ষুব্ধ বিবেক, হতচকিত মানবতা। ২০শে মার্চ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রির শেষ প্রহরে গর্জে উঠেছে দাজ্জালের বোমা। পশুত্ব মুখ ব্যাদান করে হামলে পড়েছে নিরীহ ইরাকীদের উপরে। গণতন্ত্র, মানবাধিকার, নৈতিকতা, আন্তর্জাতিক আইন-কানুন সবকিছুকে অগ্রাহ্য করে ইতিহাসের ঘৃণ্যতম রাষ্ট্রনায়ক জর্জ ডব্লিউ বুশ অন্যূন ১০,০০০ মাইল দূর থেকে উড়ে এসে হামলা শুরু করেছেন দুর্বল ইরাকের উপরে। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈলখনি দখলের জন্য বুশ-ব্লেয়ার-হাওয়ার্ড তৈল ব্যবসায়ী বুর্জোয়া চক্র জোট বেঁধেছে। মিসরের বিগত যুগের অহংকারী সম্রাট ফেরাঊন তার প্রতিদ্বন্দ্বী সৃষ্টি হবে এই ভয়ে বনু ইস্রাঈলীদের ঘরে পুত্র সন্তান জন্ম নিলেই তাকে মেরে ফেলার চূড়ান্ত নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করে বিশ্ব ইতিহাসকে কালিমালিপ্ত করেছিল। তারও আগে ইরাকের নিন্দিত সম্রাট নমরূদ জ্বলন্ত হুতাশনে জীবন্ত ইব্রাহীমকে পুড়িয়ে নিঃশেষ করতে চেয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌র বিধানের সম্মুখে সবই ব্যর্থ হয়েছিল। এযুগের বুশ-ব্লেয়ার চক্র নমরূদ-ফেরাঊনকে বহুগুণ ছাড়িয়ে গেছে। কেননা নমরূদ-ফেরাঊন ব্যাপক গণহত্যা করেনি, মানুষের আবাসস্থল ঘরবাড়ি ধ্বংস করেনি, শহর-বন্দর জ্বালিয়ে দেয়নি। অথচ এরা তাই-ই করছে 'গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের নামে'। বিশ্বের অগণিত বিবেকবান মানুষ এই অন্যায়-অনৈতিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিদিন ঘৃণা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন। খৃষ্টান ধর্মগুরু পোপ পলের আবেদন ও প্রার্থনাও হয়েছে ইরাকীদের সমর্থনে। ক্ষুব্ধ মানুষ বুশ-এর ছবি মাড়িয়ে, তার কুশপুত্তলিকায় ফাঁসি দিয়ে, থুথু নিক্ষেপ করে, তাকে জুতিয়ে লাথিয়ে ও আগুনে জ্বালিয়ে ঘৃণা প্রকাশ করছে বিশ্বব্যাপী সর্বত্র। তবুও এই হিংস্র হায়েনাদের বিবেকে ধাক্কা লাগছে না। মযলূম ইরাকের নৈতিক বিজয় ইতিমধ্যেই সাধিত হয়ে গেছে। কারণ অন্যূন ১০০০ গুণ অধিক শক্তিশালী আমেরিকার বিরুদ্ধে ইরাকের এটি কোন যুদ্ধ নয়। বরং ডাকাতের হামলা থেকে স্রেফ আত্মরক্ষা মাত্র।

বুশ তার ভাষণে বলতে চেয়েছেন যে, তার এ হামলা হচ্ছে 'ইরাকীদের রক্ষার জন্য', 'বিশ্বকে রক্ষার জন্য' এবং 'ইরাকে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য'। এটা নাকি ইরাকী জনগণের কল্যাণে পরিচালিত 'মুক্তিযুদ্ধ'। মিথ্যারও একটা স্তর আছে। কিন্তু এতবড় ডাহা মিথ্যা যে কোন রাষ্ট্রনেতা বলতে পারেন, তা কল্পনাও করা যায়নি। খোদ ইবলীসও সম্ভবতঃ এমন তাযা মিথ্যা বলতে লজ্জাবোধ করবে। তবুও এসবই সত্য। কারণ শক্তি ও অর্থ তার হাতে। সম্ভবতঃ বুশ-এর রক্তচক্ষুর ভয়েই মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি চুপ মেরে আছে। কিন্তু তারা জানে না যে, ক্ষিপ্ত কুকুর কারু বন্ধু নয়। আজ ওরা ইরাককে ধরেছে, কাল তোমাকে ধরবে এটা নিশ্চিত। কারণ ইরাকী তেলের স্বাদ পাওয়ার পর এই হিংস্র দ্বিপদ পশুরা বিশ্বের সর্ববৃহৎ তৈলখনির অধিকারী সঊদী আরবের তেলের স্বাদ গ্রহণের জন্য উঠে পড়ে লাগবে। পার্শ্ববর্তী কুয়েত, কাতার, বাহারায়েন এগুলি তো ওদের কাছে সকালের নাস্তার মত। অতএব ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী হকপন্থীদের যার যা আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মুকাবিলায় এগিয়ে আসা কর্তব্য। জালে আটকে পড়া হিংস্র সিংহকে একটি ছোট্ট মুষিক উদ্ধার করেছিল তার ক্ষুদ্র শক্তি দ্বারা জাল ছিঁড়ে দিয়ে। মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলো কিছুই না পারুক শত্রু বাহিনীকে তৈল সরবরাহ বন্ধ করে দিলেই তো যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। বিশ্বের বাকী রাষ্ট্রগুলি ইঙ্গ-মার্কিনীদের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে ও তাদের উৎপাদিত পণ্য বর্জন করে এক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে।

ইরাকে আমরা মানবতার পতন অবলোকন করছি। ইতিপূর্বে আফগানিস্তানে এ দৃশ্য আমরা দেখেছি। গত শতাব্দীতে জাপান, ভিয়েতনাম, বসনিয়া, সোমালিয়া ও কসোভোর মর্মান্তিক ইতিহাস বিশ্ববাসী এখনো ভুলে যায়নি। তারও পূর্বে ১৪৯২ সালের ১ লা এপ্রিল তারিখে খৃষ্টান রাজা ফার্ডিন্যাণ্ড ও তার স্ত্রী ইসাবেলার চক্রান্তে ইউরোপের একমাত্র সমৃদ্ধ মুসলিম রাষ্ট্র স্পেনের রাজধানী গ্রাণাডায় ৭ লক্ষ মুসলিম নর-নারীকে প্রতারণার মাধ্যমে মসজিদে ভরে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করে ৮০০ বছরের গৌরবোজ্জ্বল ইসলামী শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছিল। মুসলমানদের ধোকা দিয়ে বোকা বানানোর এই বিয়োগান্ত ঘটনাকে স্মরণ করে আজও খৃষ্টান বিশ্ব April Fool's day পালন করে থাকে। কিন্তু ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়েছে কয়জন? এটা কে না জানে যে, সাদ্দাম হোসেন আমেরিকারই সৃষ্টি এবং তাকে দিয়েই ১৯৮০ সালে ইরানে হামলা চালিয়ে শক্তিশালী ইরান ও ইরাক উভয়কে ৮ বছরের যুদ্ধে কাবু করা হয়েছে। অতঃপর একই সাদ্দামকে দিয়ে ১৯৯০ সালে অন্যায়ভাবে তার সহযোগী ও বন্ধু প্রতিবেশী কুয়েতে আগ্রাসন চালানো হয়। আর এই সুযোগে আমেরিকা 'ত্রাণকর্তা' সেজে কুয়েত ও সঊদী আরবের মাটিতে ঘাঁটি স্থাপন করে। ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী চক্রের দীর্ঘ পরিকল্পনার অংশ হিসাবে তারা প্রথমে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার ইসলাম বিরোধী আক্বীদা প্রচার করে 'খেলাফত'-এর বিরুদ্ধে যুবশক্তিকে ক্ষেপিয়ে তোলে। অতঃপর কামালপাশার মাধ্যমে ১৯২৪ সালে মুসলিম ঐক্যের প্রতীক 'ওছমানীয় খেলাফত' ধ্বংস করে ক্রমে মধ্যপ্রাচ্যকে ১৪টি রাষ্ট্রে বিভক্ত করে। তারপর তারা সাদ্দামকে দিয়ে প্রতিবেশী ইরান, কুয়েত ও সঊদী আরবের সাথে ইরাকের সুসম্পর্ক বিনষ্ট করে। অতঃপর বিগত ১৩ বছর যাবত জাতিসংঘ অবরোধের মাধ্যমে তারা শক্তিশালী ইরাককে দুর্বলতর করেছে। অতঃপর এবারের হামলায় তারা ইরাক দখল করে তাকে তিন টুকরা করে সেখানে তিনটি পুতুল সরকার কায়েম করবে। পরবর্তী টার্গেট অনুযায়ী তারা সঊদী আরবকে কুক্ষিগত ও ত্রিধাবিভক্ত করে সেখানেও তিনটি পুতুল সরকার কায়েম করবে। যেটা ওয়েবসাইট সূত্রে প্রাপ্ত বৃটিশ লেবার পার্টির পররাষ্ট্র বিষয়ক সংসদীয় কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান জর্জ গ্যালাওয়ের বক্তব্য থেকে এবং ২১.২.১৯৯৯ সংখ্যা 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকায় প্রকাশিত রবার্ট বি কাপলান-এর 'রি-ড্রয়িং অব মিড-ঈষ্ট ম্যাপ' নামক নিবন্ধ থেকে জানা যায়।

গণতন্ত্রের লালনভূমি ইংল্যাণ্ড-আমেরিকার সরকারী ও বিরোধী দলের অধিকাংশ সদস্য বুশ ও ব্লেয়ারের এই অন্যায় আগ্রাসনকে সমর্থন করেছে। বিশাল অংকের যুদ্ধ বাজেট পাস করে দিয়েছে। যদিও তাদের দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ নেতাদের এই অন্যায় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দৈনিক মিছিল-মিটিং করে যাচ্ছে। বিশ্বব্যাপী চলছে নিন্দার ঝড়। একদিনেই সোয়াশো কোটি মানুষ পৃথিবীর ছয়শো শহরে ইঙ্গ-মার্কিন হামলা পরিকল্পনার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল করেছিল। শহরে-গ্রামে-বাজারে সর্বত্র বুশের গলায় এখন ছেঁড়া জুতা ঝুলছে। 'বুশ-ব্লেয়ারের গালে গালে জুতা মারো তালে তালে'-এধরনের শ্লোগানে মুখর এখন বাংলাদেশের গ্রাম-গঞ্জ। বুশ এখন শয়তানের প্রতিমূর্তি। অন্যায়কারী ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে লোকেরা বলছে, 'তুই মানুষ না বুশ'। আমেরিকার জনগণ Hang Bush লিখে বুশের ফাঁসি দাবী করছে। ইংল্যাণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার জনগণেরও একই প্রতিবাদী কণ্ঠ ধ্বনিত হচ্ছে প্রতিদিন। নিন্দা ও বিক্ষোভের ঝড় ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে পৃথিবীব্যাপী। কিন্তু এগুলি জনমত নয়। এগুলির কোন মূল্য যুদ্ধবাজদের কাছে নেই। কেননা একবার ভোট দিয়ে যাদেরকে পার্লামেন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, স্ব স্ব মেয়াদ কাল পর্যন্ত তারা যা খুশী তাই-ই করবে, এটাই গণতন্ত্র ও সেটাই সত্য ও ন্যায়ের মানদণ্ড (?)। আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়া এখন সেদেশের তৈল ব্যবসায়ী কতগুলি অর্থগৃধ্নু মন্ত্রী-এমপিদের হাতে যিম্মী। এদেরকে কি রোখার কেউ নেই? নিশ্চয়ই আছে।

আল্লাহ্‌র ওয়াদা এই যে, তিনি মানুষকে মানুষ দিয়েই প্রতিরোধ করে থাকেন *(বাক্বারাহ ২৫১)*। অতএব বাকী বিশ্বের রাষ্ট্রনেতা ও সাধারণ জনগণের মধ্য থেকেই আল্লাহ পাক কিছু বান্দাকে নিশ্চয়ই নির্বাচন করবেন এই যুলুম প্রতিরোধের জন্য। তাই একদিকে আমাদেরকে যেমন প্রাণভরে আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। অন্যদিকে তাঁরই নির্দেশ অনুযায়ী সর্বশক্তি দিয়ে মযলূম ইরাকীদের সাহায্যে এগিয়ে যেতে হবে। এ দুঃসময়ে যদি বাকী বিশ্ব ও বিশেষ করে মুসলিম বিশ্ব তাদের যথাযোগ্য ভূমিকা পালন না করে, তাহ'লে পৃথিবী থেকে এখনই মানবতা বিদায় নেবে। পশুত্বের জয় হবে। ১৯৩৯ সালে যেমন জার্মান নেতা এডলফ হিটলারের যুদ্ধবাদী নীতির কারণে ২য় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয় ও 'লীগ অব নেশন্‌স'-এর অপমৃত্যু ঘটে, বর্তমানে তেমনি নয়া হিটলার জর্জ বুশ-এর যুদ্ধবাদী নীতির কারণে হয়তোবা 'জাতিসংঘে'র (UNO) অপমৃত্যু ঘটবে। ফলে পৃথিবীর মানুষ তাদের সর্বশেষ সান্ত্বনার স্থলটুকুও হারাবে। পরিশেষে বলব, হে মানুষ! তোমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে ভয় কর। তাঁর সর্বাধিক প্রিয় সৃষ্টি হিসাবে মানুষের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত কর। পশুত্বকে প্রতিরোধ কর। আল্লাহ্‌র বিধান মেনে নিয়ে মযলূমের সাহায্যে এগিয়ে এসো। যালেমকে থামিয়ে দাও। নিশ্চয়ই সত্য বিজয়ী হবে, মিথ্যা পরাজিত হবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হ'লে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! (স.স.)।

সূরা মাউনের সামাজিক শিক্ষা

ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর

(২য় কিস্তি)

দ্বিতীয়তঃ ইয়াতীমদের সাথে সদ্ব্যবহার করাঃ

আল্লাহ বলেন, فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ 'সে সেই ব্যক্তি, যে ইয়াতীমকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়' *(মাউন ২)*। যারা বিচার দিবসকে অস্বীকার করে তারাই পিতৃহীন ইয়াতীমদের সাথে রূঢ় আচরণ করে তাকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। এ শ্রেণীর ব্যক্তিদের থেকে বাঁচতে হ'লে অবশ্যই ইয়াতীমদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে হবে। এ আয়াতে পরোক্ষভাবে মুসলিম মিল্লাতকে এ শিক্ষাই দেওয়া হয়েছে। পিতৃহীনদের সাথে উত্তম আচরণ করা সম্পর্কে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (ছাঃ)-এর মুখনিঃসৃত বাণীতে বেশ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যখন তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর রিযিক সংকুচিত করে দেন, তখন বলে, আমার পালনকর্তা আমাকে হেয় করেছেন। না, কখনই নয়। বস্তুতঃ তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না' *(ফজর ১৬-১৭)*।

যে ব্যক্তি পিতৃহীনের সহায়-সম্পত্তি হরণ করে তাকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়, তার কাছে কোন পিতৃহীন সাহায্যের আবেদন জানালে সে তাকে তাড়িয়ে দেয়। উপরন্তু সে তার প্রতি অত্যাচার করে। যে পাষণ্ড পিতৃহীনের প্রতি অনুরূপ আচরণ করে সে মুখে পরকালকে অস্বীকার করুক আর নাই করুক সে আসলেই পরকালে অবিশ্বাসী।[১৪]

আল্লাহ বলেন, 'হে নবী! তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে ইয়াতীম সংক্রান্ত হুকুম। বলে দিন! তাদের কাজ-কর্ম সঠিকভাবে গুছিয়ে দেয়া উত্তম, আর যদি তাদের ব্যয়ভার নিজের সাথে মিশিয়ে নাও তাহ'লে মনে করবে তারা তোমার ভাই। বস্তুতঃ মঙ্গলকারী ও অমঙ্গলকারীকে আল্লাহ জানেন' *(বাক্বারাহ ২২০)*। তিনি বলেন, 'ইয়াতীমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ বুঝিয়ে দাও। সাবধান খারাপ মালের সাথে ভাল মালের পরিবর্তন করো না। আর তাদের ধন-সম্পদ নিজেদের ধন-সম্পদের সাথে মিশ্রিত করে তা গ্রাস কর না। নিশ্চয়ই এটা বড় অপরাধ বা মন্দ কাজ' *(নিসা ২)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'ইয়াতীমদের প্রতি বিশেষভাবে নযর রাখবে যে পর্যন্ত না তারা বিয়ের বয়সে পৌছে। যদি তাদের মধ্যে বুদ্ধি -বিবেচনার উন্মেষ আঁচ করতে পার, তবে তাদের সম্পদ তাদের হাতে অর্পণ করতে পার। আর ইয়াতীমের সম্পদ প্রয়োজনাতিরিক্ত খরচ করো না বা বড় হয়ে যাবে মনে করে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো না' *(নিসা ৬)*।

১৪. *আঃ নূর কুরআন মাজীদ, পৃঃ ৬৩; ফী যিলালিল কুরআন ৬/৩৯৮৫ পৃঃ।*

আল্লাহ বলেন, 'যারা ইয়াতীমের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে, তারা নিজের পেটে আগুনই ভর্তি করে এবং সত্ত্বরই তারা অগ্নিতে প্রবেশ করবে' *(নিসা ১০)*। 'আর অক্ষম (ইয়াতীম) শিশুদের বিধান এই যে, ইয়াতীমদের জন্যে ইনসাফের উপর কায়েম থাক। তোমরা যা ভাল কাজ করবে আল্লাহ তা জানেন' *(নিসা ১২)*। 'আর ইয়াতীমের মালের নিকটেও যেয়ো না, একমাত্র তার কল্যাণ কামনা ছাড়া, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যৌবনে পদার্পন করা পর্যন্ত এবং অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে' *(বণী ইসরাঈল ৩৪)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও ইয়াতীম ছিলেন। এ ঘোষণা দিয়ে আল্লাহপাক স্বীয় নবীকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন,

'তিনি (আল্লাহ) কি আপনাকে ইয়াতীম রূপে পাননি? অতঃপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। তিনি আপনাকে পেয়েছেন পথহারা, অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন। পেয়েছেন নিঃস্ব, অতঃপর অভাবমুক্ত করেছেন। সুতরাং আপনি ইয়াতীমদের প্রতি কঠোর হবেন না এবং সাওয়ালকারীকে ধমক দিবেন না' *(যোহা ৬-১০)*। উল্লেখিত আয়াতে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাব কোনক্রমেই ইয়াতীমদের গলাধাক্কা বা তাদের সাথে অশালীন আচরণ করা যাবে না। বরং তাদের সাথে সদা-সর্বদা সদ্ব্যবহার করতে হবে। সাথে সাথে পরিণত বয়সে তাদের ধন-সম্পদের পুরোপুরি হেফাযত করতে হবে। অন্যথায় শেষ দিবসে বিচারের কাঠগড়ায় ঠেকে যেতে হবে। স্বয়ং আল্লাহ তাঁর নবীকে ইয়াতীমদের প্রতি কঠোর হ'তে নিষেধ করেছেন এবং ধমক দিয়ে বলেছেন, 'আপনাকে কি ইয়াতীম অবস্থায় পাইনি?' এক্ষণে বিষয়টি কত জটিল তা তনুমনে গভীরভাবে প্রত্যেকের ভাবা উচিত।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও ইয়াতীমদের প্রতি সদয় আচরণ সম্পর্কে তাকীদ করেছেন। হযরত সাহাল ইবনু সা'দ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের দায়িত্ব বহনকারী, সে ইয়াতীম নিজের নিকটতম আত্মীয় হৌক বা অন্য কেউ হৌক বেহেশতে এরূপ থাকব। এ কথা বলে তিনি নিজের শাহাদত ও মধ্যম আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করলেন এবং উভয়ের মাঝে কিঞ্চিত ফাঁক রাখলেন।[১৫]

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'মুসলমানদের সে ঘরটি সর্বোত্তম, যে ঘরে কোন ইয়াতীম আছে এবং তার সাথে ভাল আচরণ করা হয়। আর ঐ ঘরটি সর্বাধিক মন্দ, যাতে কোন ইয়াতীম আছে অথচ তার সাথে দুর্ব্যবহার করা হয়'।[১৬]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোন ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলাবে, যতগুলি চুলের উপর দিয়ে তার হাত অতিক্রম করবে এর প্রতিটির

১৫. *বুখারী, মূল মিশকাত পৃঃ ২২।*

১৬. *ইবনু মাজাহ, মূল মিশকাত পৃঃ ৪২৩; আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত, ৩য় খণ্ড, হা/৪৯৭৩। পরবর্তীতে এ উৎসটি 'আলবানী মিশকাত' নামে ব্যবহৃত হবে।*

বিনিময়ে তার জন্য ছওয়াব লেখা হবে। আর যে ব্যক্তি তার তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত ইয়াতীম বালক-বালিকার সাথে ভাল আচরণ করবে, আমি ও সে ব্যক্তি বেহেশতে এ দু'টির মত হব। একথা বলে তিনি নিজের আঙ্গুল দু'টি মিলিত করলেন'।[১৭]

তিনি আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন ইয়াতীমকে নিজের খানা-পিনাতে শামিল করে, আশ্রয় দেয়, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য বেহেশত ওয়াজিব করে দেন, যে পর্যন্ত না সে এমন কোন পাপ করে, যা মার্জনাযোগ্য নয়'।[১৮] নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'আমি ও কালো গণ্ডদ্বয় বিশিষ্ট মহিলা ক্বিয়ামতের দিন এইভাবে থাকব। রাবী ইয়াযীদ ইবনে যোরাঈ নিজের মধ্যমা ও তর্জনী আঙ্গুলের দিকে ইঙ্গিত করে দেখালেন। সে এমন মহিলা যার স্বামী নেই। অথচ সে মর্যাদাশীলা ও রূপসী হওয়া সত্ত্বেও ইয়াতীম সন্তানদের লালন-পালনের উদ্দেশ্যে নিজেকে বন্দী করে রেখেছে, যে পর্যন্ত না তারা (স্বনির্ভর হয় মায়ের সেবা-যত্ন হ'তে) পৃথক হয়ে যায় বা মৃত্যুবরণ করে'।[১৯]

'নিজেকে বন্দী করে রেখেছে' এর অর্থ হ'ল, তার ছোট ছোট ইয়াতীম বাচ্চাদের মুখের দিকে চেয়ে দ্বিতীয় বিবাহ করেনি। বরং ইয়াতীমদেরকে বুকে জড়িয়ে দুঃখ-দৈন্যের জীবন কাটিয়েছে।[২০] উপরের আলোচনা থেকে দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হয়েছে যে, পিতৃহীন তথা ইয়াতীমদের সাথে কোন অবস্থাতেই খারাপ আচরণ করা যাবে না। সর্বদা তাদের সাথে উত্তম আচরণ করতে হবে। অন্যথায় বিচার দিবসে অনিষ্টের বিষাক্ত ছোবল হ'তে নিষ্কৃতি পাওয়া বড়ই দুষ্কর হয়ে পড়বে।

তৃতীয়তঃ অন্নহীনে অন্নদানঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ। 'তারা অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে উৎসাহিত করে না' *(মাঊন ৩; হাক্কাহ ৩৪)*। এ ছাড়াও আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ 'এবং তোমরা অভাবগ্রস্তদেরকে খাদ্য দানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না' *(ফজর ১৮)*। আয়াতগুলিতে একথা স্পষ্ট যে, যারা পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করে না তার গরীব-মিসকীন তথা অভাবীদেরকে নিজে খাদ্যদান করে না কিংবা খাদ্য দানে অন্যকেও উৎসাহ প্রদান করে না। বিধায় শেষ দিবসে মুক্তি পেতে হ'লে অভাবগ্রস্তদের অন্নদানে উৎসাহী হ'তে হবে।

১৭. *আহমাদ, তিরমিযী, মূল মিশকাত পৃঃ ৪২৩; আলবানী-মিশকাত হা/৪৯৭৪।*

১৮. *শরহে সুন্নাহ, মূল মিশকাত পৃঃ ৪২৩; আলবানী-মিশকাত, ৩য় খণ্ড, হা/৪৯৭৫।*

১৯. *আবুদাঊদ, মূল মিশকাত পৃঃ ৪২৩; আলবানী-মিশকাত, হা/৪৯৭৮।*

২০. *মাওলানা নূর মোহাম্মাদ আ'জমী, বঙ্গানুবাদ মিশকাত শরীফ ৯/১৩৫ পৃঃ।*

আর যারা মিসকীনদেরকে খাদ্য দানে উৎসাহিত করে না, অসহায় সর্বহারা দুস্থের পুনর্বাসনে অনুপ্রেরণা যোগায় না, যারা তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখা ও তাদের অভাব পূরণের জন্য উপদেশ ও পরামর্শ প্রদান করে না, তারা প্রকৃতপক্ষে দ্বীনের প্রতি বিশ্বাসী ও আস্থাশীল নয়। যদি তারা দ্বীনের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাসী হ'ত, যদি তাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে ঈমান থাকত, তবে কখনও তারা মিসকীন ও সর্বহারাদেরকে খাদ্য দানে নিরুৎসাহিত করার উদ্ধত আচরণ প্রদর্শন করত না। তারা মিসকীনদের বঞ্চিত করার প্রেরণা যোগাত না।[২১]

সে ব্যক্তি কাঙ্গালজনে খাদ্য দানের জন্য লোকদেরকে উৎসাহিত করে না। এর অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে- কাঙ্গালকে যে খাবার পরিবেশন করা হয় তা মূলতঃ দাতার নিজের খাবার নয়। আসলে সেটা কাঙ্গালেরই প্রাপ্য অধিকার, যা তার কাছে গচ্ছিত ছিল। দাতা কাঙ্গালের ন্যায্য পাওনা ফিরিয়ে দিচ্ছে মাত্র। এর প্রমাণে সূরা মা'আরিজে আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِيْنَ فِيْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ-

'আর যাদের সম্পদে নির্ধারিত হক রয়েছে, প্রার্থী ও বঞ্চিতের' *(মা'আরিজ ২৪, ২৫)*।

وَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ-

'এবং তাদের সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের অধিকার' *(যারিয়াত ১৯)*। কাঙ্গালকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা পরকালকে অস্বীকার করারই নামান্তর। অত্র সূরার এ আয়াতে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি কর্মফল দিবসকে অবিশ্বাস করে তার চরিত্রে অসংখ্য অনৈতিকতা ও চারিত্রিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। তন্মধ্যে দু'টোর উল্লেখ এখানে করা হয়েছে। কর্মফলে বিশ্বাসী ব্যক্তির দ্বারা কখনও পিতৃহীনের ন্যায্য হক বিনষ্ট হ'তে পারে না। বরং সে কাঙ্গালজনে খেতে দেয় এবং অন্যকে খাবার পরিবেশন করার জন্য উৎসাহ প্রদান করে।[২২]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন মুমিনের দুনিয়ার কষ্ট সমূহ হ'তে কোন (সামান্য) একটি কষ্টও দূর করে দিবে, আল্লাহ তা'আলা তার ক্বিয়ামতের দিনের কষ্ট সমূহের মধ্য হ'তে একটি (ভীষণ) কষ্ট দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন অভাবগ্রস্ত লোকের অভাব (সাহায্যের দ্বারা) সহজ করে দিবেন আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতে তার অভাব সহজ (দূর) করে দিবেন'।[২৩]

মাওলানা আকরাম খাঁ এ প্রসঙ্গে বলেন, 'তোমার দেশে এবং তোমারই প্রতিবেশী কত দীন, দুঃখী, কাঙ্গাল যে অভাবের ভীষণ নিষ্পেষণে জর্জরিত হয়ে নিজের অস্থিচর্মসার পুত্র-

২১. *ফী যিলালিল কুরআন ৬/৩৯৮৫ পৃঃ।*

২২. *আঃ নূর কুরআন মাজীদ, পৃঃ ৬৩।*

২৩. *মুসলিম, মূল মিশকাত পৃঃ ৩২।*

কন্যাগণকে নিয়ে হাহুতাশ করছে; ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় অস্থির অনাথ বিধবা শত গ্রন্থিযুক্ত বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করতে অসমর্থ হয়ে নিজের ভগ্নপূর্ণ কুটিরে অন্ধকারের কোনে বসে চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছে, এমনকি গলায় দড়ি দিয়ে দরিদ্র ও অপমানের জ্বালা মিটাবার চেষ্টা করছে; তুমি সে দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে, তৎপ্রতিকারে যত্নবান না হয়ে, নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে থাকছ। আর লোক দেখানো ছালাত পড়ে ও তাসবীহ টিপে মনে করছ যে, স্বর্গের কায়েমী মৌরুছী পাট্টা রেজিষ্ট্রি করে নিলাম। কুআন তোমার ন্যায় কপট মুসলমানের এই মনের চুরি ধরে দিয়ে বলছে যে, যারা দেশের অনাথ ও কাঙ্গালদিগের দুঃখ-দৈন্য দূর করার চেষ্টা না করে, কেবল নিজে চেষ্টা করা নয়, অন্য লোকদিগকে এর জন্য উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করে না সে কপট, সে পরকালে ও কর্মফলে অবিশ্বাসী বে-দ্বীন। ছালাত পড়লে কি হবে, ছালাতের প্রকৃত তাৎপর্য তারা অবগত নয়। রহমানুর রহীমের প্রেমময় স্বরূপের এক বিন্দু অনুভূতিও তাদের প্রাণে জেগে উঠেনি। তাদের ছালাত ও অন্যান্য সৎকর্ম লোক দেখানো প্রবঞ্চনা এবং মনের কপটতা ঢাকবার একটা আবরণ মাত্র'।[২৪]

অভাবী ব্যক্তিদেরকে সাহায্য করার ব্যাপারে নবী করীম (ছাঃ) স্বীয় উম্মতকে বিভিন্নভাবে উৎসাহ প্রদান করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই, সে তার উপর যুলম করবে না এবং তাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিবে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অভাবে সাহায্য করবে, আল্লাহ তা'আলা তার অভাবে সাহায্য করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তার বিপদ সমূহের কোন একটি বড় বিপদ দূর করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবে আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবেন'।[২৫]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'ঐ ব্যক্তি (প্রকৃত) ঈমানদার নয়, যে উদর পূর্তি করে খায় আর তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে'।[২৬] হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে এসে নিজের হৃদয়ের কাঠিন্যতা সম্পর্কে অভিযোগ করলে তিনি বললেন, ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলাও এবং মিসকীনকে খানা খাওয়াও'।[২৭] বুঝা যাচ্ছে, এগুলি করলে হৃদয় কোমল হয়। অন্যত্র নবী করীম (ছাঃ) বলেন, সর্বাপেক্ষা মন্দ খানা হচ্ছে ওয়ালীমার সেই খানা, যেখানে ধনীদের দাওয়াত করা হয় আর গরীবদের পরিত্যাগ করা হয়'।[২৮]

নবী করীম (ছাঃ) মানব জাতিকে কয়েকটি উপদেশ দিয়ে বলেন, এসো সকলে তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে (অর্থাৎ উপদেশগুলি মান্য করলে নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে)। যে বিষয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন তন্মধ্যে একটি হ'ল খাদ্য দান করা।[২৯]

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ইসলামে কোন্ কাজটি সর্বোত্তম? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উত্তরে বললেন, অভুক্তকে খানা খাওয়ানো এবং পরিচিত অপরিচিত সকলকে সালাম প্রদান করা'।[৩০] নবী করীম (ছাঃ) অন্যত্র বলেন, যখন কোন ঝোল তরকারী রান্না করবে, তখন তাতে পানির পরিমাণ বেশী করে দিয়ে প্রতিবেশীর খবরদারি করবে (অর্থাৎ প্রতিবেশীকে দিয়ে খাওয়ার ব্যাপারে সদা-সর্বদা সচেতন থাকবে)।[৩১]

ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে অন্নদানের গুরুত্ব ইসলামে অপরিসীম। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে অনেক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যা থেকে উদাহরণ স্বরূপ দু'চারটি পেশ করা হয়েছে। নবী করীম (ছাঃ) মিসকীন ও অন্নহীন ব্যক্তিকে অন্নদানের বিভিন্ন পদ্ধতিও বাতলে দিয়েছেন। দারিদ্র্য বিমোচনের কর্মসূচী ইসলাম যে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করেছে, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপরোক্ত বাণীগুলি তারই সুস্পষ্ট প্রমাণ। এ ছাড়া তো যাকাত, ফিতরা ও ছাদাক্বাহ এর মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করতে হবে। এর খোলাখুলি বিধানও ইসলামে বর্ণনা করা হয়েছে। এসব সার্বিক বিষয়কে কেন্দ্র করেই 'ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা'।

অন্নহীনে অন্নদান করে দরিদ্রতা সমাজ হ'তে বিদূরিত করতে হবে এ কথার উপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বার বার তাকীদ করেছেন। সঙ্গত কারণেই কেউ যদি অন্নহীনে অন্নদান না করে, অন্নদানের ব্যাপারে অপরকে উৎসাহ প্রদান না করে, তবে বিচারের মাঠে তার জন্য উত্তর দেওয়া কঠিন হয়ে যাবে। তারা অবিশ্বাসীদের কাতারে শামিল হবে। তাই সকলেরই উচিৎ এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা।

চতুর্থতঃ ছালাতে মনোযোগী হওয়াঃ

মহান আল্লাহ বলেন, فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ 'সুতরাং পরিত্যাগ বা ধ্বংস সে সকল ছালাত আদায়কারীর জন্য, যারা তাদের ছালাতের ব্যাপারে অমনোযোগী বা উদাসীন' *(মা'ঊন ৪-৫)*। আলোচ্য আয়াতে ছালাতের প্রতি অনীহা, অমনোযোগিতা ও আলস্য প্রদর্শনকারীদেরকে অভিশাপ প্রদান ও সতর্ক করা হয়েছে। এক্ষণে প্রশ্ন হচ্ছে, ছালাতে অনীহা, অমনোযোগিতা ও অলসতা প্রদর্শনকারী কারা? এর উত্তর প্রদান করে আল্লাহ

২৪. *মাওলানা আকরাম খাঁ, কারাগারে রচিত আমপারার তাফসীর পৃঃ ৩২-৩৩; আবঃ নূর কুরআন মাজীদ পৃঃ ৬৫-৬৬ (সাধু হ'তে চলিত ভাষায় রূপান্তরিত)।*
২৫. *বুখারী ও মুসলিম, মূল মিশকাত পৃঃ ৪২২।*
২৬. *বায়হাক্বী, মূল মিশকাত পৃঃ ৪২৪; আলবানী-মিশকাত হা/৪৯৯১।*
২৭. *আহমাদ, মূল মিশকাত পৃঃ ৪২৫; আলবানী-মিশকাত হা/৫০০১।*
২৮. *বুখারী, মুসলিম, মূল মিশকাত পৃঃ ২৭৮।*

২৯. *তিরমিযী (তিনি হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন)। গৃহীতঃ হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ), বুলূগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম (দেওবন্দ: ইসলামী কুতুবখানা তা. বি.), পৃঃ ১১৪।*
৩০. *বুখারী, মুসলিম, মূল মিশকাত পৃঃ ৩৯৭।*
৩১. *মুসলিম, বুলূগুল মারাম পৃঃ ১০৬।*

পাক বলেছেন, তাদের পরিচয় হচ্ছে 'মুছাল্লীন'। তারা সে সকল লোক যারা ছালাত কায়েম করে, অথচ ছালাত কায়েম করে না। যারা শুধু ছালাতের আনুষ্ঠানিকতা আদায় করে। রুকূ, সিজদা, সূরা, দো'আ, তাসবীহ যথাযথভাবে পালন করে; কিন্তু তাদের রূহ ছালাতের প্রাণশক্তি থেকে বঞ্চিত, তাদের আত্মা ছালাতের জীবনীশক্তি দ্বারা সঞ্জীবিত নয়। তাদের জীবন ধারা ছালাতের চরিত্র, শিক্ষা ও বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত নয়। তাদের ক্বিরাআত, দো'আ ও তাসবীহতে উচ্চারিত বাক্যসমূহের সাথে তাদের বাস্তব জীবনের কোন মিল পরিলক্ষিত হয় না। তারা বাহ্যত লোক দেখানো ছালাত আদায় করে। তাদের ছালাতের প্রতি গভীর মনোযোগ, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা নেই। এভাবে তারা তাদের ছালাত অমনোযোগিতা, অনীহা, অলসতা ও প্রদর্শনীমূলক মনোযোগ নিয়ে আদায় করে। ছালাতের শিক্ষা ও তাৎপর্যকে জীবনে বাস্তবায়িত করে ছালাত কায়েম করে না। মূলতঃ পুরো জীবনে ইখলাছ ও একাগ্রচিত্ততার মাধ্যমে আল্লাহ্র রেযামন্দী হাছিলের লক্ষ্যে আল্লাহ্র রুবূবিয়্যাত ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ছালাত কায়েম করতে হবে।[৩২]

তারা শুধু প্রাণহীন কতিপয় অনুষ্ঠানই পালন করে। আল্লাহ্র রেযামন্দীর উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় করে না; বরং আত্মিক শক্তি ও জ্যোতিহীন কিছু আচার-অনুষ্ঠান ও দৈহিক নড়াচড়া, উঠাবসা ও শরীর চর্চায় লিপ্ত থাকে। তারা লোক দেখাবার মত কিছু নিয়ম-পদ্ধতির অনুসরণ করে মাত্র। তাদের ছালাত তাদের অন্তরে, কর্মে ও চরিত্রে কোন প্রভাব বিস্তার করে না। তাদের সকল আনুষ্ঠানিকতা, কালো ধোঁয়ার মত মহাশূন্যে মিশে যায়। বরং প্রাণশক্তিহীন আনুষ্ঠানিকতার কারণে তাদেরকে কঠোর শাস্তি ও অশুভ পরিণামের প্রতীক্ষায় থাকতে হয়।[৩৩]

এখানে মুনাফিকদেরকেও কর্মফল অস্বীকারকারী বলা হচ্ছে। বাহ্যতঃ মুনাফিকরা মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তারা কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করে। সেকারণ তারা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। এখানে মুনাফিকদের ছালাত আদায় করার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তারা তাদের ছালাতকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। এর অর্থ হচ্ছে, ছালাত আদায় করা হ'ল কি হ'ল না তাদের দৃষ্টিতে এতে কোন পার্থক্য নেই। তারা কখনও ছালাত আদায় করে, আবার কখনও করে না।[৩৪]

আবার কখনও তারা ছালাতের নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রমের পর তাড়াহুড়া করে ছালাত আদায় করে দায় সারে মাত্র। তারা অপেক্ষা করতে করতে সূর্য অস্তমিত হবার প্রাক্কালে দাঁড়িয়ে তড়িঘড়ি করে মোরগের ন্যায় চার ঠোকর মেরে দায়িত্ব শেষ করে। এজন্য আল্লাহ্র নবী তাদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق। 'ইহাই মুনাফিকের ছালাত, ইহাই মুনাফিকের ছালাত, ইহাই মুনাফিকের ছালাত। তারা ছালাতে আল্লাহ্কে কমই স্মরণ করে থাকে।[৩৫]

আতা ইবনে দীনার (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র শুকরিয়া যে, তিনি عن صلاتهم বলেছেন, في صلاتهم বলেননি। অর্থাৎ আল্লাহপাক বলেছেন যে, তারা ছালাতের ব্যাপারে উদাসীন থাকে, ছালাতের মধ্যে গাফিল বা উদাসীন থাকে এরূপ কথা বলেননি। আবার এ শব্দে এ অর্থও রয়েছে, যারা সব সময় শেষ সময়ে ছালাত আদায় করে অথবা আরকান-আহকাম আদায়ের ব্যাপারে মনোযোগ দেয় না। রুকূ-সিজদার ব্যাপারে উদাসীনতার পরিচয় দেয়। এসব কিছু যার মধ্যে রয়েছে সে নিঃসন্দেহে দুর্ভাগা। যার মধ্যে এসব অন্যায় যত বেশী রয়েছে সে তত বেশী সর্বনাশের মধ্যে পতিত হয়েছে। তার আমল তত বেশী ত্রুটিপূর্ণ এবং ক্ষতিকারক।[৩৬]

আসল ছালাতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা মুনাফিকদের অভ্যাস এবং عن صلاتهم শব্দের আসল অর্থ তাই। ছালাতের মধ্যে কিছু ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যাওয়া, যা থেকে কোন মুসলমান, এমনকি রাসূলে করীম (ছাঃ)ও মুক্ত ছিলেন না, তা এখানে বুঝানো হয়নি। কেননা এ জন্যে জাহান্নামের শাস্তি হ'তে পারে না। এটা উদ্দেশ্য হ'লে عن صلاتهم এর পরিবর্তে في صلاتهم বলা হ'ত।[৩৭]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কে এ আয়াতের তাৎপর্য জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, 'এখানে ঐ সব লোকের কথা বলা হয়েছে, যারা ছালাত আদায়ের ব্যাপারে নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্ব করে'। এর একটি অর্থ এও রয়েছে যে, আদৌ ছালাত আদায় করে না। অন্য একটি অর্থ এই যে, শরী'আত অনুমোদিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর ছালাত আদায় করে। আবার এটাও হ'তে পারে যে, সময়ের প্রথম দিকে ছালাত আদায় করে না।[৩৮] মুনাফিকদের ছালাত সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَ اِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى يُرَاءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا-

'তারা (মুনাফিকরা) যখন ছালাতে দাঁড়ায় তখন অলসতা ও উদাসীনতার সাথে দাঁড়ায়। তারা শুধু লোক দেখানোর জন্যই

৩২. *ফী যিলালিল কুরআন ৬/৩৯৮৫।*
৩৩. *তদেব ৬/৩৯৮৬।*
৩৪. *আঃ নূর কুরআন মাজীদ পৃঃ ৬৪।*
৩৫. *হাফেয ইমাদুদ্দীন ইবনু কাছীর (রহঃ), তাফসীরু কুরআনিল আযীম (দামেশকঃ মাকতাবা দারুল ফিহা, রিয়াদঃ মাকতাবা দারুস সালাম, প্রকাশকালঃ ১৪১৪ হিঃ, ১৯৯৪ ইং), ৪/৭১৯ পৃঃ; আঃ নূর কুরআন মাজীদ পৃঃ ৬৪।*
৩৬. *তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৪/৭১৯পৃঃ।*
৩৭. *তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, ৮/১০১৯পৃঃ।*
৩৮. *তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৪/৭১৯ পৃঃ।*

ছালাত আদায় করে থাকে এবং তারা আল্লাহ্কে খুব কমই স্মরণ করে থাকে' *(নিসা ১২৪)*। আয়াতগুলির উপর লক্ষ্য রেখে বলতে হয় জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে হ'লে ছালাতে মনোযোগী হ'তে হবে। ছালাতের হেফাযত করতে হবে। ছালাতের জন্য যখন মানুষকে ডাকা হয় তখন একশ্রেণীর লোক এটাকে হেয় প্রতিপন্ন করে। আর যখন ছালাতের জন্য আহ্বান কর, তখন তারা এটাকে উপহাস ও খেলা মনে করে। কারণ তারা নির্বোধ *(মায়েদা ৫৮)*। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا

'নিশ্চয়ই ছালাত মুমিনদের উপর ফরয নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে' *(নিসা ১০৩)*। নবী করীম (ছাঃ) আলী (রাঃ)-কে উপদেশ দিয়ে বলেন, 'হে আলী! তিনটি বিষয়ে বিলম্ব কর না। প্রথমটি হ'ল ছালাত, যখন তার ওয়াক্ত হয়ে যায়...।'[৩৯] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল কোন্ কাজ সর্বাধিক উত্তম? উত্তরে তিনি বললেন, আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা'।[৪০]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, 'যদি মানুষ জানত যে, ছালাতের জন্য সকাল সকাল যাওয়ার মধ্যে কি ছওয়াব রয়েছে, তাহ'লে তারা সেদিকে সকলের আগে পৌছার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাত'।[৪১] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবু যারকে বলেন, হে আবু যার! কি অবস্থা হবে যখন তোমার উপর এরূপ শাসনকর্তা নিযুক্ত হবে, যারা ছালাতের প্রতি অমনোযোগী হবে অথবা এর সময় হ'তে তাকে পিছিয়ে দিবে? আবু যার বলেন, আমি বললাম, আপনি আমাকে কি নির্দেশ করছেন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি সঠিক সময়ে ছালাত আদায় করবে। অতঃপর যদি তাদের সাথে পাও তবে পুনরায় আদায় করবে। এটা তোমার নফল ছালাত হিসাবে গণ্য হবে'।[৪২]

বুঝা গেল যে, ছালাত 'আউয়াল ওয়াক্ত' তথা প্রথম সময়েই আদায় করতে হবে। ছালাতের সময় হয়ে গেলে কোন প্রকার বিলম্ব করা চলবে না।

সফলকাম ব্যক্তিদের ছালাত সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 'যারা তাদের ছালাতে সার্বক্ষণিক কায়েম থাকে' *(মা'আরিজ ২)*। 'যারা তাদের ছালাত সমূহের খবর রাখে' *(মুমিনূন ৯)*। 'যারা নিজেদের ছালাতে বিনয় ও নম্র' *(মুমিনূন ২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'মুখতাছার'[৪৩] রূপে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, এটা ইহুদীদের কাজ, যা তারা তাদের উপাসনায় করে থাকে'।[৪৪]

তিনি বলেন, 'বান্দার ও কুফুরীর মধ্যে পার্থক্য হ'ল ছালাত'।[৪৫] রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমাদের ও তাদের (মুনাফিকদের) মধ্যে যে অঙ্গীকার রয়েছে তাহ'ল ছালাত। সুতরাং যে ছালাত ত্যাগ করবে (প্রকাশ্যে) সে কাফের হয়ে যাবে'।[৪৬]

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল এবং ছালাত আদায় করল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন মসজিদের এক কোণে বসেছিলেন। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে আসল এবং সালাম করল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার সালামের জবাব দিয়ে বললেন, যাও, ছালাত আদায় করে এসো, কেননা তোমার ছালাত আদায় হয়নি। সে পুনরায় ছালাত আদায় করল এবং ছালাত শেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসে তাঁকে সালাম দিল। তিনি তাকে বললেন, যাও, ছালাত আদায় করে এসো, কেননা তোমার ছালাত হয়নি। অতঃপর তৃতীয়বার অথবা তার পরেরবার সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যখন তুমি ছালাতে দাঁড়াবার ইচ্ছা করবে, পূর্ণরূপে ওযূ করবে। অতঃপর ক্বিবলার দিকে মুখ করে দাঁড়াবে এবং তাকবীর (তাহরীমা) বলবে। তৎপর কুরআনের যা তোমার পক্ষে সহজ হয় তা পড়বে। তারপর রুকু করবে এবং স্থির হয়ে থাকবে। তারপর মাথা উত্তোলন করবে এবং সোজা হয়ে দাঁড়াবে। অতঃপর সিজদা করবে এবং সিজদায় স্থির থাকবে, তারপর মাথা উঠাবে ও স্থির হয়ে বসবে। তৎপর দ্বিতীয় সিজদা করবে এবং সিজদাতে স্থির থাকবে, তারপর সিজদা হ'তে মাথা তুলে স্থির হয়ে বসবে। এভাবে তোমার সমস্ত ছালাতে এরূপ করবে'।[৪৭] অন্য হাদীছে আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন বেজোড় রাক'আতে থাকতেন (সিজদা হ'তে) উঠে সোজা দাঁড়াতেন না, যে পর্যন্ত না সোজা হয়ে বসতেন'।[৪৮]

হাদীছদ্বয় থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যারা ছালাতে খুশূ-খুযূ করে না, খুব দ্রুতগতিতে উঠাবসা করে অর্থাৎ রুকূ থেকে উঠে স্থিরভাবে না দাঁড়িয়ে সিজদায় চলে যায়, সিজদা থেকে উঠে স্থিরভাবে না বসে পুনরায় দ্বিতীয় সিজদায় চলে যায় এবং দ্বিতীয় সিজদা হ'তে উঠে স্থির ভাবে না বসে দাঁড়িয়ে যায় তাদের ছালাতও ক্ষতি থেকে নিরাপদ নয়। কেননা নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِىْ أُصَلِّىْ

'তোমরা ঠিক সেভাবে ছালাত আদায় কর, যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখেছ'।[৪৯]

---

৩৯. তিরমিযী, মূল মিশকাত পৃঃ ৬১; মিশকাত হা/৬০৫।
৪০. আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, মূল মিশকাত পৃঃ ৬১; মিশকাত হা/৬০৭।
৪১. বুখারী, মুসলিম, মূল মিশকাত পৃঃ ৬২।
৪২. মুসলিম, মূল মিশকাত পৃঃ ৬১।
৪৩. 'মুখতাছার' এর একাধিক অর্থ রয়েছে। যেমন কমরে হাত রাখা, ছালাতের ক্রিয়াকলাপগুলিকে লঘু করা, যা একাগ্রতা ও নিষ্ঠার প্রতিকূল। দ্রঃ মুহাম্মদ মুমতাযুদ্দীন, বঙ্গানুবাদ, বুলূগুল মারাম (মুর্শিদাবাদঃ প্রকাশকাল মে ১৯৯৮ ইং), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৪।
৪৪. মুসলিম, বুলূগুল মারাম, পৃঃ ১৭।
৪৫. মুসলিম, বুলূগুল মারাম, পৃঃ ৫৮।
৪৬. আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, হাদীছ হাসান ছহীহ মিশকাত হা/৫৭৪।
৪৭. বুখারী, মুসলিম, মূল মিশকাত পৃঃ ৭৫।
৪৮. বুখারী, মূল মিশকাত পৃঃ ৭৫।
৪৯. বুখারী, মুসলিম, মূল মিশকাত পৃঃ ৬৬।

আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় ছালাত সম্পূর্ণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর তরীকা অনুযায়ী হ'তে হবে। সেখানে অণু পরিমাণ কম-বেশী করার এখতিয়ার কারো নেই। অন্যথায় সে ছালাতই তার জন্য ধ্বংস বয়ে আনবে। আর রাসূল (ছাঃ)-এর তরীকানুযায়ী ছালাত সম্পন্ন হ'লে সে ছালাত অবশ্যই বান্দার মুক্তির কারণ হবে। আল্লামা ইক্ববাল যথার্থই বলেছেন,

'এহ্ এক সিজদা তু সিজে গিঁরা সামাঝতা হ্যায়
হাযারো সিজদা সে দেতা হ্যায় আদমী কো নাজাত।'

বিশ্লেষণার্থঃ মুওয়াহহিদ মুমিনের জন্য ছালাত হচ্ছে সমস্ত ঈমানী দুর্বলতা থেকে বাঁচার একমাত্র অস্ত্র ও পার্থিব ও পারলৌকিক মর্যাদা লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ অসীলা। মানুষ যদি সত্যিকারের ছালাত আদায় করে অর্থাৎ আল্লাহ্কে একমাত্র মাবূদ বরহক্ব জ্ঞানে মাত্র তারই কাছে মাথা নত করে তবে অন্যের নিকটে মাথা নত করা হ'তে সে অবশ্যই রেহাই পেয়ে যাবে।[৫০] মোদ্দাকথা ছালাত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত বিধায় তা জাগ্রত জ্ঞানে বিনয়-নম্রতা সহকারে আদায় করতে হবে।

[চলবে]

৫০. মূলঃ আল্লামা ইক্ববাল, অনুবাদঃ মোহাম্মদ মুমতাজুদ্দীন, যাররে কালীম (মুর্শিদাবাদঃ তাওহীদ পাবলিকেশন, প্রকাশকালঃ আগষ্ট ২০০০ইং), পৃঃ ৪০।

ঝলক জুয়েলার্স

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান

আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ
রৌপ্য অলঙ্কার
প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী।

সাহেব বাজার, রাজশাহী।

ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬
বাসাঃ ৭৭৩০৪২

মুসলমানদের অধঃপতন কেন?

*মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

পৃথিবীতে উদ্দেশ্যবিহীন কাজ কোন মানুষই করে না। সে সকল কাজের মুখ্যতঃ উদ্দেশ্য ব্যক্তিস্বার্থ আদায়, গৌণতঃ ব্যষ্টি স্বার্থ। আল্লাহ তা'আলা কি উদ্দেশ্যে মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন, তা তিনিই ভাল জানেন। তবে কুরআনপাকে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, আমি মানব ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছি কেবল আমার ইবাদতের জন্য *(যারিয়াত ৫৬)*। আমরা এ পর্যন্তই জানি কুরআন পাকের ভাষ্য দ্বারা। আল্লাহ পাক 'আলিমুল গায়েব। তিনিই দৃশ্য-অদৃশ্য সকল কিছু সম্পর্কে জ্ঞাত। আল্লাহ বলেন, 'আমি যা জানি, তোমরা তা জান না' *(বাক্বারাহ ৩০)*। আল্লাহ পাকের জ্ঞানের কোন সীমা-পরিসীমা নেই। পক্ষান্তরে মানুষকে তিনি [illegible] জ্ঞানের অধিকারী করেছেন তার জ্ঞানের সীমা [illegible]

মানব জাতিকে আল্লাহ্র পথে চলার জন্য যুগে [illegible] নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন। তাঁর মনোনীত দ্বীন তাঁরা প্রচার করেছেন। আদম (আঃ) থেকে শুরু এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমনের মাধ্যমে যার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। অতঃপর নায়েবে রাসূল আলেম-ওলামারা তা জারী রেখেছেন এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত তা জারী থাকবে ইনশাআল্লাহ। তবুও মানুষ যুগে যগে দাগাবাজ শয়তানের ধোঁকায় পড়ে পথভ্রষ্ট হয়েছে।

প্রত্যেক যামানায় কিছু কিছু ফেতনা-ফাসাদ ছিলই। তবে এই আখেরী যামানায় তা বৃদ্ধি পেয়েছে সর্বাধিক হারে। আদম (আঃ)-এর পুত্র কাবিল পথভ্রষ্ট হয়েছিল। নূহ (আঃ)-এর পুত্র কিনান শয়তানের ধোঁকায় পড়েছিল। ইবরাহীম (আঃ)-এর যামানায় নমরূদ মুসলমানের দুশমন ছিল। মূসা (আঃ) এবং তাঁর অনুসারীদের উপর পথভ্রষ্ট ফের'আউন যুলম করেছিল। ঈসা (আঃ) এবং তাঁর অনুসারীরা ইহুদী কর্তৃক নির্যাতিত হয়েছিল। আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপরে আরবের পৌত্তলিকেরা নির্যাতন করেছিল। তারা মহানবী (ছাঃ) এবং তাঁর ছাহাবীদের উপরে এমন নির্যাতন শুরু করেছিল, যার ফলে মহানবী (ছাঃ) এবং তাঁর ছাহাবীগণ জন্মস্থান মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছে কয়েকবার। অতঃপর মুসলমানদের বিজয় এবং পবিত্র কা'বাগৃহ থেকে মূর্তি অপসারিত হয়ে তাওহীদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মহানবী (ছাঃ) সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে জনৈক পণ্ডিত বলেছেন, Hazrat Mohammad (SM.) was the threefold founder of a state, a nation and a religion.।

মহানবী (ছাঃ)-এর ইন্তেকালের পরে খোলাফায়ে রাশেদীনের শেষের দিকে মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা কোন্দল শুরু হয়ে যায়। ফলতঃ হযরত ওছমান (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ)

** সম্পাদক, কালান্তর, রাজাবাড়ী, পিরোজপুর-৮৫২২।*

আততায়ী কর্তৃক নিহত হন। ক্রমে ক্রমে খারিজী, মু'তাযিলা, শি'আ-সুন্নীর বিভক্তি শুরু হয়ে যায়। তারপরেও ইসলাম যিন্দা থাকে। কালক্রমে অর্ধজগতে ইসলামের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। মহাকবি ইকবাল বলেছেন, 'ইসলাম যিন্দা হোতা হায় হার কারবালা কি বা'দ'। কিন্তু ইসলাম জাহানের বর্তমান পরিস্থিতি দেখে কি ঐ উক্তিটির প্রতি আস্থা স্থাপন করা যায়?

ইউরোপের স্পেনে মুসলমানরা সাড়ে সাত শত বছর সগৌরবে রাজত্ব করেছে। খ্রীষ্টানদের দু'শ বছর ব্যাপী ক্রুসেড তাকে নাস্তানাবুদ করে দিয়েছে। কার্ডোভা-গ্রানাডার পতনের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদেরও সেখানে পতন ঘটেছে। সময়ের ব্যবধানে মুসলমানদের আত্মকলহের ফলে ইসলামী খেলাফত টুকরো টুকরো হয়ে যাবার ফলে শেষ পর্যন্ত তা তুরস্কে এসেও শেষ রক্ষা হয়নি। নাদান কামালপাশা তার সমাধি রচনা করে ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে। ভারতে সাড়ে ছয়শত বছর ইসলামী শাসন না হ'লেও মুসলিম শাসন চলেছে। শেষ পর্যন্ত খ্রীষ্টান বেনিয়া কোম্পানী দেশীয় মুশরিকদের সহযোগিতায় তার বিলুপ্তি ঘটায়। এসবের মূল খুঁজতে গেলে দেখা যায়, এই পতনের কারণ মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য। তারা বিজাতীয় ভাবধারায় অনুরক্ত। তাদের মধ্যে দল মত সম্প্রদায়ের বিভক্তি। তারা আল্লাহ এবং রাসূল (ছাঃ)-এর পথ থেকে বিচ্যুত। এসব কারণই তাদের পতন ঘটিয়েছে। কুরআন পাকে আল্লাহ বলেন, ইহুদী-নাছারা-মুশরিকরা তোমাদের শত্রু। কিন্তু মুসলমানরা হয়েছে মুসলামনের শত্রু এবং মিত্র হয়েছে ইহুদী-নাছারা-মুশরিকের। ফলে তাদের পতন ঠেকায় কে?

১৯৪৭ সালে ইংরেজ শাসনের অবসান হয়ে ভারত স্বাধীন হয়েছে। ভারতীয় হিন্দুরা চেয়েছিল, অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা। ভারতে তারা রামরাজত্ব কায়েম করতে চেয়েছিল। কিন্তু মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলমানরা আলাদা রাষ্ট্র দাবী করার ফলে ভারত বিভক্ত হয়ে স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ফলে ভারতে মুসলমানদের একটা নিজস্ব আবাস ভূমি হ'ল। আমাদের বাংলাদেশ তখন পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পাকিস্তানী শাসকবর্গের স্বৈরাচারে বাংলাদেশের মানুষ অতীষ্ট হয়ে ১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে একটি আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করল। বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। এ দেশের ৯০% লোক মুসলমান। তবু একদল নাদান মুসলমান সেদিন বাংলাদেশকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বানাতে চেয়েছিল। সেই চিন্তাধারা আজও কারো কারো মগযে রয়েছে। ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। সুতরাং এদেশ ধর্মনিরপেক্ষ হ'লে দোষ কি? এ রকম যাদের মনোভাব, তাদের উদ্দেশ্যে বলি, ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে মুসলমানদের বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে রামমন্দির বানানো হয়েছে। বাবরী মসজিদ ভাঙ্গায় এবং রামমন্দির প্রতিষ্ঠায় অসংখ্য মুসলমানের রক্ত ঝরেছে। এখনও তার সমাপ্তি টানা হয়নি। এখনও সেই ইস্যুতে ভারতীয় মুসলমানরা অত্যাচারিত হচ্ছে। কিছুকাল ধরে গুজরাটের মুসলমানদেরকে নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে। এ হত্যার যারা হোতা, সেই বিজেপি দল এবং নরেন্দ্র মোদীরাই ক্ষমতায় টিকে যাচ্ছে। সুতরাং গুজরাট মুসলমান শূন্য না হওয়া পর্যন্ত সেখানকার মুসলিম হত্যা বন্ধ হবে বলে মনে হয় না। আবার ভারতে মাইকে আযান দেওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কাশ্মীরের মুসলমানরাও সেই ১৯৪৭ সাল থেকে অদ্যাবধি লাগাতার মার খেয়ে যাচ্ছে। এ সবই কি ধর্মনিরপেক্ষতার লক্ষণ? মুসলমান আবদুল কালামকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত করেও মুসলিম হত্যা অব্যাহত। এইতো হ'ল ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার নমুনা।

ইসরাঈলের ইহুদীরা ফিলিস্তীন জবর দখল করে সেখানকার মুসলমানদেরকে হত্যা করে চলেছে। মায়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলমানদেরকে মেরে ধরে দেশ ছাড়া করেছে। বসনিয়া-চেচনিয়াতেও একই অবস্থা। বিশ্ব সন্ত্রাসী খ্রীষ্টান জর্জ বুশ নির্বোধ হামিদ কারাজাইকে হাত করে আফগানিস্তানে পুতুল সরকার কায়েম করেছে। গত ২০ মার্চ থেকে ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন চক্র স্মরণকালের ভয়াবহ আগ্রাসী লাশ হচ্ছে-অসংখ্য বনু আদম। বিধ্বংস হচ্ছে স্থাপনা। তুরস্ক, মিশর, ইরান, আরব, সিরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান সবাই নীরবে তামাশা দেখে যাচ্ছে। মুসলমানদের পতন রোধ করার উপায় কি?

মুসলমান আজ আল্লাহকে ভুলেছে। রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশিত পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। তারা শত্রু-মিত্র ভেদাভেদ করছে না। স্বধর্ম, স্বজাতির প্রতি তাদের দরদ নেই। নিজস্ব কৃষ্টি-কালচার ভুলে গিয়ে তারা বিজাতীয় কৃষ্টি-কালচারের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। মুসলমান আজ নামে মাত্র মুসলমান। তারা আজ ঈমান হারা। তাই বলতে হয়,

আল্লাহতে যার পূর্ণ ঈমান
কোথা সে মুসলমান?

পরিশেষে বলতে চাই, মুসলমানদের এ অধঃপতন থেকে রক্ষা পেতে হ'লে তাদেরকে খাঁটি মুসলমান হ'তে হবে। নিজেদের মধ্যে অটুট ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর দ্বীন এবং শরী'আতের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়ী হ'তে হবে। আল্লাহ মুসলমানদেরকে হেফাযত করুন। আমীন!

নিপুন কারুকাজ ও গ্রাহকদের সন্তুষ্টিই
শতরূপার অঙ্গীকার

শতরূপা জুয়েলারী হাউস

শীতাতপ

সর্বাধুনিক অলংকার নির্মাতা ও বিক্রেতা

মালোপাড়া, রাজশাহী
ফোন- ৭৭৫৪৯৫।

সময় এক অমূল্য সম্পদ

*শেখ মাহদী হাসান**

যদি প্রশ্ন করা হয়, 'এ পার্থিব জীবনে সর্বাধিক মূল্যবান সম্পদ কোন্‌টি'? বিভিন্নজন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এর উত্তর খুঁজতে পারেন। কিন্তু একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, পরকালীন জীবনের পাথেয় সঞ্চয়ে একজন জ্ঞানসম্পন্ন মুসলিমের নিকট সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, 'পার্থিব জীবনের প্রতিটি ক্ষণের সদ্ব্যবহার করা'। প্রকৃতপক্ষে 'সময়' হচ্ছে আমাদের জীবনের এমন এক অমূল্য সম্পদ, যার তুলনা পৃথিবীর অন্যকোন সম্পদের সাথে হ'তে পারে না। মহান রাব্বুল 'আলামীন এ সময় সৃষ্টি করে আমাদের জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে তা স্বাতন্ত্রিকভাবে আবন্টিত করে দিয়েছেন, যাতে আমরা এর যথাযথ ব্যবহার দ্বারা পরকালীন জীবনে মুক্তির সন্ধান পেতে পারি।

বলা হয়ে থাকে, 'Time and tide wait(s) for none' 'সময় এবং স্রোত কারও জন্য অপেক্ষা করে না'। অর্থাৎ সতত প্রবাহিত প্রমত্তা নদীর স্রোত যেমন বয়ে চলে নির্ঝর-নিরুপম ধারায়, সময়ও তেমনি বয়ে চলে অবিশ্রান্ত-অফুরন্ত গতিধারায়। আর সময়ের এই গতিময়তাকে স্বীয় জীবনে সংশ্লিষ্ট করে সময়ের সদ্ব্যবহার করাটাই প্রকৃত সফলতা। আমাদের সমগ্র জীবনই নানা রকম দুঃখ-কষ্ট, বাধা-বিপত্তি, উত্থান-পতন, সফলতা-ব্যর্থতার সমাহার। কিন্তু এর মধ্য থেকে তিনিই সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছতে পারবেন যিনি সময়ের সদ্ব্যবহার করেন। প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ Dr. Ebrahim Kazim এর ভাষায়-

'Throughout our lives, Allah has fixed few examinations few hurdles & obstacles to test & judge our real worth and capability to represent Him on earth, so that whoever emerges successful, will enter Allah's Party in the Hereafter.

অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা আমাদের জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই কিছু বাধা-বিপত্তি বা পরীক্ষা নির্ধারিত করে রেখেছেন, যাতে পৃথিবীর বুকে তাঁর প্রতি আমাদের প্রকৃত ঈমান বা বিশ্বাসকে যাচাই করে নিতে পারেন। আর এই পরীক্ষা সমূহে যারা সাফল্যের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে তারাই পরকালীন জীবনে মহান আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভ করতে সক্ষম হবে'।[১] মহান আল্লাহ এরশাদ করেন-

وَالسَّابِقُوْنَ السَّابِقُوْنَ ، أُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ،

'আর অগ্রবর্তীগণই তো অগ্রবর্তী। এরা তারাই যারা মহান আল্লাহ্‌র অতি নিকটবর্তী' *(ওয়াক্বি'আ ১০, ১১)*।

এখানে বিশেষভাবে ঐ প্রকারের (৩য় প্রকার) মুমিনদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা ঈমান গ্রহণের ব্যাপারে অগ্রগামী এবং নেকীর ব্যাপারে যারা সর্বোত্তম অংশ অর্জনকারী; আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে বিশেষ নৈকট্য দানে ধন্য করেছেন।[২]

অর্থাৎ যারা হক্বের দাওয়াত পাবার পর, ঈমানের আলোকোজ্জ্বল পথ প্রাপ্তির পর একটুও সময়ক্ষেপণ না করে বাতিলের সাথে সমগ্র সম্পর্ক ছিন্ন করেন; ঈমানের মযবূত রশি দৃঢ়ভাবে ধারণ করেন। যারা সর্বদা নেকীর ব্যাপারে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকেন, ফরয ইবাদত সমূহ সঠিক পন্থায় নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করার পরও যারা মহান আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের নিমিত্তে জীবনের প্রতিটি ক্ষণকে ব্যয় করেন তাঁরই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। এরাই প্রকৃতপক্ষে সফলতা লাভকারী সৌভাগ্যবান বান্দা। মহান আল্লাহ হাদীছে কুদসীতে এরশাদ করেন- '... আমি আমার বান্দার প্রতি যা ফরয করেছি, এর চাইতে প্রিয় কোন কিছু নিয়ে সে আমার নিকটবর্তী হয় না। আমার বান্দা সব সময় নফলের মাধ্যমে আমার নিকটবর্তী হ'তে থাকে, অবশেষে আমি তাকে ভালবেসে ফেলি'।[৩]

মহান আল্লাহ সময়ের বিভিন্ন গতিপ্রবাহ সৃষ্টি করেছেন। যেমনঃ এই মহাবিশ্বে এমন অসংখ্য নক্ষত্রপুঞ্জ রয়েছে যেগুলির সময়ের গতি প্রবাহ সৌরজগতের অধিভুক্ত পৃথিবী নামক গ্রহটির তুলনায় বিলিয়ন বিলিয়ন গুণ বেশী।[৪] এই মহাবিশ্ব অসংখ্য গ্যালাক্সী (Galaxy) সমন্বয়ে গঠিত। তন্মধ্যে এই সৌরজগত 'মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সী'র (Milky Way Galaxy) অন্তর্ভুক্ত। এই গ্যালাক্সীর নক্ষত্রের সংখ্যা প্রায় দশ হাযার কোটি। এদের মাঝে সূর্য একটা মাঝারী আকৃতির নক্ষত্র। মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সীর কেন্দ্রের ব্যাস প্রায় বিশ হাযার আলোকবর্ষ (এক আলোকবর্ষ= নয় লক্ষ পঞ্চাশ হাযার কোটি কিলোমিটার)। এর কেন্দ্র থেকে প্রায় বত্রিশ হাযার আলোকবর্ষ দূরে সৌরজগতের অবস্থান। মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সী ২৫ কোটি বছরে একবার ঘোরে।[৫] অতএব এতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য গ্যালাক্সীটির অন্তর্ভুক্ত নক্ষত্র সমূহের পারস্পরিক সময়ের পার্থক্য কতটা তীব্র। কেননা এই নক্ষত্র সমূহ আবার একটি অপরটি থেকে গড়ে চার আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত।[৬] বিষয়টি আরো পরিষ্কারভাবে বুঝতে হ'লে সৌরজগতের অন্তর্ভুক্ত পৃথিবী এবং অন্য একটি গ্রহের (ধরা যাক, শনি (Saturn)) তুলনা করা যেতে পারে। সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব গড়ে ১৫ কোটি কিলোমিটার। আর সূর্য থেকে শনি-র দূরত্ব ১৪৩ কোটি

* *বিএ (অনার্স), ১ম বর্ষ, ইংরেজী বিভাগ সরকারী এম.এম বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, যশোর।*

১. *Dr. Ebrahim Kazim, Essays on Islamic Topics, Page-47.*

২. *আল-কুরআনুল কারীম, (উর্দু তরজমা ও তাফসীর), মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী ও মাওলানা ছালাহুদ্দীন ইউসুফ, (মদীনা মুনাওয়ারাহঃ শাহ ফাহদ কুরআনুল কারীম প্রিন্টিং কমপ্লেক্স), পৃঃ ১৫২১।*

৩. *বুখারী, রিয়াযুছ ছালেহীন (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, এপ্রিল ২০০০), ১ম খণ্ড, হা/৩৮৭।*

৪. *Essays on Islamic Topics, Page-47.*

৫. *মেজর মোঃ জাকারিয়া কামাল জি, মানুষ ও মহাবিশ্ব (ঢাকাঃ মদীনা পাবলিকেশন্স, জানুঃ ২০০০), পৃঃ ৫, ৬।*

৬. *প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬।*

কিলোমিটার। পৃথিবী ৩৬৫ দিন ৫ ঘন্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেণ্ডে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। অর্থাৎ পৃথিবীর এক বছর= ৩৬৫ দিন ৫ ঘন্টা ৪৮ মিটিন ৪৭ সেকেণ্ড। অপরদিকে শনি ২৯ বছর ৫ মাসে (পৃথিবীর বছরের হিসাবে) সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে। অর্থাৎ শনির এক বছর= ২৯ বছর ৫ মাস। অতএব বুঝা গেল, শনি গ্রহের সময়ের গতি প্রবাহ পৃথিবী থেকে ২৯ বছর ৫ মাস গুণ বেশী। আবার পৃথিবীর এই সংক্ষিপ্ত সময়ও একসময় আরো সংক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। ক্বিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে আল্লাহ তা'আলা সময়কে সংকুচিত করে দিবেন। যেমন হাদীছে বর্ণিত হয়েছে- 'যামানা বা সময় সংকুচিত না হওয়া পর্যন্ত ক্বিয়ামত সংঘঠিত হবে না। অর্থাৎ একটি বছর হবে একটি মাসের সমান। মাস হবে সপ্তাহের সমান। সপ্তাহ হবে এক দিনের সমান, আর এক দিন হবে এক ঘন্টার সমান; আর ঘন্টা হবে আগুনের একটে শিখা উঠার পরিমাণ'।[৭]

অতএব শেষ যামানার এই সন্ধিক্ষণে সময় যে কতটা মূল্যবান সম্পদ হিসাবে আমাদের জীবনে পরিগণিত তা সহজেই অনুমেয়। আর এটা যে আমাদের জীবনে এত মূল্যবান তার অন্যতম কারণ এই যে, 'প্রতি ক্ষণেই আমরা এটা হারাচ্ছি' (We are losing it every minute)।[৮] ঘড়ির কাটার টিক্ টিক্ শব্দে ক্রমাগত সেকেণ্ড পার হচ্ছে, তারপর মিনিট, ঘন্টা, দিন, মাস, তারপর বছর... এভাবেই ক্রমে আমরা পৌঁছে যাচ্ছি জীবনের শেষ ক্রান্তিলগ্নে। এই দুনিয়ার বুকে মানব জাতিকে হেদায়াতের পথ প্রদর্শনের নিমিত্ত, মহান আল্লাহ প্রদত্ত শ্বাশত, সঠিক এবং সর্বোত্তম পথ ইসলামই আমাদেরকে সর্বাবস্থায় সময়নিষ্ঠতার শিক্ষা দেয়। ইসলামই মানবজাতিকে শিখিয়েছে দিনের নির্দিষ্ট সময়ে মহান আল্লাহ্র ইবাদত করার কথা, শিখিয়েছে নির্দিষ্ট সময়ে জামা'আতবদ্ধভাবে সুশৃংখলতার সাথে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায়ের কথা। ইসলাম ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোন ধর্ম-দর্শন, মতবাদ বা থিওরী (Theory) আমাদেরকে সময়ের কল্যাণকর ব্যবহারের কথা শিক্ষা দেয় না, শিক্ষা দেয় না বিশ্বপ্রভুর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সময়কে আবন্টিত করার কথা। মহান আল্লাহ পবিত্র কালামে পাকে এরশাদ করেন-

وَالْعَصْرِ، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ،

'মহাকালের শপথ। নিশ্চয়ই সকল মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত' *(আছর ১-২)*।

এখানে কাল বা সময়ের অর্থ হচ্ছে, রাত ও দিনের আবর্তন এবং তাদের পর্যায়ক্রমিক গতিময়তা। রাত আসলে চারিদিক ঘন আধারে ঢেকে যায়, আবার দিনের আগমনে আলোকোজ্জল হয়ে ওঠে সমগ্র প্রান্তর। অন্য কথায় কখনও রাত দীর্ঘ হয় তো দিন ছোট হয়, আবার দিন দীর্ঘ হয় তো রাত ছোট হয়।[৯] আর মানুষের সমস্ত কাজ-কর্ম, গতিবিধি এই সময়ের আবর্তনের মধ্যেই সংঘটিত হয়ে থাকে। এই কাল বা সময়েই মানুষ পাপ-পুণ্যের কাজ করে থাকে।[১০] 'চিন্তা করলে দেখা যায় আয়ুষ্কালের সাল, মাস, সপ্তাহ, দিবা-রাত্রি বরং ঘন্টা ও মিনিটই (অর্থাৎ সময়ই) মানুষের একমাত্র পুঁজি, যার সাহায্যে সে ইহকালে ও পরকালে বিরাট ও বিস্ময়কর মুনাফাও অর্জন করতে পারে এবং ভ্রান্ত পথে চললে এটাই তার জন্যে বিপজ্জনকও হয়ে যেতে পারে'।[১১] এজন্যই বলা হয়েছে وَالْعَصْرِ 'ওয়াল আছর' -কালের শপথ! এখানে কালের (অর্থাৎ সময়ের) শপথ এজন্য করা হয়েছে যে, কালের ত্রি-সীমানার মধ্যেই বান্দার ভাল-মন্দ সকল কর্ম সম্পাদিত হয়। বিগত যুগে বা বর্তমান সময়ে কিংবা আগামীতে যত কাজ হবে, সবই কালের সীমানার মধ্যেই হবে। বনু আদমের সকল ভাল-মন্দ কর্মের নীরব সাক্ষী হ'ল মহাকাল'।[১২] পবিত্র কুরআনুল কারীমের ছোট্ট অথচ গুরুগম্ভীর বিজ্ঞানময় ও অলংকারিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন এই সূরাটি গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত। আর তাই ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আশ-শাফেঈ (১৫০-২০৪ হিঃ) (রহঃ) বলেন,

لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم-

'যদি মানুষ এই একটিমাত্র সূরা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা ও এর তাৎপর্য অনুধাবন করত, তবে এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট হ'ত'।[১৩] এ সম্পর্কে Scientific Indications in the Holy Quran গ্রন্থে বলা হয়েছে-

Allah here swears by time, a subject which has intrigued both scientists and philosophers as well as laymen. Is time absolute or dependent on other things? Had time a beginning or has it an end?

Common people believe in absolute time, that is one can unambiguously measure the interval of time between two events and that this time would be same whoever measures it, provided he has a good clock. Time is completely separate from and independent of space. Einstien's special theory of relativity is based on the idea that the laws of science should be the same for all freely moving observers, no matter what their speed is. It can be

৭. *তিরমিযী, মিশকাত, (ঢাকাঃ এমদাদিয়া পুস্তকালয়, অক্টোবর ১৯৯৮), ১০ম খণ্ড, হা/৫২১৪।*

৮. *Essays on Islamic Topics, Page-47.*

৯. *ঐ, উর্দূ তাফসীর, পৃঃ ১৭৪৩।*

১০. *হাফেয ইমাদুদ্দীন ইবনু কাছীর (রহঃ), তাফসীর ইবনে কাছীর অনুবাদঃ ডঃ মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান (ঢাকাঃ তাফসীর পাবলিকেশন্স কমিটি, জুলাই ১৯৯৯), ১৮শ খণ্ড, পৃঃ ২৭২।*

১১. *তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত), অনুবাদ ও সম্পাদনাঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (মদীনা মুনাওয়ারাহঃ খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ্ ফাহদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হিঃ), পৃঃ ১৪৭৪।*

১২. *মাসিক আত-তাহরীক, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা (অক্টোঃ ১৯৯৭) 'দরসে কুরআন' মহাকালের শিক্ষা, ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, পৃঃ ৪।*

১৩. *তাফসীর ইবনে কাছীর, ঐ, ১৮শ খণ্ড, পৃঃ ২৭১।*

shown from the theory of relativity that there is no unique absolute time, but instead each individual has his own personal measure of time that depends on where he is and how he is moving.

'এখানে মহান আল্লাহ এমন এক বিষয়ের (সময়ের) শপথ করেছেন যেটা অভিজ্ঞ বিজ্ঞানী বা দার্শনিক এবং অনভিজ্ঞ সাধারণ মানুষ উভয়কেই বিমোহিত করে, বিমুগ্ধ করে। (স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে) সময় কি নির্দিষ্ট বা পরম, নাকি অন্য কোন বস্তুর উপর নির্ভরশীল? সময়ের যাত্রা কি কখনও শুরু হয়েছিল বা এটার কি কখনও যবনিকাপাত ঘটবে?

সাধারণ মানুষ পরম সময়ে বিশ্বাস করে। অর্থাৎ একজন ব্যক্তি সঠিকভাবেই দু'টি ঘটনা সংঘটিত হবার সময়কাল পরিমাপ করতে পারে এবং যে কেউ তা পরিমাপ করুক না কেন, এই পরিমাপকৃত সময় সর্বদা একই হয়, যদি তার নিকট ভাল একটি ঘড়ি থাকে। সময় সম্পূর্ণরূপেই স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে অস্তিত্বশীল একটি বিষয়। আইনস্টাইনের (Einstien) আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব (Special Theory of Relativity) একটি ধারণার উপর ভিত্তিশীল। সেটি হচ্ছে- 'স্বাধীনভাবে বিচরণরত সকল পর্যবেক্ষকের নিকটই বিজ্ঞানের সূত্রগুলি একই, এখানে তাদের গতি কোন বিষয়ই নয়। এই তত্ত্ব (Theory) থেকে এটা দেখানো যেতে পারে যে, একক পরম সময় বলতে কিছুই নেই; বরং প্রত্যেকে নিজ নিজ ব্যক্তিগত পরিমাপ দ্বারাই সময়কে নির্ধারণ করে থাকে, সেটা নির্ভর করে ব্যক্তি কোথায় এবং কি অবস্থায় অবস্থান করছে তার উপর'।[১৪]

এক্ষণে সময়ের প্রারম্ভিক যাত্রা কখন থেকে শুরু হয়েছে এটা মানুষের পক্ষে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কেননা Big Bang (মহা বিস্ফোরণ)-কে সময়ের প্রারম্ভকাল ধরলেও এর পূর্বের অবস্থা সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা সুনিশ্চিত কোন তথ্য প্রদান করতে পারেননি। আর Big Bang -কে সময়ের প্রারম্ভকাল ধরলে ঠিক সে মুহূর্তে সময়ের মান শূন্য ছিল অর্থাৎ $t=0$ ছিল এবং এরকম অবস্থায় আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব (Special Theory of Relativity) সহ বিজ্ঞানের সকল সূত্রই (All Theories of Science) অকার্যকর প্রমাণিত হবে। এরকম অবস্থাকে পদার্থ বিজ্ঞানের পরিভাষায় 'Singularity' বলা হয়।[১৫]

অতএব সময়ের সৃষ্টিলগ্ন একটি রহস্যাবৃত বিষয় এবং এ বিষয়ে একমাত্র মহান আল্লাহ-ই সম্যক অবগত। (الله اعلم)। যেমন ছহীহ হাদীছে, কাল বা সময়কে আল্লাহ্‌র দিকেই সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে।[১৬] আবার এই সময়ের পরিসমাপ্তিও একমাত্র আল্লাহ্‌র-ই এখতিয়ারে। তবে, আপাতদৃষ্টিতে ক্বিয়ামতের ক্ষণকেই সময়ের সাময়িক পরিসমাপ্তি হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। যেমন মহান আল্লাহ পবিত্র কালামে পাকে এরশাদ করেন-

إِذَ السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ،

'আকাশ যখন বিদীর্ণ হবে, যখন নক্ষত্র মণ্ডলী বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে' (*ইনফিত্বার ১, ২*)। এরকম অসংখ্য আয়াত পবিত্র কুরআনের পরতে পরতে ছড়িয়ে রয়েছে। এছাড়া হাদীছ থেকে আমরা জানতে পারি- 'আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন যমীনকে মুষ্ঠির মধ্যে নিয়ে নিবেন আর আসমানকে ডান হাতে পেঁচিয়ে নিবেন...।[১৭] অর্থাৎ ক্বিয়ামতের সেই ভয়ংকর দিনে এই সুশৃংখলিত সুনিয়ন্ত্রিত মহাবিশ্বের গতিময়তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাবে।

সময় আল্লাহ প্রদত্ত এক মহামূল্যবান নে'মত। এজন্য এটার সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য আমাদের সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকতে হবে। কারণ প্রতিনিয়তই সময় অতিক্রান্ত হচ্ছে এবং এই অতিক্রান্ত সময় কখনও কোনদিনও ফিরে আসবে না (Never & shall never return)। এটা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, ঠিক আজকের দিনটিই পরের দিন গতকালে পরিণত হবে। আমাদের জীবন কিছু পুঞ্জীভূত শ্বাস-প্রশ্বাসের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়, তাও আবার এই শ্বাস যেকোন সময় শেষ নিঃশ্বাসে পরিণত হ'তে পারে।[১৮] কত দ্রুতগতিতে আমাদের জীবন থেকে মূল্যবান সময় ঝরে যাচ্ছে, কত দ্রুতগতিতে আমরা আমাদের শেষ ঠিকানা পানে ধাবিত হচ্ছি তা ভাবতে গেলে গা শিউরে ওঠে। 'যদি সময়কে আলোর গতির সাথে তুলনা করি, তবে প্রতি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাযার মাইল গতিবেগ নিয়ে আমরা আমাদের মৃত্যুর চূড়ান্ত ঠিকানার দিকে ছুটে চলেছি। পরিক্ষার্থী ছাত্রটি যদি পরীক্ষার হলের নির্দিষ্ট সময়টুকু অন্য খেয়ালে ব্যয় করে, তাহ'লে সে যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হয়, দুনিয়ার এই পরীক্ষা ক্ষেত্রে অজানা আয়ুষ্কালের অনির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে যদি মানুষ তার নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করে... তবে সেও তেমনি চরম ক্ষতির মধ্যে পড়বে। ইহকালে সে যেমন কল্যাণ লাভে ব্যর্থ হবে। পরকালেও তেমনি জান্নাত হ'তে মাহরূম হবে।

---

১৪. S.W. Hawking, A Brief History of Time, (Bantam Press) P-187, 33, From Scientific Indecations in the Holy Quran (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, June- 1995), P-564.

১৫. Ibid, P-565.

১৬. হাদীছে এসেছে لاتسبوا الدهر فإن الله هو الدهر 'তোমরা যামানা বা সময়কে গালি দিও না। কারণ, আল্লাহই হচ্ছেন যামানা'। অর্থাৎ মহান আল্লাহ-ই হচ্ছেন যামানা বা সময়ের নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক। তাই যামানা বা সময়কে গালি দিলে বা এর দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করলে প্রকৃতপক্ষে এর মহানিয়ন্ত্রক ও পরিচালকের উপরই তা বর্তায়। এজন্যই সময়ের গতি নিজেদের স্বার্থের বিপরীতে গেলেও কোনরূপ অসন্তুষ্টি বা ক্ষোভ প্রকাশ করা যাবে না। দ্রঃ শায়খ আবদুর রহমান বিন নাছের আস-সা'দী আল কাওলুস-সাদীদ, অনুবাদঃ 'তাওহীদের মর্মকথা' (ঢাকাঃ ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ সংস্থা, জানু ১৯৯৭), পৃঃ ১৮১।

১৭. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত, হা/১০/৫২৮৮।

১৮. Essays on Islamic Topics, Page-47.

ইমাম রাযী (রহঃ) একজন মনীষীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, তিনি জনৈক বরফ বিক্রেতার উক্তি থেকেই 'ওয়াল আছর' (সময়ের শপথ!)-এর ব্যাখ্যা জেনেছেন। উক্ত বরফ বিক্রেতা বাজারে দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে লোকদের লক্ষ্য করে বলছিল, 'তোমরা দয়া কর সেই ব্যক্তির উপর, যার মূলধন প্রতি মুহূর্তে গলে শেষ হয়ে যাচ্ছে'। এই চিৎকার শুনেই উক্ত মনীষী বলে ওঠেন, والعصر -এর প্রকৃত অর্থ তো এটাই।[১৯] অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির মূলধন (বরফ) যেমন প্রতি মুহূর্তে গলে শেষ হয়ে যাচ্ছে ঠিক তেমনি আমাদের পার্থিব জীবনের মূলধন 'সময়ও' প্রতি মুহূর্তে ক্ষয়ে যাচ্ছে।

পূর্ববর্তী নবীগণ এবং তাদের উম্মতরা অনেক দীর্ঘ আয়ু লাভ করতেন। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বনী ইসরাঈলের এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন 'যিনি এক হাযার মাস (৮৩ বছর ৪ মাস) পর্যন্ত আল্লাহ্‌র পথে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। অর্থাৎ জিহাদে অংশ নিয়েছিলেন। এছাড়া তিনি বনী ইসরাঈলের আরও চারজন বিখ্যাত নবীর *(হযরত আইয়ূব, যাকারিয়া, হিযক্বীল ইবনে আ'জুস এবং হযরত ইউশা ইবনে নূন (আঃ))* কথা উল্লেখ করেছেন, যাঁরা দীর্ঘ আশি বছর পর্যন্ত আল্লাহ্‌র ইবাদতে কাটিয়েছেন এবং এই সময়ের মধ্যে ক্ষণিকের জন্যও তাঁরা আল্লাহ্‌র নাফরমানী করেননি।[২০] এই হাদীছদ্বয় থেকে সহজেই অনুমেয় যে, পূর্ববর্তী নবী এবং তাঁদের উম্মতগণের আয়ুষ্কাল কত দীর্ঘ ছিল। কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ মানব এবং সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) মাত্র ৬৩ বছর চার দিন দুনিয়ার বুকে অবস্থান করেছেন।[২১] তাঁর উম্মত অর্থাৎ উম্মতে মুহাম্মাদীকে আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত স্বল্প আয়ুবিশিষ্ট করে সৃষ্টি করেছেন। তারপরেও জীবনের এই স্বল্প আয়ুষ্কালের কতটুকুইবা আমরা কাজে লাগাতে পারি। যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় কোন ব্যক্তি ৭০ বছর জীবন লাভ করেন আর তিনি যদি দৈনিক গড়ে ৮ ঘণ্টা ঘুমিয়ে থাকেন তাহ'লেও তার জীবনের ২৩ বছর সম্পূর্ণ রূপে চক্ষু মুদিত অবস্থায় কাটবে। বাকী ৪৭ বছরের বেশিরভাগ সময়ই কেটে যাবে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত জীবনের কিছু আবশ্যিক প্রয়োজনে। যেমন- খাওয়া-দাওয়া, সাজ-সজ্জা, পড়াশুনা সফর-ভ্রমণ, কাজ-কর্ম বা অসুস্থ্যতায়। আমাদের আত্মিক-পরিশুদ্ধি ও আত্মিক উন্নতি কল্পে মহান আল্লাহ্‌র পানে গভীর ভাবে মনোনিবেশ করার মত খুব কম সময়ই আমরা পেয়ে থাকি। তারপরেও এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার যে, লাখ লাখ মুসলিম এই মহা মূল্যবান সময়কে ব্যয় করছে বাজে বা অনর্থক কথা-বার্তায়। অথচ এটা এখন সময়ের দাবী যে, পশ্চাদপদ মুসলিম সমাজ তাদের মূল্যবান সময় ব্যয় করবে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা-পর্যালোচনায়, ধর্ম-সমাজ, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি প্রভৃতি বিষয়ের উপর মূল্যবান গবেষণায়।

একদা একজন দার্শনিক বলেছিলেন- 'Nathing really belongs to us but time, which even he has who has nothing else'- অর্থাৎ সত্যিকার অর্থে কিছুই আমাদের অধিকারভুক্ত নয়, কিন্তু সময় ব্যতীত। এটা শুধুমাত্র তারই দখলে আছে যার অন্য কিছুই নেই। (অর্থাৎ সময় ছাড়া সমস্ত কিছুই তার নিকট মূল্যহীন। শুধু সময়ের সদ্ব্যবহারই তার জীবনের পরম লক্ষ্য)। এক্ষণে আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে, এই সময় যেন এক বহুরূপী অভিনেতা (A versatile performer)। সময় যেন উড়ে বেড়ায়, সময় যেন কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে যায় সামনের পানে, সময় যেন সর্ব আঘাতের আরামদাতা, সময় দৌড়ে চলে, সময় কথাও বলে, সময় আবার হতাশও হয়ে যায়; সময় এবং স্রোত কারও জন্য থেমে থাকে না। যদি সময়ের সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় নামা হয়, অবশ্যই সময় জয়লাভ করবে। সময় যেন এমন কিছু যাকে মানুষ সর্বদাই খুন করতে চায় কিন্তু শেষ পর্যন্ত সময়ই মানুষকে খুন করে ফেলে।[২২] সময়ের এই বহুরূপ দর্শনে ইংরেজী সাহিত্যের বিখ্যাত কবি (Herrick (1591-1674)[২৩] একদা গেয়ে উঠেছিলেন-

Gather ye rosebuds while ye may,
Old time is still a flying;
And this same flower that smiles today
Tomorrow will be dying.
The glorious lamp of heaven the sun,
The higher he's a-getting,
The sooner will his race be run,
And nearer he's to setting.
(Poem: To The Virgins, To Make Much of Time)

Ralph Hodgson (1871-1964) নামে অন্য আরেক কবি সময়কে বৃদ্ধ যাযাবরের (Old Gipsy Man) সাথে তুলনা করেছেন। সে তার শকট নিয়ে ক্রমাগত সামনের দিকে ধাবমান। শত মূল্যবান উপহার, মোহনীয় আবেদন-নিবেদন কিছুই তার গতিকে একদিনের জন্যও রূদ্ধ করতে পারে না। সময়ের এই নিরবিচ্ছিন্ন গতির অগ্রযাত্রা কখনই থেমে থাকেনি। গ্রীক সভ্যতা, ব্যবিলনীয় সভ্যতা, রোম সভ্যতা

১৯. মুহাম্মাদ ইবনে উমার ইবনে হুসাইন ফখরুদ্দীন রাযী (৫৪৪-৬০৬), তাফসীরে কাবীর, (তেহরান ছাপা), ৩২ খণ্ড, পৃঃ ৮৫; মাসিক আত-তাহরীক, ঐ, পৃঃ ৫।

২০. ইবনে কাছীর, ঐ, ১৮ খণ্ড, পৃঃ ২২২, ২২৩।

২১. আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, অনুবাদঃ খাদিজা আখতার রেজায়ী (আল-কুরআন একাডেমী লণ্ডন, বাংলাদেশ কার্যালয়, ডিসেম্বর ২০০০), পৃঃ ৫২৮। তবে ইমাম তিরমিযী সংকলিত 'শামায়েলে তিরমিযী' হাদীছগ্রন্থে ষাট এবং পঁয়ষট্টি বছরের বর্ণনাও পাওয়া যায় (হাদীছ নং- ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৬৭)। -লেখক।

২২. Essays on Islamic Topics, Page-47, 48.

২৩. 'Robert Herrick এর প্রায় সব কবিতা 'Hesperides' (1st published in 1648) নামক কাব্য সংকলনে সংকলিত হয়েছে। তিনি নিজস্ব গীতিময়তার ঢংয়ে স্বল্প শব্দে ব্যাপক অর্থবোধক কবিতা লিখতেন। তার গীতি কবিতাগুলি প্রেম-ভালবাসা, আনন্দ-উচ্ছাসে পরিপূর্ণ থাকলেও সর্বদাই তিনি স্মরণ করতেন কত দ্রুত গতিতে এই পৃথিবীর মোহনীয় মুহূর্তগুলি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে'। Ifor Evans, A Short History of English literature. (England: Penguin Books, 1990), Page 47)।

সবই সময়ের অতল গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে, ধ্বংস হয়ে গেছে এক সময়ের মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে সজ্জিত শত শত স্থাপত্য-শৈল্পিক নির্দশন। সময়ের অভাবনীয় গতিময়তায় তাইতো কবি বলেন-

Time, you old gipsy man
Will you not stay,
Put up your caravan
Just for one day?....
Last week in Babylon
Last night in Rome
Morning, and in the crush
Under Paul's dome;[28]
(Poem: Time You Old Gipsy Man)

সময়ের এই গতিময়তার মাঝেই আমাদেরকে ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যেতে হবে। নিবেদিত প্রাণ কর্মঠ ব্যক্তিরাই নিজ নিজ দায়িত্ব-কর্তব্যে সদা ব্যস্ত থাকেন এবং এঁরাই সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম হন। আর অন্যদিকে অলস-কর্মবিমুখ ব্যক্তিরাই বলে থাকে- তাদের কোন সময় নেই। প্রকৃতপক্ষে সময়ের সদ্ব্যবহার করার মাধ্যমেই মানব জীবনের ইহকালীন ও পরকালীন সফলতা আসতে পারে। অথচ এ ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষই বিভ্রান্তি ও উদাসীনতার গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন-

نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ (رواه البخارى)

'দু'টি নে'মতের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ ভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত। আর তা হচ্ছে- স্বাস্থ্য ও অবসর সময়'।[২৫] অর্থাৎ অধিকাংশ মানুষই প্রবৃত্তির তাড়নায় নানাবিধ অনর্থক-অশ্লীল কর্মে লিপ্ত থেকে অবসর সময়কে কাটিয়ে দেয় চরম অবহেলায়। অথচ নবী করীম (ছাঃ) আরো এরশাদ করেন- 'সময়ের অপব্যবহার করো না' (Not to abuse time)।[২৬]

অতএব ইসলাম কর্তৃক শেখানো সময়নিষ্ঠতার আদর্শে মুসলিম মানসকে উদ্দীপ্ত করতে হবে, জাগরিত করতে হবে। আলস্যের আবিলতায় অফুরন্ত সময় নষ্ট করার পরিণাম আজকের মুসলিম সমাজ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছে। নিজেদের অর্জিত গৌরবকে হারিয়ে আজ অত্যন্ত নিগৃহীতরূপে মেরুদণ্ডহীন জাতির মত সর্বত্র অমুসলিমদের দ্বারা নির্যাতিত-নিষ্পেষিত হ'তে হচ্ছে। তবুও যেন আমাদের জ্ঞান ফিরছে না, আমরা যেন মরণ ঘুমে নির্জীব হয়ে পড়েছি, কোন কিছুই যেন আমাদেরকে জাগাতে পারছে না। অথচ আমরা দিবা স্বপ্ন দেখতে ভালবাসি, স্বপ্নের সোনালী পাখায় ভর করে আমরা যেন উড়ে যেতে থাকি দিগন্ত থেকে দিগন্তের অসীমাকাশে। অথচ আমাদের নফস্ বা প্রবৃত্তিকে যদি আল্লাহ প্রদত্ত অহি-র সামনে সমর্পণ না করে নিজেদের খেয়াল-খুশিমত সময়ের অপব্যবহার করি, তাহ'লে আমাদের মত দুর্বল-কাঙ্গাল, অসহায়-অক্ষম জাতি পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি থাকবে না। পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সময়নিষ্ঠ মহাপুরুষ হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) এ শ্রেণীর মানুষদের উদ্দেশ্যে বলেন,

الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت
والعاجزمن اتبع نفسه هواها وتمنى على الله-

'বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি যে তার নফসের হিসাব নেয় এবং মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য কাজ করে। আর দুর্বল ঐ ব্যক্তি যে নিজের কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করে আবার আল্লাহ্‌র কাছেও আশা-আকাঙ্খা রাখে'।[২৭]

অতএব আমাদেরকে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখতে হবে এই পার্থিব জীবনের 'সময়' নামক অমূল্য নে'মতটিকে আমরা কিভাবে, কি কাজে ব্যয় করছি। এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবী ছেড়ে অনন্তকালের মহাজগতে প্রবেশের জন্য পাথেয় সঞ্চয়ে আমরা সময়কে কিভাবে কাজে লাগাতে পারছি। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন-

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ-

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিৎ আগামী কালের জন্য সে কি প্রেরণ করে তা চিন্তা করা। আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতে থাক। তোমরা যা কর আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কে খবর রাখেন' *(হাশর ১৮)*। এখানে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। এ আয়াতে ক্বিয়ামত বোঝাতে গিয়ে لغد শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ আগামীকাল। এতে তিনটি ইঙ্গিত রয়েছে। প্রথম সমগ্র ইহকাল পরকালের মোকাবেলায় স্বল্প ও সংক্ষিপ্ত, অর্থাৎ একদিনের সমান। হিসাব করলে একদিনের সমান হওয়াও কঠিন। কেননা পরকাল চিরন্তন, যার কোন শেষ ও অন্ত নেই। মানব বিশ্বের বয়সতো কয়েক হাযার বছরই বলা হয়। যদি আকাশমণ্ডলী ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি থেকে হিসাব করা হয়, তবে কয়েক লাখ বছর হয়ে যাবে। তবুও এটা সীমিত সময়কাল। অসীম ও অশেষ সময়কালের সাথে এর কোন তুলনাই হয় না। এক হাদীছে আছে 'সারা দুনিয়া একদিন এবং এই একদিনে আমাদের ছিয়াম আছে'। ... এখানে আরো ইঙ্গিত আছে যে, ক্বিয়ামত সুনিশ্চিত; যেমন আজকের পর আগামীকালের আগমণ সুনিশ্চিত। কেউ এতে সন্দেহ

২8. *Higher Secondary English Selections (For H.S.C Classes) (Dhaka, NCTB, Nov. 1998), Page 134.*

২৫. *বুখারী, মিশকাত, হা/৯/৪৯২৮।*

২৬. *Bukhari, Vol. 8, P-130, From Essays on Islamic Topics, P-48.*

২৭. *তিরমিযী, রিয়াযুছ ছালেহীন, হা/১/৬৬, ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীছটি হাসান।*

পোষণ করতে পারে না। এমনিভাবে (এই স্বল্পস্থায়ী) দুনিয়ার পরে ক্বিয়ামত ও পরকালের আগমনে কোন সন্দেহ নেই'।[২৮]

দুনিয়ার এই স্বল্প স্থায়ীত্বের বর্ণনায় অন্যান্য আয়াতে এসেছে- 'সেদিন (ক্বিয়ামতের দিন) তাদের মনে হবে দুনিয়ার বুকে তাদের অবস্থান ছিল যেন এক মুহূর্ত বা কালের' *(ইউনুস ৪৫)*। অথবা 'তারা এক সন্ধ্যা বা এক প্রভাত অবস্থান করেছে' *(নাযি'আত ৪৬)*। অতএব এই সংক্ষিপ্ত সময়ের একটি ক্ষণও নষ্ট করা যাবে না। এই দুনিয়ার বুকে নিরলসভাবে সময়ের সদ্ব্যবহার তথা উত্তম আমল করে যেতে হবে। অতি সামান্য পরিমাণ নেক আমলও বৃথা যাবে না, 'ক্বিয়ামতের দিন সবই আমাদের দৃষ্টি সীমায় প্রতিভাত হবে' *(যিলযাল ৭)*। এভাবে দুনিয়ার বুকে আমাদের কৃত সমস্ত উত্তম আমলই মহান আল্লাহ্র ইচ্ছায় তাঁর দরবারে পৌঁছে যাবে। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন-

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۖ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ۖ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ-

'তোমরা ছালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও। তোমরা উত্তম কাজের যা কিছু নিজের জন্য পূর্বে প্রেরণ করবে আল্লাহ্র নিকট তা পাবে। তোমরা যা কিছু কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা প্রত্যক্ষ করেন' *(বাক্বারাহ ১১০)*।

পরিশেষে বলা যায়, খুব শ্রীঘ্রই আমাদের চক্ষু মুদিত হয়ে যাবে এবং আমরা ক্বিয়ামত দিবসের ভয়াবহতার সম্মুখীন হয়ে যাব। আর সেদিন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আমরা এক পাও নড়তে পারব না। তন্মধ্যে অন্যতম দু'টি হচ্ছে 'আমাদের জীবনের সময়কাল (আয়ুষ্কাল) আমরা কিভাবে ব্যয় করেছি এবং 'আমাদের যৌবনকে আমরা কিভাবে ক্ষয় করেছি' (عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه)[২৯]

অতএব হে যুবকভাই! সময়কে আর অপচয়-অবহেলা নয়, আমাদেরকে সময়ের সদ্ব্যবহারে নিমিত্তে এখুনিই ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে ইল্মী ময়দানে। ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে বাতিলের বিরুদ্ধে হক্বের পতাকা উড্ডীন করার মহান আন্দোলনে। জীবনের প্রতিফোঁটা রক্তকে, জীবনের প্রতিটি ক্ষণকে জয় করতে হবে একমাত্র মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শিরক-বিদ'আত, বাত্বিল-কুফরী ধ্বংস কল্পে, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ঝাণ্ডা দুনিয়ার বুকে সমুন্নত করার মহান মানসে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!

২৮. তাফসীরে মা'আ... কুরআন, (ঐ সৌদি সংস্করণ), পৃঃ ১৩৫৬।
২৯. তিরমিযী, মিশকাত, হা/৯/৪৯৭০।

ঈদে মীলাদুন্নবী

আত-তাহরীক ডেস্ক

সংজ্ঞাঃ
'জন্মের সময়কাল'কে আরবীতে 'মীলাদ' বা 'মাওলিদ' বলা হয়। সে হিসাবে 'মীলাদুন্নবী'-র অর্থ দাঁড়ায় 'নবীর জন্ম মুহূর্ত'। নবীর জন্মের বিবরণ, কিছু ওয়ায ও নবীর রূহের আগমন কল্পনা করে তার সম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে 'ইয়া নবী সালাম আলায়কা' বলা ও সবশেষে জিলাপী বিলানো- এই সব মিলিয়ে 'মীলাদ মাহফিল' ইসলাম প্রবর্তিত 'ঈদুল ফিতর' ও 'ঈদুল আযহা' নামক দু'টি বার্ষিক ঈদ উৎসবের বাইরে 'ঈদে মীলাদুন্নবী' নামে তৃতীয় আরেকটি ধর্মীয় (?) অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

আবিষ্কর্তাঃ
ক্রুসেড বিজেতা মিসরের সুলতান ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী (৫৩২-৫৮৯ হিঃ) কর্তৃক নিয়োজিত ইরাকের 'এরবল' এলাকার গভর্ণর আবু সাঈদ মুযাফফরুদ্দীন কুকুবুরী (৫৮৬-৬৩০ হিঃ) সর্বপ্রথম কারো মতে ৬০৪ হিঃ ও কারো মতে ৬২৫ হিজরীতে মীলাদের প্রচলন ঘটান রাসূলের মৃত্যুর ৫৯৩ বা ৬১৪ বছর পরে। এই দিন তারা মীলাদুন্নবী উদযাপনের নামে চরম স্বেচ্ছাচারিতায় লিপ্ত হ'ত। গভর্ণর নিজে তাতে অংশ নিতেন।

ধর্মীয় সমর্থনঃ
রাজনৈতিক স্বার্থে আবিষ্কৃত এই মীলাদ অনুষ্ঠানের সমর্থনে তৎকালীন আলেম সমাজের মধ্যে সর্বপ্রথম এগিয়ে আসেন আবুল খাত্তাব ওমর বিন দেহিইয়াহ (৫৪৪-৬৩৩ হিঃ)। তিনি মীলাদের সমর্থনে বহু জাল ও বানাওয়াট হাদীছ জমা করেন।

মৃত্যুদিবসে জন্মবার্ষিকীঃ
জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব মতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর সঠিক জন্মদিবস হয় ৯ই রবীউল আউয়াল সোমবার। ১২ রবীউল আউয়াল সোমবার ছিল তাঁর মৃত্যুদিবস। অথচ আমরা ১২ রবীউল আউয়াল রাসূলের মৃত্যুদিবসেই তাঁর জন্মবার্ষিকী বা 'মীলাদুন্নবী'র অনুষ্ঠান করছি।

ইমাম মালেক -এর উক্তিঃ
তিনি স্বীয় ছাত্র ইমাম শাফেঈকে বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীদের সময়ে যে সব বিষয় 'দ্বীন' হিসাবে গৃহীত ছিল না, বর্তমান কালেও তা 'দ্বীন' হিসাবে গৃহীত হবে না। যে ব্যক্তি ধর্মের নামে ইসলামে কোন নতুন প্রথা চালু করল, অতঃপর তাকে ভাল কাজ বা 'বিদ'আতে হাসানাহ' বলে রায় দিল, সে ধারণা করে নিল যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) স্বীয় রিসালাতের দায়িত্ব পালনে খেয়ানত করেছেন'।

মীলাদ বিদ'আত হওয়ার ব্যাপারে চার মাযহাবের ঐক্যমতঃ
'আল-ক্বাওলুল মু'তামাদ' কিতাবে বলা হয়েছে যে, চার মাযহাবের সেরা বিদ্বানগণ সর্বসম্মতভাবে প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠান বিদ'আত হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন। তাঁরা

বলেন, এরবলের গভর্ণর কুকুবুরী এই বিদ'আতের হোতা। তিনি তার আমলের আলেমদেরকে মীলাদের পক্ষে মিথ্যা হাদীছ তৈরী করার ও ভিত্তিহীন ক্বিয়াস করার হুকুম জারি করেছিলেন।

উপমহাদেশের ওলামায়ে কেরামঃ

মুজাদ্দিদে আল্ফে ছানী শায়খ আহমাদ সারহিন্দী, আল্লামা হায়াত সিন্ধী, রশীদ আহমাদ গাংগোহী, আশরাফ আলী থানভী, মাহমূদুল হাসান দেউবন্দী, আহমাদ আলী সাহারানপুরী প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম ছাড়াও আহলেহাদীছ বিদ্বানগণ সকলে এক বাক্যে প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠানকে বিদ'আত ও গুনাহের কাজ বলেছেন।

একটি সাফাইঃ

মীলাদী ভাইয়েরা বলে থাকেন যে, মীলাদ বিদ'আত হ'লেও ওটা 'বিদ'আতে হাসানাহ্'। অতএব জায়েয তো বটেই বরং করলে ছওয়াব আছে। কারণ এর মাধ্যমে মানুষকে কিছু ওয়ায তো শুনানো যায়। উত্তরে বলা চলে যে, আপনি ছালাত আদায় করছেন, দেহ-পোষাক সবই পবিত্র, নিয়ত অত্যন্ত স্বচ্ছ। কিন্তু স্থানটি হ'ল কবরস্থান, আপনার ছালাত হ'ল না। কারণ ঐ স্থানে ছালাত আদায় করতে আল্লাহ্‌র নবী (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। অথচ আপনি সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলেন।

আপনি বিদ'আতী অনুষ্ঠানে নেকী করবেন? হাড়ি ভর্তি গো-চেনায় এক কাপ দুধ ঢালবেন? পান করবেন তো? তাছাড়া যেখানে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) সমস্ত বিদ'আতকেই গুমরাহী বলেছেন। সেখানে বিদ'আতকে ভাল ও মন্দ দুই ভাগে ভাগ করাটাই তো আরেকটা বিদ'আত হ'ল।

আমরা বলি আপনি ওয়ায করবেন করুন। কিন্তু তার জন্য মীলাদ অনুষ্ঠান কেন? সাধারণ ওয়ায মাহফিল তো বছরের যে কোন সময়ে যে কোন স্থানে করা চলে। এছাড়াও রয়েছে সাপ্তাহিক জুম'আয় খুৎবা দানের চিরন্তন ওয়ায মাহফিলের সুন্দরতম ব্যবস্থা। কিন্তু তা না করে একটি বিদ'আতকে টিকিয়ে রাখার জন্য এভাবে সাফাই গাওয়ার তো কোন অর্থ হয় না।

মীলাদ অনুষ্ঠানে প্রচারিত বানাওয়াট হাদীছ ও গল্পসমূহঃ

(১) '(হে মুহাম্মাদ) আপনি না হ'লে আসমান-যমীন কিছুই সৃষ্টি করতাম না'।

(২) 'আমি আল্লাহ্‌র নূর হ'তে সৃষ্ট এবং মুমিনগণ আমার নূর হ'তে'।

(৩) 'নূরে মুহাম্মাদী' হ'তেই আরশ-কুরসী, বেহেশ্ত-দোযখ, আসমান-যমীন সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে'।

(৪) 'আদম সৃষ্টির সত্তর হাযার বছর পূর্বে আল্লাহ পাক তাঁর নূর হ'তে মুহাম্মাদের নূরকে সৃষ্টি করে আরশে মু'আল্লায় লটকিয়ে রাখেন'।

(৫) 'আদম সৃষ্টি হ'য়ে উপরের দিকে তাকিয়ে জ্যোতির্ময় নক্ষত্ররূপে মুহাম্মাদের নূর অবলোকন করে মুগ্ধ হন'।

(৬) 'মে'রাজের সময় আল্লাহ পাক তাঁর নবীকে জুতা সহ আরশে আরোহন করতে বলেন, যাতে আরশের গৌরব বৃদ্ধি পায়' (নাঊযুবিল্লাহ)।

(৭) রাসূলের জন্মের খবরে খুশী হ'য়ে আঙ্গুল উঁচু করার কারণে ও সংবাদ দান কারিনী দাসী ছুওয়াইবাকে মুক্ত করার কারণে জাহান্নামে আবু লাহাবের হাতের মধ্যের দু'টি আঙ্গুল পুড়বে না। এছাড়াও প্রতি সোমবার রাসূলের (ছাঃ) জন্ম দিবসে জাহান্নামে আবু লাহাবের শাস্তি মওকুফ করা হবে বলে হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর নামে প্রচলিত তাঁর কাফের অবস্থার একটি স্বপ্নের বর্ণনা।

(৮) মা আমেনার প্রসবকালে জান্নাত হ'তে বিবি মরিয়ম, বিবি আছিয়া, মা হাজেরা সকলে দুনিয়ায় নেমে এসে সবার অলক্ষ্যে ধাত্রীর কাজ করেন।

(৯) নবীর জন্ম মুহূর্তে কা'বার প্রতিমাগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়ে, রোমের অগ্নি উপাসকদের 'শিখা অনির্বাণ'গুলো দপ করে নিভে যায়। বাতাসের গতি, নদীর প্রবাহ, সূর্যের আলো সাময়িকভাবে বন্ধ হ'য়ে যায় ইত্যাদি....।

উপরের বিষয়গুলি সবই বানাওয়াট। ***দেখুনঃ মওযূ'আতে কবীর প্রভৃতি।*** মীলাদী ভাইদের এই সব মিথ্যা ও জাল হাদীছ বর্ণনার দুঃসাহস দেখলে শরীর শিউরে ওঠে। যেখানে আল্লাহ্‌র নবী (ছাঃ) হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার নামে মিথ্যা হাদীছ রটনা করে, সে জাহান্নামে তার ঘর তৈরী করুক' (বুখারী)।

তিনি আরও বলেন, لاتُطرُوني كما أطرَت النصارى إبنَ مريمَ فإنما أنا عبدُه فقُولوا عبدُ الله ورسولُه، متفق عليه –

'তোমরা আমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি কর না, যেভাবে নাছারাগণ ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করেছে।.... বরং তোমরা বল যে, আমি আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল' *(বুখারী, মুসলিম)*।

যেখানে আল্লাহপাক এরশাদ করছেন, 'যে বিষয়ে তোমার নিশ্চিত জ্ঞান নেই, তার পিছনে ছুটো না। নিশ্চয়ই তোমার কান, চোখ ও বিবেক সবকিছুকে (ক্বিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসিত হ'তে হবে' *(বনী ইস্রাঈল ৩৬)*, সেখানে এই সব লোকেরা কেউবা জেনে শুনে কেউবা অন্যের কাছে শুনে ভিত্তিহীন সব কল্পকথা ওয়াযের নামে মীলাদের মজলিসে চালিয়ে যাচ্ছেন। ভাবতেও অবাক লাগে।

'নূরে মুহাম্মাদী'র আক্বীদা মূলতঃ অগ্নি উপাসক ও হিন্দুদের অদ্বৈতবাদী ও সর্বেশ্বরবাদী আক্বীদার নামান্তর। যাদের দৃষ্টিতে স্রষ্টা ও সৃষ্টিতে কোন পার্থক্য নেই। এরা 'আহাদ' ও 'আহমাদের' মধ্যে 'মীমের' পর্দা ছাড়া আর কোন পার্থক্য দেখতে পায় না। তথাকথিত মা'রেফাতী পীরদের মুরীদ হ'লে নাকি মীলাদের মজলিসে সরাসরি রাসূল (ছাঃ)-এর জীবন্ত চেহারা দেখা যায়। ঢাকার পীর দেওয়ান বাগী বর্তমানে এ বিষয়ে সর্বাধিক পারঙ্গম বলে শোনা যায়। এই সব কুফরী দর্শন ও আক্বীদা প্রচারের মোক্ষম সুযোগ হ'ল মীলাদের মজলিসগুলো। বর্তমানে সরকারী রেডিও-টিভিতেও চলছে যার জয়জয়কার। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন- আমীন!!

[মীলাদ প্রসঙ্গ বই অবলম্বনে]

সাময়িক প্রসঙ্গ

আক্রান্ত ইরাকঃ ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন আগ্রাসন

শামসুল আলম

প্রারম্ভিকাঃ

বিশ্ব জনমতকে উপেক্ষা করে, বিশ্বব্যাপী বাদ-প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের কোন তোয়াক্কা না করে, আন্তর্জাতিক আইন ও রীতি-নীতি লংঘন করে, সভ্যতা ও মানবতাকে পদদলিত করে অবশেষে ইঙ্গ-মার্কিন হানাদার বাহিনী হিংস্র হায়েনার মত গত ২০ মার্চ বাংলাদেশ সময় সকাল ৮-টা ৪৫ মিনিটে ঝাঁপিয়ে পড়েছে অসহায় ইরাকীদের উপর। শুরু করেছে স্মরণকালের ভয়াবহ ধ্বংসলীলা। যার নিন্দার ভাষা আমাদের জানা নেই। এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে এখন প্রয়োজন সচেতন বিশ্ববাসীকে এবং সকল মুসলিম শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইরাকী জনগণকে খাদ্য, অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করা এবং যার যা শক্তি আছে তা নিয়ে হায়েনাদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া। বক্ষমাণ নিবন্ধে ইরাক যুদ্ধের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হ'ল।-

পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যাপক ও বর্বর হামলাঃ

১ম বিশ্বযুদ্ধ ১৯১৪ সালে, ২য় বিশ্বযুদ্ধ ১৯৩৯ সালে, ভিয়েতনাম যুদ্ধ ১৯৬৬ সালে ও উপসাগরীয় যুদ্ধ হয়েছে ১৯৯১ সালে। উল্লেখিত বিগত যুদ্ধ সমূহে যে বিমান হামলা হয়েছে তার সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে আগ্রাসী ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী কর্তৃক বাগদাদে সাম্প্রতিক বিমান হামলা। গত ২০ মার্চ ভোর রাতে বাগদাদবাসী যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, তখন উপসাগরীয় ঘাঁটি থেকে প্রথমে ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে বিমান, ফেলা হয় বৃষ্টির মত বোমা। নিহত হয় সাধারণ জনগণ, আহত হয় অসংখ্য মানুষ, ধ্বংস হয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা। ৩৩ টি ভূমি কেন্দ্র ও সাগরে ভাসমান যুদ্ধ জাহাজ থেকে বাগদাদ সহ বিভিন্ন স্থানে প্রায় বিরতিহীনভাবে মারণাস্ত্র ও বৃষ্টির মত বোমা ফেলা হচ্ছে। 'লেসার' নামক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হচ্ছে। যা যেকোন প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম দুর্যোগের মধ্যে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম। টমাকহক, ক্লাস্টার ইত্যাদি ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হচ্ছে। অনেকের মতে, ১৯৪৫ সালের হিরোশিমার চেয়েও ১০ গুণ বেশী বিস্ফোরক ব্যবহৃত হয়েছে। গত ২৮ মার্চ বাগদাদের তথ্য মন্ত্রণালয়ের উপর দানবাকৃতির বি-৫২ বিমান থেকে ৪ হাযার ৭০০ পাউণ্ড ওজনের 'বাঙ্কার বাস্টিং' বোমা নিক্ষেপ করা হয়, যার প্রচণ্ড শক্তিতে গোটা বাগদাদ নগরী প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। ফেলা হচ্ছে ইউরোনিয়াম রাসায়নিক অস্ত্র, যার প্রভাবে মানুষ অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যাচ্ছে এবং যারা প্রাণে বেঁচে যাবে তারা ক্যান্সারে আক্রান্ত হবে' অর্থাৎ যে রাসায়ণিক অস্ত্র ফেলার কথা ছিল ইরাকের সে অস্ত্র ফেলছে শয়তান শক্রবাহিনী।

ডিপ্লেটেড ইউরেনিয়াম বোমা বর্ষণঃ

বিভিন্ন ইলেকট্রনিক সূত্রে অভিযোগ পাওয়া গেছে যে, ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী কেবল নিষিদ্ধ বাংকার বাষ্টার ও ক্লাস্টার বোমাই ফেলেনি; ডিপ্লেটেড ইউরেনিয়াম বোমাও বর্ষণ করেছে, যা পারমাণবিক বোমার কাছাকাছি। কেমিক্যাল বোমার চেয়ে এটা কম ক্ষতিকর নয়। ১৯৯১ সালে গালফ ওয়ায়ের সময়ও আমেরিকানরা ঐ বোমা ব্যবহার করেছিল। এর তেজস্ক্রিয়ায় ইরাকী সৈন্যের পাশাপাশি অনেক মার্কিন ও বৃটিশ সৈন্য প্রায় বিকলাঙ্গ হয়ে পড়েছিল।

ইতিহাসের কি নির্মম পরিহাস! যে ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্রের অজুহাতে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ইরাক আক্রমণ করেছে, তারাই প্রথম ব্যাপক সেই ধ্বংসাত্মক অস্ত্র ব্যবহার করে।

এর চেয়ে নির্মম আগ্রাসন আর হয় নাঃ ইরাক যুদ্ধ শুরুর তিনদিন আগে গত ১৭ই মার্চ যুদ্ধের বিরোধিতা করে বৃটেন-এর কমন্সসভার নেতার পদ থেকে পদত্যাগকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী রবিন কুক সানডে মিরর পত্রিকার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে, ইরাক থেকে তার দেশের সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের আহ্বান জানান। তিনি ইরাকের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানকে রক্তক্ষয়ী এবং অন্যায় হিসাবে বর্ণনা করেন। বাগদাদ অবরোধের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ তিনি বলেন, এর চেয়ে নির্মমতর কোন আগ্রাসনে আর হয় না। যার ফলে আরব আর মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে পশ্চিমা দেশগুলির দীর্ঘমেয়াদী শত্রুতা তৈরী করবে। রবিন কুক বলেন, এই রক্তক্ষয়ী, অন্যায় ও অপ্রয়োজনীয় যুদ্ধ তার হৃদয়কে ইতিমধ্যে বেদনায় ভারাক্রান্ত করে তুলেছে।

আগ্রাসীদের বিরুদ্ধে অদম্য প্রতিরোধঃ

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডব্লিউ বুশ বলেছেন, বাগদাদ সহজে দখল করা যাবে না। কয়েক মাস লেগে যেতে পারে। মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড বলেছেন, আমাদের বাহিনী এখন কঠিন পরীক্ষায় পড়েছে। ইরাকী বাহিনী দ্বারা প্রচণ্ড প্রতিরোধের সম্মুখীন হচ্ছে। ফলে যত সহজে আমরা জয় করতে পারব বলে পূর্বে ধারণা করেছিলাম তা হবে না। অন্যদিকে ইরাকী সৈন্য ও সাধারণ মিলিশিয়া যৌথ বাহিনীকে মৃত্যুর ফাঁদে ফেলেছেন বলে ইরাকী তথ্যমন্ত্রী সাঈদ আল সাহাফ বলেছেন। একদিকে ভুলের কারণে নিজেদের বিমান ভূপাতিত হওয়া ও অসংখ্য সৈন্য নিহত হওয়ার ঘটনা, অন্যদিকে মরু ঝড় ও বিরূপ পরিবেশে যৌথ বাহিনী সুবিধা করতে পারছে না।

প্রথম দিকে যৌথ বাহিনীকে সহজে ইরাকের মধ্যে প্রবেশ করতে দেয়া হয়। পরে সামনে এবং পিছন দিক থেকে সাঁড়াশি আক্রমণে শত্রুবাহিনীকে বিপর্যস্ত করে ফেলা হয়। নাসিরিয়া, উম্মে কাসর, কারবালা, নাজাফ প্রভৃতি এলাকায় ইরাকীরা তাদেরকে এ ফাঁদে ফেলে। এতে কয়েকটি বিমান ভূপাতিত করা হয় এবং প্রায় ৫০ জন (ইরাকী হিসাবে) সৈন্য নিহত হয়। আহত হয় কয়েক শ'।

পবিত্র কুরআনে চুমু খেয়ে শত্রুর দিকে অগ্রসরঃ ইরাকী

নন কমিশণ্ড অফিসার নো'মানী শত্রুর উপর আক্রমণ হানার আগে পবিত্র কুরআনে চুমু খেয়ে শহীদি জাযবায় উজ্জীবিত হয়েছিলেন। ২৯ মার্চ তিনি এক আত্মঘাতী বোমা হামলা চালিয়ে ৫ জন মার্কিন সৈন্যকে খতম করেন। ইরাক সরকার তাকে দু'টি মরনোত্তর খেতাবে ভূষিত করেন।

হাযার হাযার আরব মুজাহিদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণঃ পবিত্র কা'বা শরীফের প্রধান ঈমাম শেখ ছালেহ বিন হুমায়েদ, মসজিদে নববীয় ইমাম এবং বাগদাদের কেন্দ্রীয় মসজিদের ইমাম-এর জিহাদের ডাকে সাড়া দিয়ে হাযার হাযার আরব মুজাহিদ ইঙ্গ-মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশগ্রহণ করেন।

৩৫৪ মার্কিন সৈন্য নিহতঃ প্রতিদিনই হানাদার সৈন্যদের লাশ পড়ছে। সাদ্দাম আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর মার্কিন সৈন্যদের অন্য একটি বধ্যভূমি হয়ে ছাড়িয়েছে। ইরাকী সৈন্যদের সঙ্গে গত ৫ ও ৬ এপ্রিল পর পর ২ দিনের লড়াইয়ে ৩৫০ জন হানাদার নিহত হয়েছে। এছাড়া বাগদাদের উপকণ্ঠে মোহাম্মাদিয়া আরো ৪ জন মার্কিন সৈন্য নিহত হয়েছে।

মানবাধিকার কোথায়?

কথিত মানবতাবাদী ও গণতন্ত্রকামী মার্কিনীরা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার নামে চীৎকার করে আসছিল। যারা বিশ্বে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ছদ্মবেশ পরেছিল, তারা আজ সকল মানবতাকে ভূলুণ্ঠিত করে কেবল নিজেদের স্বার্থ কায়েমের লক্ষ্যে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশকে দখল করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। তাদের সেই নির্লজ্জ মিষ্টি শ্লোগানগুলি আজ গেল কোথায়? গেল কোথায় তথাকথিত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বড় বড় বুলি? বিশ্ববাসী বুঝে গেছে মার্কিনীরা প্রকৃতপক্ষে কি চায়? বুশ নিজের দেশের জনগণের কাছেও ফেঁসে গেছেন। সেদেশের প্রায় ৮০ ভাগ মানুষ যুদ্ধের বিপক্ষে। তাই আজ বুশ গং ইরাকে হামলা করে যে মানবাধিকার লংঘন করেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। 'বুশ-ব্লেয়ার মানবতার শত্রু' হিসাবে চিরদিন ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে। যুদ্ধাপরাধী হিসাবে আন্তর্জাতিক আদালতে এদের বিচার হওয়া উচিত।

উল্লেখ্য যে, ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর টুইন টাওয়ার ধ্বংস খুব গোপনে সুক্ষ্মভাবে নিজেদের ইঙ্গিতেই হয়েছিল। যার অকাট্য প্রমাণ সেদিন ৪০০০ ইহুদীর সকলের কর্মে অনুপস্থিতি। স্বার্থ কায়েমের জন্য মধ্য এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তার করার সূত্র ধরে তারা আফগানিস্তানকে ধ্বংস করেছে, প্রতিষ্ঠা করেছে নিজেদের কর্তৃত্ব। একইভাবে ইরাক, এরপর ইরান, সূদান, লিবিয়া, পাকিস্তান, কোরিয়া, সঊদী আরব ইত্যাদি তাদের টার্গেটে রয়েছে। তাদের ইচ্ছা ও মর্জিমত না চললে, মহা বিপদ সংকেত! জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী ইরাকের উপর ১২ বছর যাবৎ অবরোধের ফলে মাছুম শিশু থেকে আরম্ভ করে যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাসহ ১৭ লক্ষ মানুষ জীবন হারিয়েছে। এটাই হ'ল মার্কিনীদের তথাকথিত মানবাধিকার।

যুদ্ধের বৈধতা, বুশ গং ও জাতিসংঘের অস্তিত্বঃ

২য় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর ১৯৪৫ সালে ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে গঠন হ'লেও জাতিসংঘ খুব কমই তার সঠিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করেছে। ১৯৯১ সালে মার্কিনীদের চক্রান্তে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার পর জাতিসংঘের ভূমিকা আরও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। একক পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথামত চলতে থাকে জাতিসংঘ। কিছু রাষ্ট্র মার্কিনীদের আধিপত্য বিস্তারে সায় না দেওয়াতে আমেরিকা জাতিসংঘকে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করে জাতিসংঘের সকল নিয়ম-কানুন লংঘন করে গত ২০ মার্চ ইরাক আক্রমন করে। তাদের কথা হ'ল- এই আক্রমনের জন্য জাতিসংঘের অনুমোদনের আর প্রয়োজন নেই। সাদ্দামকে জাতিসংঘ হঠাতে না পারলে তারা একাই সে কাজ করবে।

জাতিসংঘের ৪২ ধারা অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে কোন দেশের বিরুদ্ধে ক্ষেত্র বিশেষ সামরিক ব্যবস্থা নিতে পারে। 'ইনডিভিজুয়াল অর কালেকটিভ সেলফ ডিফেন্স' -এর ক্ষেত্রে-৫১ ধারায় বলা হয়েছে একটি দেশ যদি মনে করে নির্দিষ্ট একটি দেশ যেকোন মুহূর্তে তার নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারে, তাহ'লে ঐ দেশের উপর আক্রমণ করতে পারে। কিন্তু ইরাক বর্তমানে এমন কোন অস্ত্র তৈরী করেনি যা মার্কিনীদের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। আর ইরাক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হাযার হাযার মাইল দূরে অবস্থিত। তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

এ ধরনের হামলায় নিরাপত্তা পরিষদের ১৫টি স্থায়ী সদস্য দেশের মধ্যে ৯টির সমর্থন দরকার। তাদের তা নেই। জাতিসংঘের ১৯১টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে মাত্র ৫০টি রাষ্ট্র এ অন্যায় যুদ্ধকে সমর্থন দিয়েছে। বাকী ১৪১টি রাষ্ট্র এ যুদ্ধের বিরোধী। ফলশ্রুতিতে ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন, জার্মান, চীন সহ বহু শক্তিধর দেশ মার্কিনীদের এ আগ্রাসী আক্রমণকে মানবতা বিরোধী ও জাতিসংঘ সনদের চরম লংঘন বলে যুক্তরাষ্ট্রকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে। বিশ্ব নেতৃবৃন্দ বলেছেন, একটি স্বাধীন দেশে এ ধরনের হামলা জাতিসংঘ সনদের চরম পরিপন্থী এবং অবৈধ। এ মুহূর্তে প্রয়োজন পৃথিবীর অন্যান্য পরাশক্তিগুলিকে একীভূত হয়ে যুক্তরাষ্ট্র-বৃটেনকে বিশ্ব সমাজ থেকে তথা জাতিসংঘ থেকে একঘরে করে রাখা এবং প্রয়োজনে তাদের সদস্য পদ বাতিল করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া। নইলে আফগানিস্তানের পর আজ কেবল ইরাক নয়, এরপর ইরান, সিরিয়া, সঊদী আরব, কোরিয়া সহ পর্যায়ক্রমে সকল দেশকে তাদের কালো থাবার প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ শিকার হ'তে হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

যুদ্ধের বিরুদ্ধে উত্তাল বিক্ষোভে বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বঃ

ইরাকে মার্কিন-বৃটিশ হামলার বিরুদ্ধে সারা বিশ্ববাসী উত্তাল বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে। প্রতিদিন বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা সহ বিভিন্ন শহর-হাট-বাজার-গ্রামে-গঞ্জে লাখ লাখ

শিশু-নারী-পুরুষ, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবি, শ্রমিকসহ সর্বশ্রেণীর মানুষ মার্কিন-বৃটেন-ইসরাঈল বিরোধী প্রতিবাদ, বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করছে। তারা ইঙ্গ-মার্কিন হামলাকে অন্যায়-অবৈধ গণ্য করে অবিলম্বে এ হামলা বন্ধের দাবী জানিয়েছে। মার্কিন দূতাবাস বন্ধ করা, কূটনৈতিকদেরকে বহিষ্কার করা ও মার্কিন পণ্য বর্জনের আহ্বান জানানো হয়। বাংলাদেশের সরকারী জোট দল, বিরোধী দল সহ সকল রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক দল, সকল ইসলামী দল, সেচ্ছাসেবী সংগঠন-প্রতিষ্ঠান মার্কিন সাম্রাজ্যের এ নির্মম আগ্রাসনের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রতিবাদ-বিক্ষোভ দেখা গেছে খোদ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনে। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন, লসএঞ্জেলস, নিউইয়র্ক, সানফ্রান্সিসকো, ম্যানহাটন প্রভৃতি শহরে লাখ লাখ মানুষের যুদ্ধবিরোধী সমাবেশ হচ্ছে। যুদ্ধের প্রতিবাদ স্বরূপ বৃটেনের প্রভাবশালী তিন মন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন। ফ্রান্স, রাশিয়া, জার্মান, সিরিয়া, ইরান, চীন, কিউবা বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশের সরকার এবং জনগণ প্রকাশ্যে বিরোধিতা করে আসছে। এছাড়া বাংলাদেশ, কানাডা, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, সঊদী আরব, মিশর, জর্ডান, গ্রীস, নিউজিল্যাণ্ড সহ বিশ্বব্যাপী এ অমানবিক ও অন্যায় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ হচ্ছে।

মুসলিম জাহানের নিষ্ক্রিয় ভূমিকাঃ

৫৬টি মুসলিম রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত 'ওআইসি', ২২টি আরব রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত 'আরব লীগ' দুর্ভাগ্যজনভাবে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। ওআইসি সামান্য বিবৃতি দিতেও অপারগতা প্রকাশ করেছে। ওদিকে আরব লীগ যুদ্ধের বিপক্ষে বিবৃতি দিলেও কার্যকর কোন পদক্ষেপ নেয়নি। যেখানে বৃটেনের মত মুসলিম বিদ্বেষী রাষ্ট্রে মন্ত্রীপরীষদ থেকে মন্ত্রীগণ এই অন্যায় যুদ্ধের প্রতিবাদে পদত্যাগ করতে পারেন সেখানে মুসলমানদের নিষ্ক্রিয় বসে থাকা কতটুকু সুফল বয়ে আনবে?

কল্পিত মারণাস্ত্র কোথায় গেল?

প্রায় অর্ধমাস ব্যাপী আগ্রাসী হামলা চালিয়েও ইরাকে কথিত মারণাস্ত্রের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। যদি ইরাকে রাসায়নিক অস্ত্র থেকে থাকে তবে কেন তারা তা প্রয়োগ করবে না। আসলে আমেরিকার যুদ্ধবাজ প্রেসিডেন্ট বুশ ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ইরাকে কিভাবে প্রবেশ করা যায় তার সস্তা ওজড় দাঁড় করাতে চেয়েছে। জাতিসংঘের সাবেক অস্ত্র পরিদর্শক স্কট বিটার বলেছেন, ১৯৯৮ সালে তার ইরাক ত্যাগের প্রাক্কালে সেদেশের ৯০-৯৫ শতাংশ ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র ধ্বংস করা হয়। নিরাপত্তা পরিষদের একটি তল্লাশি প্যানেল জানিয়েছে, ইরাকে নিষিদ্ধ ঘোষিত অস্ত্রের বিরাট অংশ ধ্বংস করা হয়েছে। বৃটেনের যুদ্ধবাজ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার তার দেশের এক মার্কিন ছাত্রের থিসিসের কপির উপর নির্ভর করে গত ডিসেম্বরে পার্লামেন্টে দলীল উপস্থাপন করেন। কিন্তু পরে তা ধরা পড়ে যে এসব দলীলের কোন ভিত্তি নেই। আমেরিকাও সেই দলীলের উপর মিথ্যা প্রপাগাণ্ডা চালাতে থাকে। আসলে তারা ১৯৬৪ সালে ভিয়েতনাম আক্রমণ চালানোর নামে কথিত যে অস্ত্র জাহাজ আবিষ্কার করেছিল এটিও অনুরূপ একটা কল্পিত আবিষ্কার ছাড়া কিছুই নয়।

গত ৭ মার্চ জাতিসংঘের প্রধান অস্ত্র পরিদর্শক হ্যান্স ব্লিক্স ও ইরাকের আনবিক শক্তি কমিশন প্রধান আল-বারাদি জাতিসংঘে রিপোর্ট প্রদান কালে বলেছেন যে, ইরাকের কাছে মারণাস্ত্রের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। সুর পাল্টিয়ে তখনই বুশ গং বলল, ইরাক মুক্তির জন্য সাদ্দামকে (৬৫) হঠানো দরকার। তিনি প্রকাশ্যে বলেছেন, সেখানে আমাদের জাতীয় স্বার্থ রয়েছে। সুতরাং হামলা আমাদের করতেই হবে।

স্মৃতির বাগদাদঃ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতঃ

'বাগদাদ' শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে নানা বির্তক আছে। কেউ কেউ বলেন, প্রাচীন শব্দ 'বাঈত কাদাদ' অর্থাৎ 'ভেড়ার আবাস থেকেই এসেছে মহান এ নগরীর নাম। আবার অনেক গবেষকের মতে শব্দটি এসেছে দু'টি প্রাচীন ফারসী শব্দ 'বাগ' ও 'দাদ' থেকে। যার অর্থ দাঁড়ায় 'আল্লাহ্‌র উপহার'। নামকরণ নিয়ে বিতর্ক থাকলেও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্মীয় চর্চা, সাহিত্য-সংস্কৃতিতে অবিরতভাবে শীর্ষস্থান লাভ করে আসছিল বাগদাদ নগরীর। কিন্তু বাগদাদীরা সে ধারা টিকিয়ে রাখতে পারেনি। বছরের পর বছর যুদ্ধ বিগ্রহ, প্লেগের মত মহামারী, বন্যা, আগ্নেয়গিরিসহ নানা প্রাকৃতিক দুযোর্গের কারণে স্মৃতির সেই বাগদাদ আজ অতীতের মত নেই। খৃষ্টপূর্ব ১৮০০ শতাব্দীতে ব্যাবিলনের রাজা হাম্মুরাবির শাসনকালে বাগদাদ শহরের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। তবে কাগজে কলমে বাগদাদের প্রথম অস্তিত্ব পাওয়া যায় খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আব্বাসীয় বংশের ২য় খলীফা আল-মনছূরের আমলে। অষ্টম আর নবম শতাব্দী ছিল বাগদাদের স্বর্ণযুগ। বৃটিশ ভ্রমণ কাহিনীর লেখক গ্যাভিন ইয়াংয়ের মতে, সে সময় বাগদাদ পরিণত হয়েছিল পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচুর্যময় শহরে। কিন্তু ১ম সহস্রাব্দের পরেই এ নগরীর ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠে। শি'আ-সুন্নী দ্বন্দ্বে ১২৫৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারী চেঙ্গিস খানের দৌহিত্র হালাকু খান ৪১ দিনে প্রায় ৪০ লাখ মানুষ হত্যা করে ধ্বংস করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল সম্পদকে। কয়েক সপ্তাহ ধরে রক্তের স্রোত বয়েছিল তাইগ্রিস নদীতে।

পারস্য ও তুর্কি শাসকদের অধীনে ৩০০ বছর কাটানোর পর বাগদাদ অটোমান সাম্রাজ্যের অধীনে থাকে ১৬৩৮ সাল থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত। ১৯১৭ সালের ১১ মার্চ বৃটিশ সেনারা অটোমান সম্রাটকে পরাজিত করে এ নগরী করায়ত্ত করে। সাম্রাজ্যের মেসোপটেমিয়া অংশটি ইরাক হিসাবে গণ্য হ'তে শুরু করে। ১৯৩০ সালে বৃটিশদের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে ইরাক স্বাধীন দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯২১ সাল থেকেই খলীফাদের শহর বাগদাদ ইরাকের রাজধানীতে পরিণত হয়। ১৯৩২ সালে ইরাক লীগ অব নেশন্সএ যোগ দেয়। ১৯৬২ সালে সাদ্দাম হোসাইনের নেতৃত্বে 'বার্থপার্টি' এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে। ১৯৮০ থেকে

১৯৮৮ সাল পর্যন্ত আট বছর ইরাক-ইরান যুদ্ধে আমেরিকা ইরাকের পক্ষে সার্বিক সহযোগিতা করে। নিহত হয় হাযার হাযার মানুষ, ধ্বংস হয় আর এক সভ্যতা। ১৯৯০ সালের ২রা আগষ্ট সাদ্দাম হোসাইন ছোট্ট স্বাধীন দেশ কুয়েত দখল করে নেয়। ১৯৯১ সালে মার্কিন নেতৃত্বে পশ্চিমা জোট বাহিনীর সাথে ইরাকী বাহিনীর যুদ্ধ শুরু হয়। পরাজিত হয়ে ব্যারাকে ফিরে আসে ইরাকী বাহিনী। সর্বশেষ গত ২০ মার্চ এ যুগের হালাকু নরপিশাচ বুশ ও ব্লেয়ার তাদের সর্বাত্মক শক্তি নিয়ে অসহায় ইরাকীদের উপর ঝাঁপিয়ে পরে।

কেন ইরাকে আক্রমণ?

১৯৯১ সালের ১৬ জানুয়ারী যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে 'অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম' নামে উপসাগরীয় যুদ্ধ শুরু হয়। ২৭ ফেব্রুয়ারী কুয়েত থেকে ইরাকী সৈন্যদের বিতাড়িত করার পর মার্কিনীদের নীতি অনুযায়ী একটু ভুল হয়েগিয়েছিল যে, তারা তাদের লক্ষ্যে পৌছাতে পারেনি। বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের পিতা জর্জ সিনিয়র বুশ ঐ সময় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি নানা কারণে ইরাকে প্রবেশ করতে পারেননি। সম্ভবতঃ তাঁর পিতার আকাঙ্খা পূরণের লক্ষ্যেই ইরাকে এই নগ্ন হামলা।

১৯৯১ সালে কম্যিউনিজম-এর পতনের পর একক পরাশক্তি মার্কিনীরা মুসলমানদেরকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতে থাকে। তারা ফন্দি আটে মুসলমানদের যে শক্তি, অর্থ, তৈল, গ্যাস যা আছে সবগুলোকে নিজেদের কব্জায় নিয়ে আসার। মার্কিনীরা ১৯৪৩ সালের পরিকল্পনানুযায়ী কল্পিত বিশ্ব সন্ত্রাসবাদ লড়াইয়ের নামে ইহুদী খৃষ্টান, হিন্দু-বৌদ্ধ সব জাতিকে ঐকবদ্ধ করে মুসলিম জাতিকে দাসে পরিণত করতে চায়। এর জন্য বিশ্ব জুড়ে মার্কিনীদের ১২২টি সন্ত্রাসী বাহিনী রয়েছে। যার মধ্যে ২২টি এখন খুবই সক্রিয়। এ বাহিনীগুলিকে সরাসরি পেন্টাগন নিয়ন্ত্রণ করে। সব মিলিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ইঙ্গ-মার্কিনীরা যে সকল কারণে ইরাকে আক্রমণ চালাচ্ছে সংক্ষেপে তা নিম্নরূপঃ

(ক) ইরাকে রিজার্ভকৃত ১১৩ বিলিয়ন ব্যারেল (১১% বিশ্বের হার অনুযায়ী) তৈল এবং সম্প্রতি আবিষ্কৃত আরও ৪৭টি খনির প্রতি শোকুনি দৃষ্টি।

(খ) মধ্যপ্রাচ্যে জমাকৃত বিশ্বের ৬৫% (প্রায়) তৈল নিজেদের কব্জায় নেওয়া।

(গ) ইরাককে দুর্বল করে ইসরাঈলকে ঐ এলাকায় মুক্ত লাঠিয়াল বানানো।

(ঘ) ইরান, সিরিয়া, মিশরের মত দেশকে তার চাটুকারে পরিণত করা, নইলে ধ্বংস করা।

(ঙ) যেহেতু আজকের আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হচ্ছে ইহুদীদের দ্বারা সেহেতু তাদের পরামর্শে ইসরাঈলের পবিত্র নগরীর মত মক্কা-মদীনা পর্যায়ক্রমে দখল করা, যার জন্য দরকার ঐ এলাকায় বড় সামরিক ঘাঁটি স্থাপন।

(চ) ইঙ্গ-মার্কিনীদের নতুন করে সাম্রাজ্য বিস্তার ঘটানোর স্বপ্ন দেখা।

(ছ) বিশ্বের মুসলিম শক্তিগুলিকে বিভক্ত করে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়া এবং উদ্বাস্তু ও দাসে পরিণত করা।

মোটামুটি এ সকল কারণেই ইঙ্গ-মার্কিন হানাদার বাহিনী আজ ইতিহাসের সবচেয়ে বর্বর হামলা শুরু করেছে ইরাককে ধ্বংস করার জন্য, যা ইতিহাস সাক্ষী হয়ে থাকবে। কালের সাক্ষী হয়ে থাকবে বিশ্বের শান্তিকামী সাধারণ মানুষ।

তারা জানে না কেন এই যুদ্ধ করছেঃ

দখলদার ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর সৈনিকরা যেমন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে, তেমনি তারা বুঝতে পারছে না, কেন এবং কোন লক্ষ্যে এই প্রতিকূল পরিবেশে তাদের এই যুদ্ধে পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে তারা এখন খোলামেলা কথা বলছেন। শুধু তাই নয়, অনেকে যুদ্ধ করতে অস্বীকৃতিও জানাচ্ছেন। ইতিমধ্যে চারজন বৃটিশ সৈনিক যুদ্ধ করতে অস্বীকার করায় তাদের স্বদেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। হতাশ হয়ে পড়া এসব সৈনিকের মনোভাবের কথা বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী প্রচার হয়ে যাওয়ায় ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর শীর্ষ পর্যায়ের কমাণ্ডাররা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। তরুণ বৃটিশ সৈনিকরা বলছেন যে, উপসাগরে আসার আগে তাদের বলা হয়েছিল, কয়েকদিনের মধ্যে যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে এবং ইরাকের সুন্দরী রমনীরা ফুল দিয়ে তাদের অভ্যর্থনা জানাবে। কিন্তু পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপরীত। তাছাড়া মরুভূমিতে এক ধরনের ভয়ংকর পতঙ্গ আছে, যার কামড়ে বহু সৈনিক অসুস্থ হয়ে পড়ছে। এ ব্যাপারেও তাদের কিছু জানানো হয়নি। বলা হয়নি এ সময়ে প্রচণ্ড তাপমাত্রা থাকে। থেকে থেকে প্রবল বালুঝড় উঠে। এতে বিপর্যস্ত হয়ে যায় জীবনপ্রবাহ। বলা যায়, কোনো কিছু না জানিয়ে ভয়ংকর এক পরিবেশে এসব তরুণ সৈনিকদের পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। এখন মার্কিন টিভি চ্যানেলগুলোতে '৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের মার্কিন সৈনিকদের দুঃস্বপ্নের কথাগুলো অকপটে বলছেন সে সময়কার কমাণ্ডাররা। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, উপসাগরীয় যুদ্ধ শুরুর আগে প্রত্যেক সৈনিককে মাত্র তিন দিনের ব্যবধানে ৮ থেকে ১০টি ভ্যাকসিন ইনজেকশন পুশ করা হয়। মানবদেহে এই ভ্যাকসিন সুদূরপ্রসারী বিরূপ প্রভাব ফেলে। আস্তে আস্তে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। আর এ কারণে উপসাগরীয় যুদ্ধ শেষে প্রায় ১ লাখ সৈনিক চলত শক্তিহীনভাবে।

আবারো সেই যুদ্ধ। আবারো সৈনিকদের ভ্যাকসিন প্রদান। এর ফলে '৯১ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধে প্রায় পঙ্গু হয়ে যাওয়া সৈনিকরা তাদের সন্তানদের কথা ভেবে শিউরে উঠছে। এখন প্রশ্ন উঠছে, যে ইঙ্গ-মার্কিন শাসকরা বিশ্বব্যাপী নিজের ক্ষমতার বলয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য কিংবা মধ্যপ্রাচ্যের তেল ক্ষেত্রগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে নিজ সন্তানদের মৃত্যু ও পঙ্গুত্বের জীবনের দিকে ঠেলে দিতে পারে; তাদের কাছে ইরাকী জনগণের জীবনের মূল্য কতটুকু তা বুঝতে কারও বাকি থাকে না। ভূয়া দেশপ্রেমের জিগির তুলে বুশ ও ব্লেয়ার তাদের ছেলেদের এমন একটি অন্যায় যুদ্ধে পাঠিয়েছে, যার যৌক্তিকতা তারা খুঁজে পাচ্ছে না। কিন্তু তাদের মা, স্ত্রী ও সন্তানরা এখন শুধু অশ্রুই ফেলছেন। হয়তো এই সৈনিকরা কখনোই সেই যৌক্তিকতা খুঁজে পাবে না। কিন্তু তাদের বুলেটে, বোমায় এখন ইরাকে অন্তঃসত্ত্বা মহিলাসহ নারী, পুরুষ, শিশু নির্বিচারে খুন হচ্ছে।

সর্বশেষ তথ্যঃ

ইরাকী মুজাহিদদের মরণপণ যুদ্ধ, বিশ্বজুড়ে নিন্দা-ঘৃণা সব তুচ্ছ করে ইঙ্গ-মার্কিন হানাদার বাহিনী যুদ্ধের ২১ তম দিনে গত ৯

এপ্রিল বাগদাদ দখল করে নেয়। তবে যে অজুহাতে যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে হামলা করেছিল তার কোনটার প্রমাণ তারা আজও দিতে পারেনি। ২১ দিনের যুদ্ধেও ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ইরাকে ব্যাপক প্রাণঘাতী কোন মারণাস্ত্রের সন্ধান পায়নি। ইরাকও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেনি রাসায়নিক জীবাণু অস্ত্র। তবে তিন সপ্তাহের মার্কিন হামলায় প্রাণ হারিয়েছে কয়েক হাযার নারী-শিশুসহ অসংখ্য বেসামরিক মানুষ।

লুটপাটঃ মার্কিন বাহিনীর উপস্থিতিতে ৯ এপ্রিল বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে লুটপাট শুরু করেছিল বাগদাদের বাসিন্দাদের একটি অংশ। জনতা প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসাইনের পরিবারের বিভিন্ন সদস্য এবং সরকারের শীর্ষ কর্মকর্তাদের বাড়িঘর লুটপাট করে। জার্মান দূতাবাস ও ফরাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রও এই অরাজকতা থেকে রেহাই পায়নি। গত ১০ এপ্রিল দজলার পূর্ব তীরে জাদরিয়া ও হাইবাবেল এলাকায় ইরাকের উপ-প্রধানমন্ত্রী তারেক আযীয, সাদ্দামের মেয়ে হালা, সৎ ভাই ওয়াতবান এবং ছেলে উদের বাড়ির যাবতীয় মূল্যবান জিনিষপত্র জনতা লুট করে নিয়ে যায়। উত্তরাঞ্চলীয় শহর মসুলে সরকারী অফিস, আদালত, ব্যাংক, বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দোকানপাটে ব্যাপক লুটপাট চালানো হয়।

সাদ্দাম কোথায়? হানাদার মার্কিন বাহিনী বাগদাদ দখল করে নিলেও ইরাকী নেতা সাদ্দাম হোসাইন, তার দুই পুত্র ও বার্থ পার্টির শীর্ষ নেতারা কোথায় তা নিশ্চিত জানা যায়নি। তিনি জন্মস্থান তিকরিতে আশ্রয় নিয়েছেন, না বাশার আল-আসাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সিরিয়ায় চলে গেছেন, নাকি রাশিয়ায় চলে গেছেন তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই। উল্লেখ্য, গত ৭ এপ্রিল আল-মনছুর এলাকায় একটি ভবনে সন্দেহবশত সাদ্দামের অবস্থান লক্ষ্য করে মার্কিন বিমান থেকে ৪ টন ওজনের বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছিল। পেন্টাগণের জোর ধারণা, সাদ্দাম ঐ ভবনেই ছিলেন এবং নিহত হয়েছেন।

ইরান, সিরিয়া ও উঃ কোরিয়াকে যুক্তরাষ্ট্রের হুঁশিয়ারীঃ অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তাবিষয়ক মার্কিন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আর বোল্টন গত ৯ এপ্রিল ইতালীর রাজধানী রোমে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সিরিয়া, ইরান ও উত্তর কোরিয়াকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, 'ইরাকের পরিণতি থেকে দেশগুলো শিক্ষা নেবে বলে আমাদের বিশ্বাস। ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্রের পেছনে ছোটাটা যে তাদের জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এসব দেশের শাসকরা তা বুঝতে পারবে বলে আশা করছি।

সাংবাদিক নিহতঃ

এ পর্যন্ত ইরাক যুদ্ধে ৯ জন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। এরা হলেনঃ- স্পেনিশ ক্যামেরাম্যান হোসে কুসোঁ, আল-জাযীরার সাংবাদিক তারেক আইয়ুব, রয়টার্সের ক্যামেরাম্যান, তারাস প্রোত সিউক, স্পেনের এল মান্দো পত্রিকার রিপোর্টার হুলিও অ্যানগুইতা প্যারাড়ো, জার্মানীর ফোকাম সাপ্তাহিকীর সাংবদিক ক্রিশ্চিয়ান লিয়েবিগ, বিবিসির কুর্দি অনুবাদক কামারান আবদুর রাখাক, ওয়াশিংটন পোষ্টের সম্পাদকীয় বিভাগের কলামিষ্ট মাইকেল কেলি, ইরানী ফটোগ্রাফার কাভেহ গোলেষ্টান, চ্যানেল ফোরের প্রতিনিধি গ্যাবি র‍্যাডো, অষ্ট্রেলিয়ান ব্রডকাস্টিং করপোরেশনের ক্যামেরাম্যান পল মোরান, আইটিএলের প্রতিনিধি টেরি লয়েড, যুক্তরাষ্ট্রের ইনবিসি নিউজের রিপোর্টার ডেভিড ব্লু।

মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাঈলী বর্বরতাঃ নির্বিকার আরব নেতৃবৃন্দ

*মুহাম্মাদ রায়হান আলী**

নরওয়ের রাজধানী অসলোতে ১৯৯৩ সালে ফিলিস্তীনি মুক্তি সংস্থা (পি.এল.ও) এবং ইসরাঈলের মধ্যে ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি হওয়ার পর বিগত বছরসহ সাম্প্রতিক মাসগুলিতে ইসরাঈলী বাহিনী ফিলিস্তীনি জনগণের উপর যে নিষ্ঠুর বর্বরতা চালাচ্ছে তা তাবৎ দুনিয়ার মানুষকে স্তম্ভিত করেছে। হতবাক হয়েছে পৃথিবীর বিবেকবান মানুষ।

প্রতিদিন ইসরাঈলী সেনাদের সাথে ঢিল আর গুলতি নিয়ে লড়াইরত ফিলিস্তীনিরা যেভাবে জীবন দিচ্ছে সে দৃশ্য টিভির পর্দায় দেখে কারো চোখে পানি না এসে পারেনা। ইসরাঈলীদের কামান, বন্দুক, ট্যাংক ও গানসিপ মারণাস্ত্রের সাথে নিরস্ত্র ফিলিস্তীনি কিশোরেরা যে বাঁচার লড়াই চালাচ্ছে তা ভাবিয়ে তুলেছে গোটা বিশ্বের মানুষকে। মজার ব্যাপার হচ্ছে আজ ইসরাঈলীরা যে ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করেছে, তা নাকি সেখানকার আইন-শৃঙ্খলার স্বার্থেই করা হচ্ছে।

'অসলো' চুক্তি ও তারপর ওয়াশিংটনে সম্পাদিত আনুষ্ঠানিক চুক্তি উভয়ের ক্ষেত্রেই ফিলিস্তীনি জনগণের ন্যায্য অধিকার ও আশা-আকাঙ্খার প্রতিধ্বনিকারী সংগঠন 'হামাস' ও অন্যান্য ইসলামী সংগঠন দৃঢ়তার সাথে প্রতিবাদ জানিয়েছিল এবং ইসরাঈলকে স্বীকৃতি দানকারী এ চুক্তি প্রত্যাখ্যান করেছিল। এ সত্ত্বেও পিএলও নেতা ইয়াসীর আরাফাত ও আরব জাহানের নেতৃবৃন্দ 'অসলো' চুক্তির পক্ষে কোমর বেঁধে ওকালতিতে নামেন। তারা এ চুক্তির উচ্ছসিত প্রশংসা করেন এবং একে বায়তুল মুক্বাদ্দাছকে রাজধানী করে স্বাধীন সার্বভৌম ফিলিস্তীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সূচনা বলে দাবী করে ফিলিস্তীনি জনগণ ও মুসলিম উম্মাহকে এ চুক্তি গেলানোর আপ্রাণ চেষ্টা চালান। ঐ সময় মিসরের প্রেসিডেন্ট হুসনী মুবারক, জর্ডানের তৎকালীন বাদশা হোসেন ও ফিলিস্তীনি কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট এই তিন চক্র 'হামাসে'র নেতৃবৃন্দের বিরোধিতায় তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। এরপর একের পর এক সীমাহীন আলোচনা শুরু হয় এবং প্রতিবারই তারা একই মন্ত্র জপতে থাকেন যে, একমাত্র 'অসলো' চুক্তিই ফিলিস্তীনি জনগণের আশা-আকাঙ্খা বাস্তবায়নের পথ নির্মাণ করেছে। সন্ত্রাসবাদের (তাদের ভাষায়) দ্বারা কিছুতেই মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রক্রিয়াকে পথচ্যুত করতে দেয়া চলবে না।

কিন্তু খুব শীঘ্রই যায়নবাদী ইসরাঈল প্রমাণ করেছে যে, প্রকৃত সন্ত্রাসী কারা এবং ফিলিস্তীনি জনগণ ও শান্তির দুশমনই বা কারা? তথাকথিত 'অসলো' চুক্তিকে উপেক্ষা করে ইসরাঈল সরকার এমন কতক সন্ত্রাসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যার সাহায্যে ইসরাঈল পূর্ব জেরুযালেম (বাইতুল মুক্বাদ্দাছ) থেকে বিপুল সংখ্যক ফিলিস্তীনিকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়েছে। সেই সাথে পশ্চিম তীরে নতুন নতুন ইহুদী বসতী স্থাপন করেছে।

* *গ্রামঃ মাদারপুর, ডাকঃ বেগুনগ্রাম, কালাই, জয়পুরহাট।*

ইসরাঈলী কর্তৃপক্ষ ফিলিস্তীনিদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে 'জাতিগত উচ্ছেদকরণ' কার্যকর করার লক্ষ্যে সেখানকার ফিলিস্তীনি অধিবাসীদের উপর নির্যাতন শুরু করেছে। গত দু'বছর ধরে ইসরাঈল বিরোধী চলমান ইন্তিফাদায় ইসরাঈলী বাহিনীর গুলীতে শত শত ফিলিস্তীনি নিহত হয়েছে, আহত ও পঙ্গু হয়েছে লক্ষাধিক। ঘর-বাড়ী ধ্বংস করে উদ্বাস্তুতে পরিণত করা হয়েছে অসংখ্য ফিলিস্তীনিকে।

অন্যদিকে ইসরাঈলী সৈন্যরা মুসলিম মহিলাদের উপর পাশবিক নির্যাতন চালাচ্ছে। এসব মহিলার স্বামী বা অন্যান্য আত্মীয় যারা তাদের বাঁচাতে এগিয়ে আসে তাদেরকে নির্বিচারে হত্যা করছে। কয়েক মাস আগে বেথেলহেম থেকে এন্থনি রাজুক নামে জনৈক ফিলিস্তীনি এসব লোমহর্ষক ঘটনার বিবরণ বৃটেনের লেবার দলীয় মহিলা এমপি লিন্টি জোনসকে ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠিয়ে সাহায্যের আবেদন জানান। রাজুক জানান, তার অন্তঃসত্ত্বা বোনকে ইসরাঈলী সৈন্যরা ধর্ষণ করে। এ সময়ে তার ভগ্নিপতি বাধা দিতে এলে তারা তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

ফিলিস্তীনে আজ যে হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতন সংঘটিত হচ্ছে তাতে বিশ্বের মানুষ ব্যথিত ও উদ্বিগ্ন হ'লেও মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধানরা এ নিয়ে তেমন উদ্বিগ্ন বলে মনে হয় না। ফিলিস্তীনিদের উপর নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডকে চাপ দিয়ে দাবিয়ে রাখার মত যথেষ্ট শক্তি ও জনসমর্থন থাকার পরও ইসলামী বিশ্বের সংগঠন 'ওআইসি' ও রাষ্ট্রপ্রধানরা সে ব্যাপারে অগ্রসর হচ্ছে না। বিশেষ করে আরব বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধানরা এই অপারগতা ও অনিচ্ছার জন্য সরাসরি দায়ী।

ফিলিস্তীনি সংগ্রামের মূল বিষয় হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করা। অথচ আরব নেতৃবৃন্দ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে গাটছাড়া বাঁধা। উল্লেখ্য যে, আজ ফিলিস্তীনিদের মারার জন্য যে আধুনিক মারণাস্ত্রগুলি ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই সরবরাহ করা। এই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই নামমাত্র অজুহাতে স্মরণাতীতকালের ভয়াবহ আক্রমণ চালিয়ে ইরাককে ধ্বংস করে চলেছে। অসহায় জনসাধারণকে নির্বিচারে হত্যা করছে। টন টন বোমা ফেলে ঐতিহ্যবাহী বাগদাদ নগরীকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। ইরাকের বিরুদ্ধে মার্কিনীদের অধিযোগ ছিল ইরাক গোপনে মারণাস্ত্রে মজুদ করছে। যদিও জাতিসংঘ অস্ত্র পরিদর্শকরা বলেছিল, ইরাকে গণবিধ্বংসী কোন মারণাস্ত্র নেই। তারপরও ইরাকে এ রকম বর্বর হামলা চালিয়েছে ইঙ্গ-মার্কিন হানাদার বাহিনী। অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে বিশ্বের একমাত্র বৃহত্তম মারণাস্ত্র ভান্ডারের অধিকারী। তাহ'লে এটি কি অপরাধ নয়? অপরদিকে মার্কিনদের পোষ্যপুত্র ইসরাঈলে যে বিশাল পারমানবিক অস্ত্রভান্ডার রয়েছে, সে ব্যাপারে প্রশ্ন উঠছেনা কেন? এ ডবল স্ট্যান্ডার্ড নীতি যুক্তরাষ্ট্র চালাচ্ছে। আর ইসলামী বিশ্বের নেতারা তাতে নীরব সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন। হায়! বিচিত্র এ দুনিয়া। আরর নেতাদের এই মার্কিন নীতির কারণেই ফিলিস্তীনিদের স্বাধীনতার স্বপ্ন ধূলিসাৎ হচ্ছে এবং মুসলিম উম্মাহ ক্রমান্বয়ে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে। আল্লাহ মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দকে সঠিক বুঝ দান করুন! -আমীন!!

অর্থনীতির পাতা

দারিদ্র্য বিমোচন ও বাংলাদেশের উৎপাদন ব্যবস্থা

*মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ**

একালে সেকালের তুলনায় আধুনিকতার উন্নয়ন হয়েছে। কিন্তু আমরা যে তিমিরে ছিলাম, সে তিমিরেই থেকে গেলাম। কিছুটা উন্নতি ঘটলেও ঋণের উন্নতিও কম নয়। সত্যিকার অর্থে জীবন যাত্রার মান উন্নয়নই নয় সার্বিক অর্থে ঋণমুক্তভাবে অবস্থার উন্নয়নই এখন বড় কথা। সেকালে সাততলা গাছতলার পার্থক্যের সমন্বয় করতে উদ্ভব হয় সমাজতান্ত্রিক চিন্তাচেতনার। আজো মানুষের চিন্তার বিকাশ এমন এক পর্যায়ে এসেছে, যে পর্যায়ে মানুষ দু'টি প্লাটফর্মে স্ব স্ব অবস্থান নিয়েছে। আপনারে নিয়ে ব্যস্তরা ভোগ-বিলাস আর শোষণের পথ বেছে নিয়েছে আর সমাজচেতা মানবতাবাদীগণ বেছে নিয়েছেন সকলের জন্য একটি শান্তিময় পৃথিবীর স্রোতধারা।

দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে চিন্তা-গবেষণা, আন্দোলন ও প্রকাশনা যথেষ্ট হয়েছে। ঋণী হয়ে বৈষয়িক উন্নতি উপরে ফিটফাট, ভিতরে সদরঘাট সদৃশ। বিশ্বব্যাংকের রিজার্ভ বৃদ্ধি, মুদ্রার মূল্যমান বৃদ্ধি ও দেশের সার্বিক উন্নতি তথা দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য আর মুখরোচক শ্লোগান নয়, আসুন বিশ্বটাকে ঘুরে দেখি। জাপানীরা উন্নতিতে শীর্ষে। তারা কাজ পসন্দ করে। কোন জাপানীকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, তোমার বাচ্চা কত বড় হয়েছে? সে তার হাত দু'টি পাশাপাশি করে বলে এতটুকু। ব্যাখ্যায় বুঝা যায়, সে যখন কাজে বের হয়, তখনো তার বাচ্চা ঘুমে আবার যখন ঘরে ফিরে, তখনো তার বাচ্চা ঘুমে। কাজকে তারা এমনই ভালবাসে, যেমন কাজ না করাকে আমরা ভালবাসি।

সুইডেন-এর এক বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে পত্র পাঠিয়েছিলাম। আমি তো হতবাক! এত তাড়াতাড়ি সুইডেন থেকে উত্তর আসবে আমি ভাবতেই পারিনি। তাদের দায়িত্ব সচেতনতার কথা আর কি বলব। নিজ দায়িত্বে আমরা কতটা সচেতন, এটা এদেশের অফিসগুলিতে গেলে সহজেই অনুমান করা যাবে।

ইংল্যাণ্ডে দীর্ঘদিন অবস্থানকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি ড. সিরাজুল ইসলাম বললেন, সেখানে আমি কিছু টাকা রাস্তায় পেয়েছিলাম। সে কি বিড়ম্বনা! আর একদিন সেখানকার এক দোকানীকে আসল মধু আছে কি-না

*. উপাধ্যক্ষ, আল-হেরা মডার্ণ একাডেমী, বুড়িচং, কুমিল্লা।

জিজ্ঞেস করে বোতলের লেভেল দেখতেই সে বিক্রিটা বন্ধ করে দিল। এক বন্ধুকে বদমায়েশ, লম্পট সবই বললাম। রাগ করেনি। কিন্তু যে-ই অলস বললাম, সে-ই ঘর থেকে দা নিয়ে এসেছে জাতির উপর কেন এ আক্রমণ? এক সময় বলা হ'ত, বৃটিশদের সূর্য কখনো ডুববে না। সত্যিই যাদের চেতনায় 'অলসতা জাতিকে কলংকিত করবে', তারা তো বিশ্বের সর্বত্র সাম্রাজ্য বিস্তার করারই কথা।

জার্মানীরা এসেছে পৃথিবী শাসন করতে। তারা চরম জাতীয়তাবাদী। হেগেলের লেখা ও হিটলারের উচ্চারণে রাশিয়াতে ১০০০ জেনারেল আত্মাহুতি দিল। এতো মাত্র ৬ দশক আগের কথা। আত্মসমর্পণ করার সুযোগ দিলেও তারা বলে, না ফাঁসি দাও। জাতিকে কলংকিত করব না। পরাজয় কি তা তারা জানে না।

আধুনিক মালয়েশিয়া, ইরান ও পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতের দিকে তাকালেও দেখি, জাতীয়তাবোধ ও অনবদ্য প্রচেষ্টা একটা জাতির সার্বিক রূপরেখায় পরিবর্তন আনতে পারে। আর আমাদের বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও আজ কিছু কথা বলা প্রয়োজন। বিশ্বব্যাপী পরিচিত ব্যক্তিত্ব ড. মুহাম্মাদ ইউনুস। গ্রামীণ প্রকল্পগুলির মূল ভিত্তি হ'ল গ্রামীণ ব্যাংক। তাঁর অবদানকে ছোট করে দেখার সৎসাহস আমার নেই। কিন্তু সেদিন দেলুর মায় কইল, 'অনেক দিন ধইরা ব্যাংকে যাই। আমাগো অবস্থার তো উন্নতি নাই। ম্যানেজার স্যার সুদ নিয়া নিয়া আমাগো টাকাগুলি শেষ কইরা দিচ্ছে'। সত্যিই সেখানে এমন এক কাজ চলে, যেখানে পুরুষের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ। গ্রামের সরলা, অশিক্ষিতা, অর্ধশিক্ষিতা মহিলাদের মধ্যে ঋণ বিতরণ করে, সূদের প্রসার ঘটিয়ে সাততলা-গাছতলার শ্রেণীবিন্যাস সুদৃঢ় করা যাবে। কিন্তু সার্বিক অর্থে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব নয়।

আমি বাঙ্গালী হই আর বাংলাদেশী হই, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়েও আমি জানি না, কিভাবে চিরুনি তৈরী করতে হয়; দিয়াশলাই বানাতে হয়। কম্পিউটার কিংবা বিমান তো প্রশ্নাতীত। এমন এম. এ. পাস তো অনেকেই। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা আসলেই কেরানি তৈরীর উপযোগী। দেশের ৩০৩২টি কলেজের বিপরীতে মাত্র ৪টি আছে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট ২০টি ও ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট ৫৪টি থাকলেও প্রভাব এদেশে খুব একটা পড়ছে না।

আমার বক্তব্য উৎপাদনমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা। গৃহীত শিক্ষার ফলপ্রসূ প্রয়োগ আর অনবদ্য প্রচেষ্টা চালালে এদেশকে শুধু দারিদ্র্যের কড়াল গ্রাস থেকে উদ্ধারই নয়, উন্নত বিশ্বের মধ্যে তালিকাভুক্ত করা যাবে। অপরদিকে বাংলাদেশের শিক্ষা নীতি। যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে এ নীতির। কিন্তু সোনার মানুষ তো দূরের কথা কাজের মানুষ তৈরী করতে ব্যর্থ। উৎপাদনমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার দ্রুত প্রসার এখন সময়ের দাবী। চাহিদার তুলনায় কমই নয়, নিতান্তই কম পরিমাণ কারখানা বা উৎপাদন কেন্দ্র দিয়ে সম্ভব নয় এদেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করা।

সরকার পরিবর্তন হয় ঘন ঘন। কিন্তু জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তন হয় না। জাতীয়ভাবে দারিদ্র্য বিমোচনের চিন্তা থাকলে আত্মত্যাগের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতাকে অর্থবহ করা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য সবার আগে স্বার্থত্যাগ দরকার। দরকার পরিকল্পিতভাবে সম্পদের সদ্ব্যবহার করে প্রয়োজন অনুপাতে শিল্প কারখানা গড়ে তোলা। শিক্ষা ব্যবস্থাকে জাপানী সিষ্টেমে ঢেলে সাজানো। কেরানীর হাত যেন কর্মীর হাত হয়। উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী কোন মেধা যেন উৎপাদন উপযোগী পরিবেশ, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন উপাদানের অভাবে বিদেশে না যায়।

কৃষকের মুখে হাসি ফুটাতে সেই অজপাড়া গাঁয়ে নিয়ে যেতে হবে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। মাটির তলায় ছড়িয়ে থাকা মনিমানিক্য, রত্ন-কাঞ্চন উত্তোলনের জন্য কর্মে সক্ষম যুবশক্তিকে কাজে লাগানো যায়। এদেশে সম্পদের অভাব আছে, একথা আমি বিশ্বাস করি না। বুর্জোয়া রাজনীতি, সামাজিক গোঁড়ামী, শিল্প-কারখানার ঘাটতি, ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা, অপরিকল্পিতভাবে সম্পদের ব্যবহার, বৈদেশিক ঋণের সূদ বহন, উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডের অতিমাত্রায় অনুপস্থিতিই এখন দারিদ্র্য বিমোচনের অন্তরায়। এদেশে সমস্যা চিহ্নিত করাও একটি সমস্যা। এত যে সমস্যা 'সারা গায়ে ব্যথা, ওষুধ দেব কোথা' সদৃশ। তুবও চলতে হবে। তবুও বলতে হবে।

দারিদ্র্য বিমোচনে বিশ্বের উন্নত প্রযুক্তিগুলিকে প্রয়োগ করে উদ্ভাবনী শক্তির আঁধার মেধা পাচার রোধ করে জাতীয় মনোভাব পরিবর্তন করে আসুন দিন বদলের আন্দোলনে। দারিদ্র্যের অভিশাপ রোধে দেশী পণ্য ব্যবহার, উৎপাদনের বিপ্লব সৃষ্টি এখন সময়ের দাবী। বাংলাদেশ পিছিয়ে থাকবে কেন? ভেবে দেখুন হে জাতীয় নেতৃবৃন্দ!

রাজশাহী শহরে যে সব স্থানে আত-তাহরীক পাওয়া যায়

১. হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, কাজলা, রাজশাহী।
২. রোকেয়া বই ঘর, ষ্টেশন বাজার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
৩. রেলওয়ে বুক ষ্টল, রেলষ্টেশন, রাজশাহী।
৪. বই বীথি, জামান সুপার মার্কেট, রাজশাহী।
৫. ফরিদের পত্রিকার দোকান, গণকপাড়া, (রূপালী ব্যাংকের নীচে) রাজশাহী।
৬. কুরআন মঞ্জিল লাইব্রেরী, কাসিম বিল্ডিং সাহেব বাজার (সমবায় মার্কেটের বিপরীতে)।
৭. ন্যাশনাল লাইব্রেরী (সমবায় মার্কেটের পূর্ব দিকে)।

দিশারী

ছূফীবাদ বনাম ইসলাম

*মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম**

Islam is the complete code of life. এতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই যে, ইসলামই মানুষের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। জীবনের সকল স্তরে ইসলাম সর্বদা হেদায়াতের আলোকবর্তিকা স্বরূপ। আর ঈমান, আমল ও ইখলাছের ত্রিবিধ সমাহারে একজন প্রকৃত মুমিন হয়ে উঠেন একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ বা 'ইনসানে কামেল'। এই কামালিয়াত বা পূর্ণতার মধ্যেও সর্বদা বিরাজমান থাকবে কম-বেশীর প্রতিযোগিতা। যেমন প্রতিযোগিতা ছিল ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে। তাই প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তিই ঈমান, আমল ও ইখলাছের ক্ষেত্রে অধিক হ'তে অধিকতর পূর্ণাঙ্গতা হাছিলের জন্য সর্বদা চেষ্টায় রত থাকবেন এবং আল্লাহ্র মাগফেরাত কামনার মাধ্যমে জান্নাত লাভে সচেষ্ট থাকবেন, এটাই আল্লাহ্র দেয়া বিধান। আর এ বিধানের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পবিত্র কুরআন এবং ছহীহ হাদীছের মধ্যেই নিহিত আছে। এ দু'টি ব্যতীত আর কোন মত বা পথের স্থান ইসলামে নেই।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আল্লাহ্র দেয়া বিধানকে বাদ দিয়ে বা বিকৃত করে অথবা অন্যকোন মতবাদে প্রভাবিত হয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পর্যায়ে ইসলামে প্রবেশ করেছে বিভিন্ন মতবাদ। এমনই একটি অতিরঞ্জিত মতবাদ হচ্ছে ছূফী মতবাদ। ছূফীবাদ সম্পর্কে অনেক তথ্য প্রমাণ পাওয়া গেলেও এটা যে কুরআনিক প্রভাবে প্রভাবিত নয় বা ইসলামে এর কোন অস্তিত্ব নেই, এতে কোন সন্দেহ নেই। যখন এইচ মর্টেন গোল্ডযীহের প্রমুখ পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ ছূফীবাদকে বেদান্ত ও বৌদ্ধ দর্শনের শিক্ষা থেকে উদ্ভব বলেন, ভনক্রেমর, নিকলসন প্রমুখ পণ্ডিতগণ একে খৃষ্টানী ও নিওপ্লেটোনিক মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত বলেন, ব্রাউন ও তার অনুসারী দার্শনিকগণ ছূফীবাদকে পারসিক প্রভাবিত বলেন, তখন ইসলাম নামধারী কিছু স্বার্থান্বেষী মহল আল-কুরআনের কিছু শব্দ ধার করে বিকৃত অর্থের মাধ্যমে এবং হাদীছ নামের কিছু বানাওয়াট উক্তিকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে প্রমাণ করতে চাইছে যে, ছূফীবাদ ইসলামী যমীনে অঙ্কুরিত এবং ইসলামী আবহাওয়ায় বর্ধিত।

গত ২৭ জুন ও ২৯ আগষ্ট ২০০২ 'দৈনিক ইনকিলাব' ধর্ম দর্শন পাতায় প্রকাশিত হয় জনাব খ, মু, জাহাঙ্গীর ছাহেবের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ 'ইসলামে সূফীবাদ ও 'সূফীবাদের ক্রমবিকাশ'। এ দু'টি প্রবন্ধে জনাব লেখক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের মাধ্যমে ছূফীবাদ সম্পর্কে আলোচনা করে আমাদের জ্ঞানকে সম্প্রসারিত করেছেন। এজন্য তিনি প্রশংসার দাবীদার। কিন্তু জনাব লেখক তার লেখায় ছূফীবাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আলোচনা করতে গিয়ে ছূফীবাদের উদ্ভব সম্পর্কে প্রচলিত চারটি মতবাদ (গ্রীক, খৃষ্টান, পারসিক ও ভারতীয়) ভিত্তিহীন প্রমাণ করার যে প্রচেষ্টা করেছেন, তা মোটেও বোধগম্য নয়। তাছাড়া তিনি তার লেখার শেষ পর্যায়ে এটাও স্বীকার করেছেন যে, কুরআনিক প্রভাবই ছূফীবাদের উদ্ভবে সহায়তা করেছে। নবী করীম (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায়ই এর উদ্ভব হয়েছিল। কিন্তু এর স্বপক্ষে কোন অকাট্য যুক্তি বা প্রমাণ দাঁড় করাতে পারেননি। আমরা ছূফীবাদ সম্পর্কে যত আলোচনাই এ যাবত দেখেছি, তার কোন সঠিক প্রমাণ কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দেওয়া হয়নি; বরং বানাওয়াট ও বিভ্রান্তিকর আলোচনা ছাড়া কোন লেখকই আমাদের কাছে কোন কিছু উপস্থাপন করতে পারেননি। তাছাড়া যদি আমরা ধরেই নিই যে, ছূফীবাদ কুরআনিক প্রভাবে উদ্ভব হয়েছে। তারপরও দেখা যায়, ছূফীবাদের তরীকার সাথে ইসলাম রীতিমত সংঘর্ষশীল। জনাব লেখকের প্রকাশিত দু'টি প্রবন্ধের আলোকে আলোচনা করে দেখা যাক ইসলামের সাথে ছূফীবাদ কতটা সংঘর্ষশীল।

সম্মানিত লেখক 'ইসলামে সূফীবাদ' প্রবন্ধে লিখেছেন, 'এটা একটি জটিল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু'। পরে ঐ একই প্রবন্ধের শেষাংশে তিনি লিখেছেন, 'আল্লাহকে ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় না'। লেখকের প্রথম উক্তিকে দ্বিতীয় উক্তির মাধ্যমে খণ্ডন করা হয়েছে। অর্থাৎ ছূফীবাদ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু আর সেই ইন্দ্রিয় দ্বারাই আল্লাহকে জানা যায় না। অতএব, এটা পরিহার করাই শ্রেয়। তাছাড়া আল্লাহ পাক বান্দার উপর জটিল কোন বিষয় চাপিয়ে দেন না। আল্লাহ পাক বলেন, 'আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, কঠিন চান না' *(বাক্বারাহ ১৮৫)*।

তিনি ছূফীবাদের উদ্দেশ্য লিখতে গিয়ে বলেন, 'মানবাত্মার সাথে পরমাত্মার সংযোগ বিধানই এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য'। অথচ ইসলাম বলে, মানবাত্মা কখনো পরমাত্মার সাথে মিলতে পারে না। আল্লাহ ও বান্দা কখনো এক হ'তে পারে না। আল্লাহ বলেন, 'তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা' *(শূরা ১১)*। ওদের দর্শন হ'ল, প্রেমিক ও প্রেমাষ্পদের মধ্যকার সম্পর্ক এমন হ'তে হবে, যেন উভয়ের অস্তিত্বের মধ্যে কোন ফারাক না থাকে। এই আক্বীদার ছূফীরা স্রষ্টা ও সৃষ্টিতে কোন পার্থক্য করে না। এই মত পোষণ করেই হোসাইন বিন মনছুর হাল্লাজ (মৃত ৩০৯ হিঃ) আল্লাহ ও নিজের সম্পর্কে বলেন,

আমিই সে যারে আমি ভালবাসি
এবং সে-ই আমি যারে ভালবাসি আমি
দু'টি আত্মা মোরা একই দেহান্তর গামী'।[১]

অর্থাৎ আমরা দু'টি রূহ একটি দেহে লীন হয়েছি। আর এজন্যই তিনি নিজেকে 'আনাল হক্ব' (أَنَا الْحَقُّ) বা 'আমিই আল্লাহ' বলে দাবী করেছিলেন। লেখক নিজেও

* সাং কাতলাসেন, পোঃ নামা কাতলাসেন, ময়মনসিংহ।

১. *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ) পৃঃ ৩৮।*

বলেছেন যে, মনছূর হাল্লাজ ফানার দরজায় পৌছে এ বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন'। যদিও মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রহঃ) লেখকের উল্টা মত পোষণ করে বলেছেন, মনছূর হাল্লাজ ওয়াহদাতে অজুদ অতিক্রম করতে পারেনি বলেই এরূপ বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন। মুজাদ্দেদ ছাহেবের মতে, ওয়াহদাতে অজুদত সাধনার সর্বোচ্চ স্তর নয়, উহা অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তর। এর উর্ধ্বে আরও স্তর আছে। তবে হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) নিজে কোন দিন 'আনাল হক্ব' বলে দাবী করেননি। বরং তিনি বলেছেন, 'তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা এবং রাসূল'।[২] তাছাড়া মুসলমানদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকবে আল্লাহ ও তার রাসূল (ছাঃ)-এর সন্তুষ্টি অর্জন।

উক্ত প্রবন্ধে ছূফীদের জনক জুননুন আল-মিসরীর ছূফী সর্ম্পকীয় একটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হয়েছে। জুননুন মিসরী বলেন, 'আল্লাহ ছাড়া সব কিছুকে বর্জন করাই সূফীবাদ'। যদি তাই হয় তবে কি এখানে রাসূল (ছাঃ)-কে বর্জন করা হয় না? ছূফী ভাইগণ হয়ত বলবেন যে, এটা শব্দের প্রকাশ্য দিকটা গ্রহণ করেছেন। উত্তরে বলব, আমরা সংজ্ঞাটির প্রকাশ্য দিক গ্রহণ করিনি; বরং আপনারাই প্রথমে সংজ্ঞার প্রকাশ্য দিকটাকে গ্রহণ করেছেন। প্রমাণ স্বরূপ রাবেয়া বছরীর একটি উক্তিঃ 'আমি আল্লাহ্‌র প্রেমে এতই মশগূল যে, তিনি ছাড়া আর কারও ভালবাসার স্থান আমার হৃদয়ে নেই'। অথচ আল্লাহ পাক বলেন, 'হে নবী! আপনি বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাসতে চাও, তবে আমার অনুসরণ কর' *(আলে ইমরান ৩১)*। আলোচন্য আয়াত অনুযায়ী ইসলাম ও ছূফীবাদ সংঘর্ষশীল নয় কি?

অতঃপর প্রবন্ধকার ছূফী শব্দের অর্থ ও উৎপত্তি নিয়ে মতপার্থক্য তুলে ধরেছেন। যেমন 'আহলুছ ছুফফা' মদীনার মসজিদে নববীতে অবস্থানকারী একদল ছাহাবী, যাদেরকে ছূফী বলা হ'ত। পরে তিনি 'সূফীবাদের ক্রমবিকাশ' প্রবন্ধে উপরোক্ত মতটিকে সমর্থন করে বলেছেন যে, 'তারা মহানবী (ছাঃ)-এর ছাহাবী হিসাবে পরিচিত হওয়াটাকেই অধিক সম্মানজনক মনে করতেন। তাই তাদেরকে ছূফী বলা হ'ত না'। এতে সুস্পষ্ট বুঝা যায়, উনি আহলুছ ছুফফা মতটাকে গ্রহণ করে ছাহাবীদেরকে ছূফী বানিয়ে ছেড়েছেন। ওনার জানা উচিৎ ছিল যে, 'আইলুছ ছুফফা' নামে যারা পরিচিত, তাদের অন্যতম সেরা ব্যক্তিত্ব ছিলেন হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ), যিনি হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে বাহরায়েনের ও হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর শাসনকালে মদীনার গভর্ণর ছিলেন। প্রয়োজনে তারা জিহাদে গমন করতেন। আদহাম ও রাবেয়ার মত সংসার ত্যাগ করে নির্জন স্থানে ধ্যান করার প্রমাণ কোন ছাহাবীর জীবনে পাওয়া যায় না। এমনকি তাদের জীবনাদর্শের মধ্যেও পশমের কাপড় পরিধান করতঃ পৃথক কোন যিকরের তরীকার মাধ্যমে ধ্যান করার কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। লেখক ছূফী শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি নিয়ে পাশ কেটে গেলেও আমরা তার সঠিক অর্থ ও ব্যুৎপত্তির ইতিহাস সংক্ষেপে পাঠকদের অবগতির জন্য তুলে ধরছি। প্রথমে বলে রাখা ভাল যে, 'ছুফ' শব্দটি কুরআন-হাদীছের কোথাও নেই। ছূফী মানে আধ্যাত্মিকতা এমন কথারও কোন প্রমাণ নেই। তবে ১০০ হিজরীতে ছুফ বা সাদা পশমী পোশাক পরিধানের রীতি বিজাতীয় এবং খৃষ্টান মূলোদ্ভূত প্রথা রূপে নিশ্চিত হয়। এই পোশাক পরিধানের জন্য হাসান বছরীর শিষ্য ফারকাদ সাবাখী তিরষ্কৃত হন।

'ছূফী' আরবী 'ছূফ' শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ পশম। ছূফীরা পশমের কাপড় পরত বলেই তাদেরকে ছূফী বলা হ'ত। উল্লেখ্য যে, ছূফী শিক্ষা 'তাছাউফ' এর ব্যুৎপত্তি বাবে তাফা'উলের ওযনে মূল ধাতু 'ছূফ' হ'তে উৎপন্ন। 'ছূফ' অর্থ পশম আর তাছাউফ অর্থ পশমের বস্ত্র পরিধানের অভ্যাস। অতঃপর মরমী তত্ত্বের সাধানায় কারও জীবনকে নিয়োজিত করার কাজকে বলা হয় তাছাউফ। যেমনটি করেছিলেন ছূফী ইবরাহীম আদহাম। যিনি সংসার ত্যাগ করে পশমী পোষাক পরে সন্ন্যাসী বা বৈরাগী সেজেছিলেন। তার পশমী পোশাকে এত ছারপোকা হয়েছিল যে, ছারপোকা হ'তে পশমের পার্থক্য তিনি নির্ণয় করতে পারেননি।[৩] অন্যজন ছিলেন আব্দুল ক্বাদের জীলানী, যিনি পশমের জুব্বা পরিধান করে ইরাকের ঘন জঙ্গলে পঁচিশ বৎসরকাল একাকী অবস্থান করেছিলেন।[৪]

ইসলাম যা আদৌ সমর্থন করে না। 'লা রুহবানিইয়াতা ফিল ইসলাম' অর্থাৎ 'ইসলামে কোন বৈরাগ্য ভাব নেই'। হাদীছ তার প্রমাণ। তথাপি আমরা আদহাম ও আব্দুল কাদের জিলানীকে উক্ত সীমা অতিক্রমকারী বলে গণ্য করি না। উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা লেখকের (গ) নম্বর মতটি হুবহু মিলে যায়। যেমন তিনি (গ) নম্বরে লিখেছেন, 'ছূফ' (উল)ঃ ছূফীরা সন্ন্যাসীদের ন্যায় মোটা উলের কাপড় পরিধান করত বলে তাদেরকে ছূফী বলা হয়'। তাছাড়া ছূফী শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে অতীতে এবং বর্তমানে আরও যে সব উক্তি করা হয়, উহার সবই প্রত্যাখ্যানযোগ্য। যেমন আহলুছ ছাফফা, ছাফফ আওয়াল, বানূ ছূফা, ছাওফানা, ছাফাওয়াতুল কিফা, ছূফিইয়া ইত্যাদি।

তিনি লিখেছেন, 'ফানা সূফীবাদের আধ্যাত্মিক উর্ধ্বগতির চূড়ান্ত স্তর নয়। বাকাবিল্লাহর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র চিরন্তন সত্তায় অবস্থানই সূফীদের কাম্য'। তাহ'লে প্রশ্ন জাগে উর্ধ্বগতির স্তর কোন্‌টি? 'বাকা' শব্দটি যেহেতু 'ফানা'র বিপরীত শব্দ, সেহেতু এটা নিম্নগামী, উর্ধ্বগামী নয়। তেমনি এটাকে কোন স্তর ধরা যায় না। তাছাড়া মুজাদ্দেদ ছাহেব বলেছেন ছূফীদের উর্ধ্বগতির স্তর হ'ল জিল্লিয়াত ও আবদিয়াত। আবদিয়াত বা দাসত্বই হচ্ছে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির চরম পরিণতি।

তিনি ক্রমবিকাশ সংখ্যায় 'বাকা'র অর্থ করতে গিয়ে বলেন, 'বাকা'র অর্থ আল্লাহ্‌র মধ্যে অবস্থান। এ স্তরে এসে ছূফীরা চার পার্শ্বে আল্লাহকে দেখতে পান, মানুষ ও আল্লাহ্‌র মধ্যে কোন পার্থক্য করতে পারেন না। যেমন ইবনে আরাবী বলেন, বান্দাও সত্য, রবও সত্য। জানিনা কে শরীয়তের

২. মাওলানা শামসুল হক, *বৈপ্লবিক দৃষ্টিতে ইসলাম ৬৩ পৃঃ।*

৩. *ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৭।*

৪. *গাউসে আযম-(ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ) পৃঃ ৩৭।*

বাধ্য? যদি তুমি বল যে, সে হ'ল বান্দা, তবে সেটাও সত্য। কিংবা যদি তুমি বল যে, সে হ'ল রব তবে কোথায় কাকে বাধ্য করা হবে। ইবনে আরাবী আরো বলেন, আমিই ঐ নূর, যা লা-মাকানে বিদ্যমান ছিল, নিজের আলোকে তখন আমি নিজেই দর্শক ছিলাম। তখন কোন জগত ছিল না। এই আদমের নাম নিশানাও ছিল না। আমিই শুধু নিজের রূপে নিজে বিভোর হয়েছিলাম। শিরককে ধ্বংস করে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য আমি আম্বিয়া ও আউলিয়ার সুরতে নিজেকে প্রকাশ করি। আদমের পোশাকে আবৃত ও লুক্কায়িত হয়ে আমি ফেরেশতাগণের সিজদা গ্রহণ করেছিলাম এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সুরতে আমি নিজেই প্রশংসাকারী ও প্রশংসিত হয়েছি। আমি বিভিন্ন সময়ে কখনো শীশ (আঃ) কখনো ইউনুস (আঃ) কখনো ইউসুফ (আঃ) কখনো ইয়া'কূব (আঃ), আবার কখনো হূদ (আঃ) রূপে প্রকাশিত হয়েছি।[৫] এ হ'ল ছূফীদের 'বাকা'র নমুনা। যা ইসলামের সাথে সম্পূর্ণ সংঘর্ষশীল।

আবার 'ফানা'র অর্থ হ'ল- আত্মবিলোপ। আর এ স্তরে উন্নীত হয়েই ছূফীরা বলে, 'ফানাফিল্লাহ্‌র পরে তুমি যেমন খুশি তেমন হও। তোমার এলমে কোন অজ্ঞতা নেই। তোমার কর্মে কোন পাপ নেই। এ স্তরে পদার্পণ করে ছূফী বায়জীদ প্রিয় পাঠক! বলেছিলেন, আমি ৬০ বৎসর ধরে আল্লাহকে খুঁজেছি, এখন দেখছি, তিনিই আমি'। উপরোক্ত 'বাকা' এবং 'ফানা'র সাথে ইসলামের কোন দূরতম সম্পর্ক নেই। থাকতে পারে না।

প্রবন্ধকার লিখেছেন, 'সূফী হ'তে হ'লে, শরীয়ত তরীকত, মারেফত ও হাকীকত প্রভৃতি স্তর অতিক্রম করতে হয়'। অথচ ইসলামে এসব ভিন্ন ভিন্ন স্তরের কোন উল্লেখ নেই। এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, এগুলি স্তর মানুষ্য সৃষ্টি। ছূফীরা মুমিনের পূর্ণাঙ্গ জীবনকে শরী'আত, তরীকত মা'রেফাত ও হাকীকত এই চার ভাগে ভাগ করে আমলকে শরী'আতের বিষয়বস্তু, ঈমান ও আক্বীদাকে ইলমে কালাম বা দর্শন শ্রাস্ত্রের বিষয়বস্তু, ইহসান ও ইখলাছকে তরীকত ও হাকীকতের বিষয়বস্তু গণ্য করেছে। যদিও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিজের ও ছাহাবীগণের যাবতীয় অধ্যাত্মিক সাধনা ছালাত ছিয়াম ইত্যাদির ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এর জন্য ইবাদত বা যিকর-আযকারের পৃথক কোন তরীকা তারা আবিষ্কার করেননি এবং প্রয়োজনবোধও করেননি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, এক শ্রেণীর আলেম আমার তরীকা ও আদর্শ ছেড়ে ভিন্ন আদর্শ ও তরীকা গ্রহণ করবে। যাদের অন্তর শয়তানের অন্তরের মত এবং আকৃতি হবে মানুষের মত'।[৬]

তিনি দ্বিতীয় প্রবন্ধে লিখেছেন যে, 'সূফী রাবেয়া বসরী আল্লাহকে ভয়ের পরিবর্তে প্রেমে বিশ্বাসী ছিলেন'। কুরআন বলে, 'আল্লাহকে ভয় করার মত ভয় কর' *(আলে ইমরান ১০২)*। কুরআন ভালবাসা অস্বীকার করে না। বরং এ ভালবাসার সীমাবদ্ধতা আছে। কিন্তু রাবেয়া তার ব্যতিক্রম। তিনি আল্লাহ্‌র সাথে একাত্ম মিলনে সচেতন, যিনি নিঃস্বার্থ এবং শুধু আল্লাহ্‌র খাতিরেই তৎপ্রতি নিষ্কাম প্রেম শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমি আমার সত্তা হারাইয়া বিলীয়মান হইয়াছি। আমি আল্লাহ্‌র সাথে একাত্ব হইয়াছি এবং আমি সম্পূর্ণ রূপে তাহারই'।

লেখক আরো বলেন, 'সূফীরা কুরআন-হাদীছকে প্রাথমিক উপাদান হিসাবে গ্রহণ করেন'। উপরোক্ত কথাগুলি কি আদৌ কুরআন-হাদীছের উপাদান হিসাবে ধরা যায়? নিশ্চয়ই না। তিনি বলেই চললেন, 'আল্লাহকে ইন্দ্রীয় দ্বারা জানা যায় না, বুদ্ধি দ্বারাও জানা যায় না। তাই নূর, প্রত্যাদেশ ও আত্মিক উৎকর্ষের দ্বারাই কেবল আল্লাহকে জানা যায়'। হাদীছকে উপেক্ষা করে ছূফীরা প্রত্যাদেশ ও আত্মিক উৎকর্ষের দ্বারা আল্লাহকে জানতে চায়।

মাননীয় প্রবন্ধকার লিখেছেন যে, 'আল্লাহকে জানতে হ'লে প্রথমে নিজেকে জানতে হয়'। এ বাক্যটি হাদীছ নয় বরং তার নিজস্ব উক্তি। তিনি লিখেছেন, 'সূফীরা বলে, নিজের মনকে দেখ, তোমার মধ্যে আল্লাহ বিরাজমান'। এটাকে আমরা সর্বেশ্বরবাদী বলতে পারি। তাদের মতে আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান, তাই পঞ্চরস ভক্ষণকারী পাগল রূপী বাউলরা গান রচনা করেছেন-।

'আকার কি নিরাকার, সেই রব্বানা।
'আহমাদ' আহাদ হ'লে তবে যায় জানা।
মীমের ঐ পর্দাটিকে উঠিয়ে দেখরে মন
দেখবি সেথায় বিরাজ করে আহাদ নিরঞ্জন।

হিন্দু দার্শনিকগণ সর্বত্র ঈশ্বর দেখে। অপরদিকে কবি দ্বিজেন্দ্র লাল রায় কবিতা লিখেছেন- 'তুমি আছ অনল অনিলে চির নভো নিলে, ভূধোর সলিলে গহনে...'।[৭] ছূফী রুমি বলেন, 'মানুষকে খোদা কয়, মানুষ খোদা নয়, কিন্তু মানুষ থেকে খোদা পৃথকও নয়। ভণ্ডরা বলে, যত কাল্লা তত আল্লাহ।[৮] আল্লাহ পাক বলেন, 'আল্লাহ আরশে সমাসীন' *(ত্বাহা ৫)*।

অতএব দেখা যায় যে, ছূফীবাদের বীজ কুরআন ও হাদীছের মধ্যে নিহিত ছিল না। বরং রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে এযামের তিনটি স্বর্ণ যুগের পরে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে খৃষ্টীয় প্রভাবে অতি পরহেযগারির নামে এর উদ্ভব ঘটে। ছাহাবী আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ) ও তাবেঈ মুহাম্মাদ ইবনু সীরিন (রঃ)-এর প্রতিবাদ করা তার প্রমাণ।

পরিশেষে বলব, ইসলামী আক্বীদার সাথে মা'রেফতের নামে প্রচলিত ছূফীবাদী আক্বীদার কোন সম্পর্ক নেই। ইসলাম ও ছূফীদর্শন সরাসরি সংঘর্ষশীল। ছূফীবাদের ভিত্তি হ'ল আউলিয়াদের কাশফ, স্বপ্ন, মুরশিদের ধ্যান ও ফয়েজ ইত্যাদির উপর। পক্ষান্তরে ইসলামের ভিত্তি হ'ল আল্লাহ প্রেরিত 'অহি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপর। ছূফীদের আবিষ্কৃত তরীকা সমূহ তাদের কল্পিত। এর সাথে কুরআন, হাদীছ, ইজমায়ে ছাহাবা ও ক্বিয়াসে ছহীহ-এর দূরতম সম্পর্কও নেই। ছূফীদের ইমারত খৃষ্টানদের বৈরাগ্যবাদ এর উপর দণ্ডায়মান। ইসলাম যাকে প্রথমেই দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে *(হাদীদ ২৭)*। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন- আমীন!!

৫. ডঃ আব্দুর রশীদ, *সুফি দর্শন ২১৮ পৃঃ।*
৬. *মোত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৩৮২ 'ফিতান'* অধ্যায়।
৭. *আত-তাহরীক ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, জানুয়ারী '৯৯, পৃঃ ৭।*
৮. *ঐ, পৃঃ ৭।*

মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৭ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৭ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৭ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৭ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৭ম সংখ্যা

চিকিৎসা জগৎ

ভয়ঙ্কর ঘাতক ব্যাধি এইডসঃ মৃত্যুই যার একমাত্র পরিণাম

*মুহাম্মাদ খাইরুল ইসলাম**

'এইড্‌স' কি?

এইড্‌স হচ্ছে এমন এক ভয়ংকর যৌন ব্যাধি, যা H. I. V. নামক এক প্রকার ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হয়। একে সিনড্রোম বলা হয়। কেননা এটি কয়েকটি উপসর্গ ও লক্ষণের একমাত্র সমাহার। ইংরেজীতে AIDS এর অর্থ হ'লঃ

A- ACQUIRED (একোয়ার্ড)ঃ জন্মগত ভাবে প্রাপ্ত নয়, অর্জিত।

I- IMMUNE (ইম্যুন)ঃ শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা।

D- DEFICIENCY (ডিফিসিয়েন্সি)ঃ প্রতিরোধ ক্ষমতার অভাব।

S- SYNDROME (সিনড্রোম)ঃ অনেকগুলি রোগের চিহ্ন ও লক্ষণের সমষ্টি।

ভাইরাস কি?

আমরা জানি রোগ সাধারণত সৃষ্টি হয় বিভিন্ন প্রকার জীবানুর দ্বারা। ভাইরাস হচ্ছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবানু, যা বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি করে। ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার চেয়েও অতি ক্ষুদ্র, যা খালি চোখে তো দূরের কথা সাধারণ কোন মাইক্রোস্কোপেও দেখা যায়না। ভাইরাস দেখতে হ'লে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের প্রয়োজন। এইড্‌স এর ভাইরাসের নাম এইচ, আই, ভি।

এইচ, আই, ভি, এর পরিচয় ও তার সন্ধানঃ

এইচ, আই, ভি, হচ্ছে 'হিউম্যান ইম্যুন ডিফেসিয়েন্সি ভাইরাস। এটি একটি রেট্রো ভাইরাস। ১৯৫৯ সালে বৃটেনে সর্বপ্রথম এক ব্যক্তির রক্তে H. I. V. ধরা পড়ে, যিনি পরবর্তীতে মৃত্যুবরণ করেন।

এইড্‌স এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাসঃ

আধুনিক সভ্যতার দাবীদার পাশ্চাত্য সমাজ আমাদেরকে শুধু আধুনিক যন্ত্র সভ্যতাই উপহার দেয়নি, উপহার দিয়েছে এ সভ্যতা বিধ্বংসী মারণাস্ত্র, উপহার দিয়েছে মানব জাতির অস্তিত্বের জন্য মারাত্মক হুমকি এইড্‌স এর মত কাল ব্যাধি। বিভিন্নভাবে এবং নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইউরোপ এবং আমেরিকাই এই ভয়ানক রোগটির উৎপত্তিকারী। যদিও একদল লোক এই মরণব্যাধিকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য বানরের উপর দিয়ে চালিয়ে দিতে চেয়েছিল। তারা বলত, আফ্রিকার সবুজ জাতীয় বানরেরা আফ্রিকার বনে বিচরণকারী একদল আফ্রিকানকে কামড়ে ও আঁচড়ে দেয়। আর তখন থেকেই রোগটি মানব দেহে আশ্রয় নেয়। কিন্তু কথাটি একসময় মিথ্যা বলে প্রমাণ করেছেন বিজ্ঞানীরা। তারা বলেছেন, 'আফ্রিকার ঐসব বানরের দেহে প্রাপ্ত ভাইরাস চিকিৎসা যোগ্য এবং তা মারাত্মক নয়।' সত্যি কথা হ'ল ১৯৮১ সালে সর্বপ্রথম আমেরিকার সমকামীদের মধ্যে এইড্‌স পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে সমকামী ও বহুগামী পুরুষ এবং মহিলা দ্বারা এ ভয়াবহ সংক্রামক রোগটির সমগ্র বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতি ঘটে। আমেরিকা, দক্ষিণ এশিয়া এবং পশ্চিম ইউরোপের শহর এলাকায় বসবাসকারী সমকামী এবং বহুগামী পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে এইড্‌স সর্বপ্রথম পরিলক্ষিত হয়। আজ এদেরই মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে এইড্‌স এর দ্রুত বিস্তৃতি ঘটেছে। তবে উৎপত্তি ও বিস্তার নিয়ে হাযারো মতভেদ থাকলেও অবৈধ ও বিকৃত যৌন সম্পর্কই যে এ রোগের প্রধান ও মূল কারণ, এ বিষয়ে সকলেই একমত। কারণ, এ পর্যন্ত যত এইচ, আই, ভি, ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তিকে সনাক্ত করা হয়েছে, দেখা গেছে তাদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জনই হয় সমকামী নয়তো বহুগামী।

এইড্‌স কিভাবে ছড়ায়ঃ

(ক) শতকরা ৯০ থেকে ৯৫ ভাগ এইড্‌স ছড়ায় বিকৃত, কুৎসিত, অবৈধ যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে। সংক্রমণের জন্য মহিলারা পুরুষের চেয়ে বেশী ঝুকিপূর্ণ।

(খ) সংক্রমিত ব্যক্তির গায়ে ব্যবহৃত সুঁচ ও সিরিঞ্জ জীবানুমুক্ত না করে অন্য ব্যক্তির গায়ে ব্যবহার করার মাধ্যমে এর বিস্তৃতি ঘটে।

(গ) সংক্রমিত ব্যক্তির ব্যবহৃত ব্লেড, শেভিং রেজার, নাক ও কান ছিদ্রের সুঁচ ইত্যাদি অন্যজনে ব্যবহারের মাধ্যমেও এইড্‌স ছড়াতে পারে।

(ঘ) সংক্রমিত ব্যক্তির রক্ত সুস্থ ব্যক্তির গায়ে প্রবেশ করালে।

(ঙ) আক্রান্ত মায়ের প্রসবকৃত সন্তানের মধ্যেও এইড্‌স রোগ হয়। ফলে এ সন্তানের সারাটি জীবন ঐ অবস্থায়ই কাটাতে হয়। একথা সত্য যে, এইচ, আই, ভি, অর্থাৎ 'এইডস' বীর্য, যোনিরস ও রক্তের মাধ্যমে ছড়ায় সবচেয়ে বেশী। এমনকি নেশা জাতীয় মাদকদ্রব্য যেমন মদ এবং শিরার ভেতর ব্যবহার্য মাদকদ্রব্য গ্রহণের মাধ্যমেও এইড্‌স হয়ে থাকে।

এইডস রোগের লক্ষণঃ

(১) শরীরের ওজন শতকরা ১০ ভাগেরও বেশী কমে যাওয়া।

(২) একমাসেরও বেশী সময় ধরে একটানা ডায়রিয়া হওয়া।

(৩) এক মাসেরও বেশী সময় ধরে একটানা জ্বর জ্বর ভাব থাকা।

*. শ্রীপুর, গাজীপুর।

(৪) একমাসের বেশী সময় ধরে শুকনা কাশি।

(৫) সারা দেহে চুলকানী জাতীয় চর্মরোগ।

(৬) বার বার 'হারপিস জুষ্টার' এর সংক্রামন।

(৭) মুখ ও গলায় ফেনা মুক্ত এক ধরনের ঘা হওয়া।

(৮) স্মরণ শক্তি লোপ পাওয়া।

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময় AIDS এর পরিসংখ্যানঃ

সারা বিশ্বে এইচ, আই, ভি, আক্রান্ত ১৯৯৩ সালের বয়স্ক ব্যক্তিদের হিসাব-

১। দক্ষিণ আমেরিকাঃ ১০ লক্ষ।

২। ল্যাটিন আমেরিকাঃ ১০ লক্ষ।

৩। পশ্চিম ইউরোপঃ ৫০ লক্ষ।

৪। উত্তর-আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যঃ ৭৫ হাযার।

৫। দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়াঃ ১৫ লক্ষ।

৬। উপসাহারা আফ্রিকাঃ ৭৫ লক্ষ।

৭। অষ্ট্রেলিয়াঃ ২৫ হাযার।

৮। পূর্ব ইউরোপ ও মধ্য ইউরোপঃ ৫০ হাযার।

৯। পূর্ব এশিয়া ও প্যাসিফিকঃ ২৫ হাযার।

বর্তমান বিশ্বে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত ১ কোটি ৭০ লাখেরও বেশী লোক এইডস -এ আক্রান্ত হয়েছে বলে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে। ১৯৯৫ সালের অপর এক পরিসংখ্যানে জানা গেছে যে, ২০০০ সালের মধ্যে সারা বিশ্বে ৪-৫ কোটিরও বেশী লোক এইডস -এ আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রতিদিন প্রায় ৫/৬ হাযারেরও বেশী লোক এইচ, আই, ভি, তে আক্রান্ত হচ্ছে। 'ইউনিসেফ' ভবিষ্যদ্বানী করেছিল যে, '১৯৯৯ সালের মধ্যে এইডস কমপক্ষে ১ কোটি ৪৫ লাখ আফ্রিকানকে গ্রাস করবে।' ঠিক তাই গত জানুয়ারী ২০০৩-এ বি,বি,সি, সকালের অধিবেশনে প্রকাশ করল। বর্তমানে আফ্রিকায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ লোক মরণ ব্যাধি এইডস-এ আক্রান্ত। এমনিভাবে রাশিয়া, চীন, থাইল্যান্ড, ভারত, বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ব্যাপক আকার ধারন করেছে এই মরণব্যাধি এইডস।

বাংলাদেশের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে ১৯৯৪-৯৫ সাল পর্যন্ত প্রায় ২০ লক্ষ লোক এইডস এর জীবানু এইচ, আই, ভি, বহন করেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছিল ২০০০ সালের মধ্যে তা ৫০ লক্ষ থেকে ১ কোটিতে দাড়াবে। এটা ছিল ১৯৯৫ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী। আমার মনে হয় বর্তমানে তা বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ধারনা অনুযায়ী লোককে আক্রমণ করছে।

আমাদের দেশের অধিবাসীদের এই অভিশপ্ত ব্যাধির নাম শুনাতো দূরের কথা অতীতে এ সম্বন্ধে তাদের কোন ধারনাই ছিলনা। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এই মরণ ব্যাধি এখন বাংলাদেশেও প্রবেশ করেছে। সরকারী হিসাব মতে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে এইচ, আই, ভি, রোগীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৭৫ জন। কিন্তু স্বাস্থ্য কর্মীদের হিসাব মতে ঐ সময়ই অন্ততঃ পঁচিশ থেকে ৫০ হাযার জন এইচ, আই, ভি, আক্রান্ত ছিল। যদি স্বাস্থ্য কর্মীদের আশঙ্কা ঠিক হয় তবে এটা বাংলাদেশের জন্য হবে এক ভয়াবহ দুঃসংবাদ।

বাংলাদেশে এইডস মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত প্রকাশিত হয়েছে। এর কারণ হিসাবে তারা যা উল্লেখ করেছেন তা হ'ল- (১) সচেতনতা ও শিক্ষার অভাব (২) নিম্নমানের স্বাস্থ্য পরিচর্যা (৩) পতিতাবৃত্তির ব্যাপকতা (৪) যৌন রোগীর সাথে যৌন মিলন (৫) বিকৃত যৌন রুচিবোধ (৬) বিদেশ থেকে এইডস রোগ বহন করে এন এদেশের বিভিন্ন হোটেলে কিংবা পতিতালয়ে নারী নিয়ে রাত্রি যাপন করা ইত্যাদি।

এইডস থেকে মুক্তির উপায়ঃ

এইড্স এমন এক মরণ ব্যাধি, যার চিকিৎসা আজও আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। সুতরাং এ সরণব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে হ'লে, নিরাপদ থাকতে হ'লে যে অভিশপ্ত কর্মকাণ্ডগুলি এ কাল ব্যধি বিস্তারের মূল কারণ, সে মূল কারণগুলি অর্থাৎ অবাধ যৌনাচার, বিকৃত কামাচার, সমকামীতা, বহুগামীতা, মাদকাশক্তি এবং অশ্লীলতাকে অবশ্যই পরিহার করতে হবে, দূর করতে হবে, মূলোৎপাটন করতে হবে। এ অপকর্মের মূলোৎপাটন করতে হ'লে যেগুলি অত্যন্ত যরূরীভাবে প্রয়োজন তা হ'ল-

(১) যেনা-ব্যভিচারের পাপ দূরীভূত করতে হবে। বিভিন্ন ধরনের মদ বা মাদক দ্রব্য সেবন ও গ্রহণ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।

(২) নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হবার জন্য ধর্মীয় শিক্ষাসহ যে সমস্ত শিক্ষা প্রয়োজন অবিলম্বে জনসাধারণের জন্য তার সুব্যবস্থা করতে হবে।

(৩) এইচ, আই, ভি, আছে কি-না তা সঠিকভাবে পরীক্ষা করে তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশের কোথায় কোথায় এইডস ভাইরাস পরীক্ষা করা হয়?

বর্তমানে ছয়টি সরকারী হাসপাতাল এবং দু'একটি ব্যক্তিগত ল্যাবরেটরীতে এইডস ভাইরাস পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। এগুলি হচ্ছেঃ (১) ভাইরোলজি বিভাগ, পিজি হাসপাতাল, ঢাকা (২) মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ, জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান, মহাখালী, ঢাকা (৩) আর্মি প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরী, ঢাকা (৪) প্যাথলজি বিভাগ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম (৫) প্যাথলজি বিভাগ, এম, এ, জি, ওসমানী মেডিকেল কলেজ, সিলেট (৬) স্ট্যান্ডার্ড প্যাথলজি ল্যাবরেটরী, ৩২-৩৩ গ্রীন সুপার মার্কেট (২য় তলা), ঢাকা (৭) ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল, খুলনা।

পরিশেষে মহান আল্লাহর নিকটে প্রার্থনা তিনি যেন এ মরণ ব্যাধি থেকে আমাদেরকে হেফাযত করেন-আমীন!!

কবিতা

দুঃসময়ের প্রার্থনা

-মাসঊদ আহমাদ
গ্রামঃ দমদমা, পোঃ পানানগর
পুঠিয়া, রাজশাহী-৬২৪০।

ওগো রহীম, রাজাধিরাজ আল্লাহ মহান
আজ দুঃসময়ে জপে প্রার্থনা আমাদের প্রাণ
প্রভু হে! তুমি অসীম, চিরঞ্জীব উভয়কালের
নেই গতি কোন তোমার মদদ বিনে সৃষ্টকুলের।
তুমি কি দেখনা প্রভু, আমাদের মাথার উপর
নর-খেকো শকুনের ভয়াল থাবার আঁচড়!
মুসলিম সমাজ ও দেশ আজ বড় অসহায়
জীবন যেন ওষ্ঠাগত ঐ হায়েনাদের হিংস্রতায়।
তুমি কি দেখ না, হে পরওয়ারদিগার!
হে মহান জগত সংসারের সম্রাট অপার!
এই দ্যুলোকে কিছুই ঘটেনা তোমার অজ্ঞাতসারে
নড়েনা বৃক্ষের পল্লব, বাজেনা সুর বাঁশিতে চুপিসারে।
গায়না পাখি গান, নদীতে জাগেনা ঢেউ
এসবই তোমার কুদরত অজ্ঞাত নয় কেউ।
তবু কেন হে মহান আল্লাহ নীরব তুমি, প্রভু!
তুমি কি পারনা ঐ হায়নাদের দমাতে কভু!
ওরা নিশ্চিহ্ন করেছে আফগান আরও কত দেশ
বাতিলের শক্তির ঢেউ হয়ত পড়বে বাংলাদেশে।
স্বীকার করি প্রভু, আমাদের ঈমান-আমল দুর্বল
ঈমানী তেজ, মুসলিম ঐক্য আমাদের অচল;
প্রভু হে! তোমার করুণা ছাড়া নেই গতি কোন
তুমি রক্ষা কর প্রভু, মোদের ফরিয়াদ শোন।
তুমি তো জানো, কেমনে কাটে আমাদের সকাল-সন্ধ্যা প্রভু
তবু তোমার সকাশে কিছুই চাইনি, কিংবা অভিযোগ প্রভু।
আজ তোমার আরশ পানে ফিরে চাই বারবার
তুমি রক্ষা কর প্রভু, শক্তি দাও মুসলিম সবার।
আমরা তো নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছি হে রহমান
তুমি চাইবে না ফিরে, তব বর্ষাবেনা রহম অফুরান!
***

কাফেররা সাবধান

-নেফাউল হোসাইন
আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ।

তর্জনী আঙ্গুল উঠিয়ে
করছিস এত গর্জন,
কি করে তোর এত সাহস হ'ল
খুঁজে পাইনি এর কারণ।
বুশ তুই শুনে রাখ
হয়ে যা সাবধান,
নচেৎ দু'দিন পর তোর মাথা কেটে
করব এর সমাধান।
কিসের এত হুমকি
কিসের এত বাহাদুরী,
তোর চেয়েও বড় বীর
শেষ হয়েছে ডুবে মরি।
দেখাসনে এত ভয়
দেখাসনে এত অস্ত্র,
বেশি কিছু করতে চাইলে
করব তোকে নিরস্ত্র।
ক্ষমতা দেখিয়ে তুই
ধ্বংস করেছিস আফগান,
ইরাক ধ্বংসেও হিংস্র হয়েছিস
এবার যাবে তোর গর্দান।
তাই তুই বাঁচতে চাইলে
হয়ে যা সাবধান।
***

হুঁশিয়ার

-মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ
বুলারাটী, সাতক্ষীরা।

ডব্লিউ বুশ!
মনে হয় নেই তোর কোন হুশ।
তাই পাগলা কুকুরের মত,
ছুটে চলেছিস দিগ্বিদিক
ইরাককে ধ্বংস করবি এই তো যিদ।
যতই চলিস এ রাজ্য থেকে ও রাজ্যে
ক্ষমতাবানদের সমর্থনের জন্য
নিস্তার নেই এবার, ধরা খাবি শিরধার্য।
মনে করিসনা আফগান রাজ্যের মত
ধূলিসাৎ করবি মুসলমান যত।

ডব্লিউ বুশ!
খা দা ফুর্তি কর
উড়ছিস কেন মরণ পিপীলিকার মত?
নাশ করতে চাস বুঝি কলম্বাসের সৃষ্টি
তাই ক্ষেপিয়ে তুলছিস মুসলিম জিহাদী।
মনে হয় মুসলমানদের ইতিহাস তুই পড়িসনি
এদের লিল্লাহে তাকবীর জয়ধ্বনি শুনিসনি
এদের ঈমানের জ্যোতির্ময় আলো এখনো দেখিসনি

তাহ'লে তুই এ বিষয়ে সত্যিই নাবালক,
অহি-র জ্ঞান দিয়ে নিজেকে কর তাই সাবালক।

ডব্লিউ বুশ!
তুই যতই সাজাস রণতরী আর যুদ্ধ জাহাজ
বিনাশ করবে তা মুসলিম জাহান
সাথে থাকবে সুনিশ্চিত পরওয়ারদেগার
এইতো আমাদের আক্বীদা ও বিশ্বাস।
শুনিসনি পরাজিত আবরাহার কথা
ধূলায় পড়ে রবে কিন্তু তোর খণ্ডিত মাথা।
এখনো হয়ে যা হুঁশিয়ার বিবাদী নেতা,
আমরা কিন্তু নই আর বোকা,
হব-হবই বিজয়ী ইনশাআল্লাহ।

***

জাগো মুসলিম

-শামীম আহমাদ
গুধিবাড়ী, পাংশা, রাজবাড়ী।

জাগো জাগো বীর মুসলিম
ঈমানদারের দল,
দ্বীন ইসলাম বিপন্ন আজ
স্টেন হাতে চল।
শত্রুর ঐ পাঁজর ভাঙ্গতে
যায় যদি কভু প্রাণ,
তবু মোদের গাইতেই হবে
শিকল ভাঙ্গার গান।
ওহোদ-খন্দক জয় করেছি
ঈমানী শক্তি দিয়ে,
আবার মোদের লড়তে হবে
সেই শক্তি নিয়ে।
আমার ভাইয়ের রক্তে ওরা
হাত করেছে লাল,
রণতরী সাঁজা এবার
উড়িয়ে দিয়ে পাল।
জাগো এবার, ওঠো তরুণ
নেই তো সময় আর,
রাসূল (ছাঃ) মোদের দায়িত্ব দিয়ে
মদীনাতে ঘুমান।
জাগো ওঠো ভাঙ্গ এবার
বুশের পাঁজর খানি,
মরতে হয় মরব তবু
নিয়ে আল্লাহ্‌র বাণী।

***

বিশ্ব মুসলিম এক হও

-মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ
ইমাম, বায়তুল ইসলাম জামে মসজিদ
ছাতিহাটী, যেলাঃ টাংগাইল।

মুসলিম তোর বাঁচতে হ'লে ঐক্যবদ্ধ দলে
আয়রে তোরা আয়,
ইঙ্গ-মার্কিন সর্বনাশা শক্তি তোদের
গ্রাস করতে চায়।
চারদিকে তোর শত্রু সেনা, ষড়যন্ত্রের
করছে আনাগোনা
এখনো রইলি তোরা বসে
তন্দ্রা তোদের ভাঙ্গনা।
পেন্টাগন আক্রমনে সন্দেহভাজন
আল-কায়েদা মুসলমান
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ছে বিমান পড়ছে বোমা
ধ্বংস হ'ল আফগান।
সবার জান গেল মাল গেল
রইল না আর তালেবান।
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ল বিমান পড়ল বোমা
ধ্বংস হ'ল মুসলমান।
সন্ত্রাস দমন যুদ্ধ নহে
গোপন উদ্দেশ্য সাধন
এই সুযোগে করছে ওরা
আধিপত্য সম্প্রসারণ।

***

আহ্বান

-মুহাম্মাদ আবুল হাশেম
পাংশা, রাজবাড়ী।

জাগরে দেশের বীর মুজাহিদ
বিশ্ব মুসলমান,
কণ্ঠে উঠুক তাকবীর ধ্বনি
বক্ষে আল-কুরআন।
তাওহীদের এই ঝাণ্ডা তলে
আয় সবে আয় ছুটে,
বিশ্ব জুড়ে গন্ধ ছড়াক
ইসলামী ফুল ফুটে।
রাসূল মোদের শ্রেষ্ঠ নবী
পেলাম তার বিধান,
স্রষ্টার বাণী দে ছড়িয়ে
নবীজির ফরমান।

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সঠিক উত্তর দাতার নামঃ

শাখারী পাড়া মাদ্‌রাসা, নাটোর থেকেঃ ইয়াহইয়া (শিমুল)

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)-এর সঠিক উত্তরঃ

১. ৯ রবীউল আউয়াল, সোমবার (৫৭১ খৃঃ২০ অথবা ২২ এপ্রিল)।
২. আবু লাহাবের দাসী ছোয়াইবাহ।
৩. হালীমা বিনতে শু'আয়েব। তার স্বামীর নাম হারিছ বিন আব্দুল উযযা।
৪. দাদা তাঁর নাম রাখেন মুহাম্মাদ (ছাঃ) এবং মাতা রাখেন আহমাদ।
৫. 'আবওয়া' নামক স্থানে।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ইতিহাস)-এর সঠিক উত্তরঃ

১. সম্রাট বাবর দিল্লীর সম্রাট ইবরাহীম লোদীর মধ্যে। সম্রাট বাবর, কামানের জন্য।
২. চাঁদ সুলতানা ও সুলতানা রাযিয়া।
৩. শিহাবুদ্দীন মুহাম্মাদ ঘুরী।
৪. সুলতান মাহমূদ, ১৭ বার।
৫. ইংল্যাণ্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়া, ৬৩ বছর।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (প্রাণী জগৎ)ঃ

১. প্রাণীজগতের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত পর্যটক কে?
২. পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পাখির নাম কি এবং এর উচ্চতা ও ওযন কত?
৩. পাখির কি দাঁত আছে? পাখি কি খাবার চিবিয়ে খেতে পারে?
৪. কোন পাখির ডানার প্রসারতা সবচেয়ে বেশী এবং ছড়ানো অবস্থায় এক ডানা থেকে অন্য ডানার দৈর্ঘ্য কত?
৫. পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট পাখির নাম কি এবং এর দৈর্ঘ্য কত?

সংকলনেঃ মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
কেন্দ্রীয় পরিচালক, 'সোনামণি'।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (শিক্ষা সম্পর্কীয়)ঃ

১. আরবী, বাংলা ও ইংরেজী বর্ণমালা কয়টি জানা আছে কি?
২. বাংলা বর্ণমালায় স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ কয়টি?
৩. সরকারী ও ইসলামী মতে প্রাথমিক শিক্ষার সবচেয়ে উপযোগী বয়স কত?
৪. আধুনিক বিশ্বের প্রেক্ষাপটে তথ্য বিপ্লব কি?
৫. কম্পিউটারের সবকিছু করার ক্ষমতা থাকলেও কোন্ জিনিসটি নেই?

সংকলনেঃ মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
কেন্দ্রীয় পরিচালক, 'সোনামণি'।

সোনামণি সংবাদ

শববেদারী প্রশিক্ষণ

রাজশাহী, ২৭ ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব হ'তে রাত ১২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের উদ্যোগে মারকায জামে মসজিদে দায়িত্বশীল সহ শতাধিক সোনামণির উপস্থিতিতে এক শববেদারী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত শববেদারী প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। তিনি 'সোনামণি সংগঠন বাস্তবায়ন পদ্ধতি'-এর উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ইমামুদ্দীন ও আব্দুল হালীম, 'সোনামণি' রাজশাহী যেলা পরিচালক শরীফুল ইসলাম, মারকায শাখা পরিচালক দেলওয়ার হোসাইন প্রমুখ।

সোনামণি সংলাপ 'মাদকতা'

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কর্তৃক আয়োজিত তাবলীগী ইজতেমা ২০০৩-এর দ্বিতীয় দিন বাদ এশা 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদ-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে তিনদৃশ্য বিশিষ্ট 'মাদকতা' নামক সোনামণি সংলাপটি অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে ও মনোমুগ্ধকর পরিবেশে উপস্থাপিত হয়।

এ সংলাপে সমাজ, দেশ ও জাতিকে নেশার ভয়াবহতা থেকে রক্ষার জন্য সকল প্রকার মদ, হিরোইন, গাজা, প্যাথেডিনসহ বিড়ি, সিগারেট, তামাক, গুল ইত্যাদির ক্ষতিকারক দিকসমূহ বাস্তবতার আলোকে সুন্দরভাবে অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়। তাবলীগী ইজতেমার বিশাল জনতা পলকহীনভাবে অপূর্ব নীরবতার সাথে সংলাপটি উপভোগ করেন।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব,** নায়েবে আমীর অধ্যক্ষ শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম ও মসিক **'আত-তাহরীক'**-এর সম্পাদক মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন সহ 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'-এর বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ এবং 'এহইয়াউত তুরাছ আল-ইসলামী বাংলাদেশ'-এর নায়েবে মুদীর আবু আনাস শাযলী রা'ফাত উছমান সুন্দরভাবে সংলাপটি উপভোগ করেন।

বিভিন্ন যেলা থেকে আগত 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'-এর দায়িত্বশীলবৃন্দ এ সংলাপের ভূয়সী প্রশংসা

করেন। তাঁরা কেন্দ্রীয় পরিচালককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং সংলাপটি 'আত-তাহরীকে' ছাপানোর জন্য এবং এর কপি বিভিন্ন যেলা ও উপযেলায় প্রেরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানান। সংলাপটি রচনা করেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। সংলাপটির মাধ্যমে সোনামণিরা মাদকতার বিরুদ্ধে দেশের সরকার ও জনগণের প্রতি ৭টি দাবী পেশ করে। দাবীগুলি হ'ল-

১. পত্র-পত্রিকা, টিভির নাটক ও সিনেমায় মাদক ও ধূমপানের যাবতীয় বিজ্ঞাপন ও দৃশ্য বন্ধ করতে হবে।

২. সরকারী অফিস-আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমাবেশে এবং বিমান, বাস, ট্রেন, টেম্পু, মিশুক, লঞ্চ, স্টীমার ইত্যাদি সকল প্রকার যানবাহনে ধূমপান নিষিদ্ধ করতে হবে।

৩. বিবাহ-শাদী, মেলা, আনন্দোৎসব, নাইট ক্লাব ও ফুটপাতে নেশা জাতীয় দ্রব্যাদি নিষিদ্ধ করতে হবে।

৪. পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টিভিতে নেশার ক্ষতিকারক দিক তুলে ধরে ব্যাপক প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. 'সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণঃ ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর' এই বাণী প্রচার করে ধূমপায়ীর মনে নেশার প্রতি উৎসাহের সুড়সুড়ি না দিয়ে বরং সরাসরি ধূমপান বন্ধ করতে হবে।

৬. যাবতীয় বিড়ি, সিগারেট-এর কারখানাগুলি বন্ধ করতে হবে।

৭. দেশে তামাক চাষ বন্ধ করে তদস্থলে উচ্চ ফলনশীল খাদ্য শস্য চাষে কৃষকদের বাধ্য করতে হবে। যদি বৃটিশ হ'তে ইংরেজরা এসে ভারতবাসীকে নীল চাষে বাধ্য করতে পারে, তাহ'লে আমরা কেন ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তির স্বার্থে তামাক চাষ বন্ধ করে খাদ্য শস্যের চাষ করতে পারব না।

সংলাপে যারা অভিনয় করেন

১. সোনামণির ভূমিকায়ঃ

(ক) আক্বীবুল হাসান (বগুড়া) (খ) হাবীবুর রহমান (চাঁপাই নবাবগঞ্জ) (গ) মুনীরুযযামান (নওগাঁ) (ঘ) মুযাফফর হোসাইন (রাজশাহী) (ঙ) হাফীযুর রহমান (নাটোর) (চ) হাবীবুর রহমান (বগুড়া) (ছ) সাব্বির আহমাদ (রাজশাহী) (জ) আবদুল্লাহ আল-আমীন (রাজশাহী) (ঝ) মুফাযযল হোসাইন (বগুড়া) ও (ঞ) যিল্লুর রহমান (রাজশাহী)

২. নেশাখোরের ভূমিকাঃ

(ক) সাইফুল ইসলাম (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) (খ) আবদুল করীম (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) (গ) আবদুর রহমান (রাজশাহী) (ঘ) ইয়াহ্ইয়া খালিদ (রাজশাহী)।

৩. দাদা ও নাতীর ভূমিকায়ঃ

(ক) **দাদাঃ** আব্দুল আলীম (যশোর)।

(খ) **নাতীঃ** আব্দুল মুবীন (নওগাঁ)।

৪. চাচার ভূমিকায়ঃ

(ক) হুমায়ূন কবীর (রাজশাহী)।

৫. উপস্থাপনায়ঃ

(ক) হাসীবুদ্দৌলা (দিনাজপুর)।

৬. পরিচালকের ভূমিকায়ঃ

(ক) ইমামুদ্দীন (নবাবগঞ্জ)

(খ) শরীফুল ইসলাম (রাজশাহী)।

আত-তাহরীক

এফ,এম, লিটন হোসাইন (অষ্টম শ্রেণী)
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া।

হে মাসিক 'আত-তাহরীক'!
তুমি যেন বাংলার এক
বিপ্লবী সৈনিক।
তোমায় হাতে পেলে
মনে হয় যেন,
হীরার টুকরা
পেয়েছি মানিক।
তোমার প্রতিটি
পৃষ্ঠায় লেখা যেন,
কুরআন-হাদীছের বাণী।
তাই তো তোমায় আমি
আপন বলে জানি।
তোমার অপেক্ষায় আমি
থাকি একটি মাস।
তোমার প্রতিটি পাতায়
লেখা এক অজানা ইতিহাস।
***

ইচ্ছে করে

-মুহাম্মাদ আবু রায়হান
নওদাপাড়া মাদরাসা (৪র্থ শ্রেণী)
সপুরা, রাজশাহী।

ইচ্ছে করে বার মাস
মায়ের কোলে থাকি।
ইচ্ছে করে সারাটা জীবন
মায়ের সেবা করি॥
ইচ্ছে করে মায়ের হৃদয়ে
লুকিয়ে আমি থাকি।
ইচ্ছে করে নিত্য দিন
তারই ছবি দেখি॥
ইচ্ছে করে তাকে নিয়ে
কাব্য গ্রন্থ লিখি।
ইচ্ছে করে এই হৃদয়ে
তারই ছবি আঁকি॥
***

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

দেশের স্বাধীনতা রক্ষা ও মানব সম্পদ উন্নয়নে ইমামদের অপরিসীম দায়িত্ব রয়েছে।

-অর্থমন্ত্রী

গত ৮ মার্চ (শনিবার) জাতীয় ইমাম সমিতি সিলেট শাখার উদ্যোগে যেলা পরিষদ মিলনায়তনে আয়োজিত ইমাম সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম সাইফুর রহমান দেশ গঠনে ইমামদের সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব কৃষ্টি-কালচার ও ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষাসহ মানবসম্পদ উন্নয়নে তাদের রয়েছে অপরিসীম দায়িত্ব। তিনি বলেন, সমাজ গঠনে ইমামদের অধিকহারে সম্পৃক্ত করা গেলে দেশের উন্নয়ন আরো ত্বরান্বিত হবে।

সমিতির সভাপতি মাওলানা মতীউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বিশেষ অতিথি ছিলেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোশাররফ হোসাইন শাহজাহান, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর এম শফীকুর রহমান, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পরিচালক লুৎফুল হক্ব ও আবুল খায়ের, জাতীয় ইমাম সমিতির কেন্দ্রীয় মহাসচিব কাযী আবু হুরায়রা। বিশেষ অতিথির ভাষণে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী বলেন, ইমামরা সাধারণ মানুষের অতি কাছের লোক। সমাজের কল্যাণে তাদের অবদান সবচেয়ে বেশী। সমাজে ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ইমামরা ঐক্যবদ্ধ। সমাবেশে সিলেট বিভাগের বিপুল সংখ্যক ইমাম অংশ নেন।

সাড়ে ৮ হাযার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা হবে

-শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ.ন.ম. এহসানুল হক মিলন নকলের বিরুদ্ধে এবার দ্বিতীয় জিহাদ ঘোষণা করে বলেন, পাবলিক পরীক্ষাসমূহে পাসের হার ৫% বা তার নীচে এবং কেবল নকল করিয়ে পাস করানো হয় সারাদেশের এমন সাড়ে ৮ হাযার বেসরকারী হাই স্কুল, মাদরাসা ও কলেজ আগামী বছর থেকে বন্ধ করে দেওয়া হবে। তবে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোন শিক্ষকেরই চাকরি যাবে না। তাদের নিকটস্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তর করা হবে। তিনি বলেন, বেসরকারী শিক্ষকদের জন্য সরকার আরো ১০ ভাগ বেতন বাড়ানোর পদক্ষেপ নিয়েছে। শিক্ষাকদের অবসর ভাতা ও কল্যাণ ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া উৎসব ভাতা, বাড়ী ভাড়া ও চিকিৎসা ভাতা দানেরও চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে। কিন্তু এত সবের বিনময়ে শিক্ষকরা জাতিকে কি দিচ্ছেন তা এখন মূল্যায়ন করা হবে। শিক্ষা খাতে প্রতিবছর ৭ হাযার কোটি টাকা ব্যয়ের বিনিময়ে গণনকল, ৭৫% ফেল, আর দুর্নীতি বরদাশত করা হবে না। কারণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে এদেশের পাবলিক পরীক্ষার এখন কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী গত ১৩ মার্চ কক্সবাজার পাবলিক লাইব্রেরী মিলনায়তনে এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষা উপলক্ষে কক্সবাজার বান্দরবান যেলার নকল বিরোধী প্রচারণা সভার প্রধান অতিথির বক্তৃতায় উপরোক্ত কথা বলেন।

র‍্যাম্প বাস সার্ভিসঃ ভাড়া মাত্র পাঁচ টাকা

যোগাযোগমন্ত্রী ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদা গত ১২ মার্চ মুক্তাঙ্গনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ঢাকা মহানগরীর জনগণের সহজ যাতায়াতের সুবিধার্থে যে কোন গন্তব্যে মাত্র পাঁচ টাকা মাথাপিছু যাত্রী ভাড়া হারে বিআরটিসি-এর বিশেষ 'র‍্যাম্প বাস' সার্ভিসের উদ্বোধন করেন। বিআরটিসি-এর এই বিশেষ র‍্যাম্প বাস সার্ভিসের প্রতিটি বাসের যাত্রী ধারণক্ষমতা বসা ও দাঁড়িয়ে মোট একশত। প্রাথমিক পর্যায়ে চারটি বিআরটিসি র‍্যাম্প বাস সার্ভিস ঢাকা মহানগরীর জনগণের যাতায়াতের সুবিধার্থে চালু করা হয়। যাত্রী প্রতি মাত্র পাঁচ টাকা ভাড়া হারে জনগণ রুটের যেকোন স্টপেজে ওঠানামা করতে পারবে এবং প্রতিটি বাসে মহিলা ও প্রতিবন্ধীদের জন্য নির্ধারিত আসন থাকবে। অনুষ্ঠানে যোগাযোগমন্ত্রী বলেন, খুব শিগগিরই ঢাকা মহানগরীর জনগণের সুবিধার্থে যাত্রীপ্রতি পাঁচ টাকা ভাড়া হারে অনুরূপ আরো ষোলটি বিআরটিসি র‍্যাম্প বাস সার্ভিস চালু হবে।

লণ্ডনে এশিয়ার ৩শ' কোটিপতির তালিকায় ৫ বাংলাদেশী

বৃটেনে এশিয়ার ৩০০ জন কোটিপতির নামের তালিকায় ৫ জন বাংলাদেশীর নাম স্থান পেয়েছে। লণ্ডনভিত্তিক সাপ্তাহিক পত্রিকা 'এশিয়ান এক্সপ্রেস' এই তালিকা প্রনয়ণ করেছে। গত ১০ মার্চ লণ্ডনের 'রেডকোর্ট' রেস্তোরাঁয় এক অনুষ্ঠানে এই তালিকা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা ়। বাংলাদেশী ৫ জনের মোট সম্পদের পরিমাণ ১৫ কোটি ৭০ লাখ পাউণ্ড। বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের মধ্যে ইকবাল আহমাদের স্থান ২০তম এবং তার সম্পদের পরিমাণ ৭ কোটি ৫০ লাখ পাউণ্ড। ৪৯তম স্থান অধিকার করেছেন মুক্বীম আহমাদ। তার সম্পদের পরিমাণ ৩ কোটি ৪০ লাখ পাউণ্ড। আব্দুল বারী ও তার ভ্রাতাদের সম্পদের পরিমাণ ২ কোটি ৫০ লাখ পাউণ্ড। সেলিম হোসাইনের সম্পদের পরিমাণ ১ কোটি ২০ লাখ পাউণ্ড এবং আনীস আলীর সম্পদের পরিমাণ ১ কোটি ১০ লাখ পাউণ্ড।

বাংলাদেশের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন

কাঁটাতারের বেড়া স্থাপনের পাশাপাশি সীমান্তব্যাপী রিংরোড তৈরী করে বাংলাদেশকে ঘিরে ফেলছে ভারত। প্রতিদিনই রিং রোড-এর দৈর্ঘ বেড়ে চলেছে। সীমান্ত লাগোয়া এসব রিং রোড আগে অনেক স্থানে কাঁচা থাকলেও এখন বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তা পাকা করা হয়েছে। যেসব এলাকায় ইতিপূর্বে রিং রোড ছিল না, সেখানেও পর্যায়ক্রমে নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলেছে বিরামহীনভাবে। এমনকি মিজোরাম-ত্রিপুরা সীমান্তে ২ হাযার থেকে ৪ হাযার ফুট উঁচু পাহাড়ী এলাকাতেও রয়েছে পাকা রিংরোড। এর কতকাংশ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তৈরী করা হ'লেও ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ধারাবাহিকভাবে এর উন্নয়ন ঘটিয়ে চলেছেন। দেশের পূর্ব সীমান্তে রাঙ্গামাটি থেকে সিলেট-লালমণিরহাট-পঞ্চগড় পর্যন্ত ইতিমধ্যেই

২ হাযার ৪শ' ৫০ কিলোমিটার রিং রোডের কাজ শেষ হয়েছে। পশ্চিম সীমান্তেও বেশীরভাগ এলাকায় রিংরোড গড়ে তোলা হয়েছে। এসব রিং রোড এখন বাংলাদেশ রাইফেলস ও সার্বিকভাবে দেশের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১৫ থেকে ২৫ ফুট চওড়া রিং রোডে বিএসএফ যেমন একস্থান থেকে অন্য স্থানে সহজে টহল দিতে পারছে, তেমনি পুশইন-এর মত তৎপরতাও এই পথে জোরদার করেছে। এছাড়া সীমান্তে যেকোন উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে অস্ত্রশস্ত্র আনা-নেওয়ার কাজেও রিং রোড সহজ মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত ২০০২ সালে রৌমারীর বড়াইবাড়ির ঘটনায়ও এর প্রমাণ পাওয়া গেছে। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের অভ্যন্তর ভাগে সীমানা ব্যাপী এ জাতীয় রিং রোড না থাকায় বিডিআরকে পোহাতে হচ্ছে কষ্ট। পড়তে হচ্ছে অসুবিধায়। ভারতীয়রা যেখানে গাড়িতে চড়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ত্বরিত গতিতে যেতে পারছে, বিডিআর সদস্যদের সেখানে টহল দিতে হচ্ছে পায়ে হেটে। ফলে এক স্থানে কোন অঘটনের সংবাদ পেলেও বিডিআর যথাসময়ে সেখানে পৌছতে পারছে না।

উল্লেখ্য যে, সীমান্ত লাগোয়া এসব রিং রোড গড়ে তোলা হয়েছে জিরো লাইন থেকে কোথাও ১ কিলোমিটার আবার কোথাও ৩শ'/৪শ' গজ ভারতীয় সীমান্তের অভ্যন্তরে।

বই মেলাঃ বিক্রি ৪ কোটি টাকা

দেশের সর্ববৃহৎ গ্রন্থমেলা বাংলা একাডেমীর অমর একুশের মাসব্যাপী বইমেলা গত ২৮ ফেব্রুয়ারী শেষ হয়। শেষদিনে বইপ্রেমী মানুষের ভিড়ে বইমেলা জনসমুদ্রে পরিণত হয়। বিশেষ করে এদিন ছুটির দিন থাকায় সৃষ্টিশীল, মননশীল ও সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের একমাত্র গন্তব্যই ছিল যেন বই মেলা। শেষ দিনে বই বিক্রিও হয় প্রচুর। বাংলা একাডেমী সূত্রে জানা যায় মেলার ২৬০টি প্রতিষ্ঠানের স্টলে এবার সর্বমোট প্রায় ৪ কোটি টাকার বই বিক্রি হয়েছে। এর মধ্যে এককভাবে বাংলা একাডেমীর স্টলেই বিক্রি হয়েছে প্রায় ২৭ লাখ টাকার বই। মেলায় এবার সবচেয়ে বেশী বিক্রি হয় বাংলা একাডেমীর অভিধান, উপন্যাস, শিশু-কিশোরদের গল্প ও সায়েন্সফিকশনের বই এবং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসহায়ক বিভিন্ন একাডেমিক বই। বাংলা একাডেমীর নতুন ৫০টি বই সহ এ মেলা উপলক্ষে এবার প্রায় সাড়ে ১২শ' নতুন বই প্রকাশিত হয়।

বাংলাদেশ-মায়ানমার সরাসরি সড়ক যোগাযোগ!

গত ১৯ মার্চ থেকে ২১ মার্চ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার তিনদিনের মায়ানমার সফরের মধ্য দিয়ে দু'দেশের মধ্যে দূরত্ব কমে এলো। দুই রাষ্ট্রপ্রধানের আলোচনার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ-মায়ানমারের মধ্যে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হচ্ছে। নাফ নদীর উপর নির্মিত হচ্ছে সেতুবন্ধনের সেতু। খুলে যাচ্ছে দু'দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কের দুয়ার। তিনদিনের রাষ্ট্রীয় সফরে বেগম জিয়া বলেন, আমরা আমাদের দু'দেশের মধ্যকার যেকোন সমস্যা সমাধানে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে টেলিফোন আলাপ করব। এসময় মায়ানমার প্রধানমন্ত্রী থান শোয়ে বলেন, আপনার মায়ানমার সফরের মধ্য দিয়ে আমাদের দু'দেশের সুসম্পর্ক গভীর হ'ল। এর ফলে উন্নয়নে বিভিন্ন ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হবে।

বিদেশ

হালাল মুরগীর গোশত লেখা প্যাকেটে শুকরের গোশত

গত ২৬ জানুয়ারী সন্ধ্যা সাড়ে ৮টায় বিবিসি টেলিভিশন ১-এ হালাল গোশতের নামের প্যাকেটে মোরগের গোশতের মাঝে শুকরের গোশত থাকার মত অপরাধমূলক তৎপরতার একটি তথ্য প্রকাশিত হয়। 'দি ফুড পলিসি' শীর্ষক অনুষ্ঠানটি দেখে বৃটেনের মুসলমানরা আতংকিত হয়ে পড়েন। প্রতিবেদনটিতে পরিষ্কারভাবে দেখানো হয় যে, হালাল নামে সীলমোহরকৃত যে বিপুল পরিমাণ মোরগের গোশত নেদারল্যাণ্ড থেকে আমদানী করা হয়, তাতে শুকর ও গরুর গোশত মিশ্রিত থাকে। হালাল লেখা দেখে বহু মুসলমান সরল বিশ্বাসে এসব ক্রয় করেন এবং বাড়ীতে ও রেষ্টুরেন্টসমূহে এ জাতীয় খাবার খেয়ে থাকেন। অথচ শুকুরের গোশত বা তার অংশ বিশেষও ভক্ষণ করা ইসলাম ধর্মে সম্পূর্ণ হারাম। ফলে মুসলিম কমিউনিটিতে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এ ব্যাপারে মুসলিম কাউন্সিল অব বৃটেন (এমসিবি)-এর সেক্রেটারী জেনারেল ইকবাল সাকরানী বলেন, বিষয়টি পরিষ্কারভাবে ফুড সেফটি আইন ১৯৯০, ট্রেড ডেসক্রিপশন আইন এবং এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আইনের বিরোধী। মুসলমানদের জন্য শরী'আত সম্মত উপায়ে জবাইকৃত গোশত যাতে সঠিকভাবে প্যাকেজ করা হয়, সেজন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানানো হয়। সেই সাথে হালাল ফুডের ক্ষেত্রে কঠিন মান নিয়ন্ত্রণ এবং লেবেলিং আইনকে আরো শক্তিশালী করার জন্য 'এমসিবি'-এর পক্ষ থেকে দাবী জানানো হয়।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে গত বছর ৪৬ হাযার ইমিগ্র্যান্ট বহিষ্কার

গত বছর যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৪৬ হাযার ১৫০ জন বিদেশীকে বহিষ্কার করা হয়। এরা সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে বসবাস করছিল। বহিষ্কারের উপযোগী মোট অবৈধ ইমিগ্র্যান্টের মধ্যে এই হার শতকরা মাত্র ১৩। বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তারা আরো জানিয়েছেন, গত বছরের জুন মাসে মোট ৩ লাখ ৫৫ হাযার ইমিগ্র্যান্টকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কারের উপযোগী হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়। এর মধ্যে অধিকাংশই আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীদের মদদ দাতা অথবা লালনকারী হিসাবে স্টেট ডিপার্টমেন্ট-এর তালিকাভুক্ত ইরাক, ইরান, কিউবা, সিরিয়া, নর্থ-কোরিয়া এবং সুদানের অধিবাসী। কিন্তু যাদের বহিষ্কার করা হয়েছে তার মাত্র ৬% ছিল এসব দেশের নাগরিক।

নেপালে প্রতি ঘন্টায় ৩ থেকে ৪টি নবজাতক মারা যায়

নেপালে প্রতি ঘন্টায় ৩ থেকে ৪টি নবজাত শিশুর মৃত্যু

ঘটে। গত ৬ মার্চ বৃহস্পতিবার নেপালের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এক জরিপে এ তথ্য জানানো হয়। জরিপ অনুযায়ী পুরনো চিকিৎসা পদ্ধতি এবং জনগণের অসচেতনতাই এ মৃত্যুহারের কারণ। নেপালের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় প্রকাশিত জনসংখ্যা বিষয়ক স্বাস্থ্য জরিপে আরো বলা হয়, জন্মের পর এক মাস বয়স হওয়ার আগেই ৩০ হাযার শিশু মৃত্যুবরণ করে। নেপালে প্রতিবছর ৮ লাখ শিশুর জন্ম হয়। জরিপ অনুযায়ী জন্মের এক মাসের মধ্যেই প্রতি হাযারে ৩৯টি শিশু মারা যায়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নবজাত শিশুর মৃত্যু ঘটে তাদের বাড়ীতেই। পরিবারের লোকজন ও স্বাস্থ্যকর্মীদের শিশু জন্ম সম্পর্কে অসচেতনতাই এর জন্য দায়ী বলে উল্লেখ করা হয়। নেপাল সরকার আগামী ২০১৫ সাল নাগাদ বর্তমানে প্রতি হাযারে ৩৯ শিশুর মৃত্যুহার প্রতি হাযারে ৩৪ জনে কমিয়ে আনার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ভেনিজুয়েলায় তেল উৎপাদন দৈনিক ৩২ লাখ ব্যারেলে উন্নীত

ভেনিজুয়েলার রাষ্ট্রায়ত্ত তেল কোম্পানীগুলি দৈনিক ২৬ লাখ ব্যারেল তেল উৎপাদনের পর তারা এখন বাণিজ্যিক চুক্তি পূরণে সক্ষম। তাদের তেল উৎপাদনের উপর আর কোন বিধি-নিষেধ নেই। প্রেসিডেন্ট হুগো গত ৭ মার্চ এক ঘোষণায় এ কথা জানান। আগাম নির্বাচনের দাবীতে হাযার হাযার তেল শ্রমিক সাধারণ ধর্মঘটে যোগদানের তিন দিন পর ৫ ডিসেম্বর থেকে বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। গত মাসে ধর্মঘটের অবসান হওয়ার পর ভেনিজুয়েলার তেল উৎপাদন ক্রমেই পুনরুদ্ধার হ'তে শুরু করেছে। গত মাসে পেট্রোলিওস ডি ভেনিজুয়েলা এসএ (পিডিভিএসএ) দেশের পূর্বাঞ্চলে অশোধিত তেল উৎপাদনের উপর থেকে বিধি-নিষেধ তুলে নেয়। গত ডিসেম্বরে ধর্মঘটের আগে ভেনিজুয়েলা বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম তেল রফতানীকারক দেশ ছিল। তখন তাদের দৈনিক ৩২ লাখ ব্যারেল তেল উৎপাদন হ'ত। ধর্মঘটের কারণে এই তেল উৎপাদন হ্রাস পেয়ে দৈনিক ২ লাখ ব্যারেলে নেমে আসে। এর ফলে এই দেশটির সরকারী আয় অর্ধেক কমে যায়।

চীনে চলতি বছর ৮০ লাখ বেকারের চাকরি হবে

চলতি বছর চীনে ৮০ লাখ লোকের কর্মসংস্থান হবে। চীনের ন্যাশনাল কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে রাজ্য উন্নয়ন পরিকল্পনা কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী জেং পিয়ান এ কথা জানান।

শ্রম মন্ত্রণায়ের প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান বিভাগের পরিচালক ইউ ফেমিং বলেন, গত কয়েক বছর যাবত জাতীয় অর্থনীতির টেকসই দ্রুত প্রবৃদ্ধি ঘটায় নতুন চাকরি সৃষ্টির সুদূর ভিত তৈরী হয়েছে। চাকরি সৃষ্টির এই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। বিশেষজ্ঞদের উদ্ধৃতি দিয়ে ইউ ফেমিং আরো বলেন, চীনের বর্তমান অবস্থায় এ বছরে শুধুমাত্র জিডিপি প্রবৃদ্ধির কারণে ৫০ লাখ থেকে ৫৬ লাখ চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। বিশেষ করে বন্ধ করে দেওয়া রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। ইউ'র মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক এক গবেষণা পত্রে বলা হয় যে, শ্রম ও সামাজিক নিরাপত্তা এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগ সমূহ এবং সারা দেশের সকল এলাকার কর্তৃপক্ষ বেকার শ্রমিকদের নয়া কর্মের সুযোগ সৃষ্টির জন্য অনেকগুলি নীতি প্রনয়ণ করেছে। এসব নীতির কারণে তিন বছরের মধ্যে ১ কোটি ৩০ লাখ কর্মের সৃষ্টি হবে। চলতি বছর এসব নীতি বাস্তবায়নের প্রথম বছর।

জিম্বাবুয়ের প্রেসিডেন্ট ও ৭৬ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ-ডব্লিউ বুশ জিম্বাবুয়ের প্রেসিডেন্ট রবার্ট মুগাবে ও তার সহকর্মী সরকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন। মুগাবে ও তার সহকর্মীরা সেদেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে পরিকল্পিতভাবে হেয় প্রতিপন্ন করছেন বলে বুশ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বুশ নির্বাহী নির্দেশে স্বাক্ষর দেওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রে মুগাবে এবং জিম্বাবুয়ের ৭৬ জন সরকারী কর্মকর্তার সকল সম্পত্তি ও অর্থ-সম্পদ আটক রাখা হয়েছে। এছাড়া তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদের সাথে মার্কিন নাগরিকদের কোন ধরনের আর্থিক লেনদেন করার উপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। বুশের নির্দেশে বলা হয়, মুগাবে সরকারের অনুসৃত নীতিমালার কারণে জিম্বাবুয়ের আইনের শাসনে বিঘ্ন ঘটছে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সহিংসতা ও ভয়ভীতির সৃষ্টি হচ্ছে এবং আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারী অ্যারি ফ্লেইকচার এক বিবৃতিতে বলেন, জিম্বাবুয়ের জনগণ নয় বরং তাদের বর্তমান দুর্দশার জন্য যারা দায়ী, তাদের উপরই এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

টাইম ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ কাহিনী 'ইসলাম'

টাইন ম্যাগাজিন এবার প্রচ্ছদ করেছে ইসলাম ধর্মকে নিয়ে। 'স্ট্যাণ্ডিং আপ ফর ইসলাম' শিরোনামের এই প্রচ্ছদ কাহিনীর ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, মুসলমানরা রুখে দাঁড়িয়েছে শুধুমাত্র পশ্চিমাদের বিরুদ্ধেই নয়, নিজেদের দেশের জঙ্গী মনোভাবাপন্নদের বিরুদ্ধেও। এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, ইসলাম হচ্ছে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম। জনসংখ্যাগত দিক থেকে এই ক্রমিক নির্ধারণ করা হয়েছে। মোট ১ দশমিক ৩ বিলিয়ন লোক ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী। টাইম ম্যাগাজিনের দৃষ্টিতে প্রথম স্থান দখল করেছে খৃষ্টানরা। তাদের সংখ্যা হচ্ছে ২ বিলিয়ন। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা হচ্ছে ৯০০ মিলিয়ন এবং তারা রয়েছে তৃতীয় স্থানে। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা পেয়েছে চতুর্থ স্থান। তাদের সংখ্যা ৩৬০ মিলিয়ন। ইহুদীর চেয়ে বিশ্বে শিখ ধর্মাবলম্বীর সংখ্যাই

বেশী। ইহুদী হচ্ছে ১৪ মিলিয়ন। পক্ষান্তরে শিখের সংখ্যা হচ্ছে ২৩ মিলিয়ন। টাইম ম্যাগাজিন উল্লেখ করেছে যে, এশিয়া হচ্ছে মুসলমানদের বৃহত্তম আবাসভূমি। এই মহাদেশে ৬৭০ মিলিয়ন মুসলমান বসবাস করে। প্রতিবেদনে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিসাবে ভারতসহ অন্যান্য দেশে মুসলমানরা কিভাবে নিগৃহীত হচ্ছে তাও বর্ণনা করা হয়েছে।

সার্বিয়ার প্রধানমন্ত্রীকে গুলী করে হত্যা

সার্বিয়ায় প্রধানমন্ত্রী জোরান জিংইসকে গত ১২ মার্চ হত্যা করা হয়। বেলগ্রেডে একটি সরকারী ভবনের সামনে তাকে ২ বার গুলী করা হয়। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে ২ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এই ভবনের সামনে একটি বিশৃংখল পারস্থিতির সৃষ্টি হয়। ইতিপূর্বে গত ফেব্রুয়ারী মাসে তাকে আরো একবার হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল। এসময় একটি লরি তার গাড়ীকে রাস্তা থেকে পাশে ফেলে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু এবারের হামলা হয় অপেক্ষাকৃত নিরাপদ একটি এলাকায় যেখানে সাধারণ মানুষ প্রবেশ করতে পারে না।

মার্কিন তরুণ-তরুণীরা বছরে ২২৫০ কোটি ডলারের মদ পান করে

যুক্তরাষ্ট্রের অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়েরা প্রতিবছর ২২.৫ বিলিয়ন ডলারের মদ পান করে। এই পরিমাণ হচ্ছে মোট মদের শতকরা ২০ ভাগ। কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির 'ন্যাশনাল সেন্টার অন এডিকশন এণ্ড সাবস্ট্যান্স এব্যুজ এনালাইজড' দফতর পরিচালিত এক গবেষণা জরিপে এই তথ্য উদঘাটিত হয়। ১৯৯৯ সালে এই জরিপ চালানো হয়। এর আগে এই হার ছিল ২৫%। ঐ জরিপে আরো উদঘাটিত হয় যে, বয়স্করা দৈনিক গড়ে দুই বোতল মদ পান করে। বছরে গড়ে তারা মোট মদের ৩০.৪% পান করে। এর মূল্য হচ্ছে ৩৪.৪ বিলিয়ন ডলার। জরিপ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর যে পরিমাণের মদ ব্যবহৃত হয়, তার ১৯.৭% পান করে ১২ থেকে ২০ বছর পর্যন্ত বয়সের তরুণ-তরুণীরা। ১২ থেকে ২০ বছর বয়সের ৫০ হাযার তরুণ-তরুণী এই জরিপে অংশ নেয়। গত ৫ই মার্চ প্রকাশিত আমেরিকান মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের জার্নালে গবেষণা জরিপের তথ্যটি উপস্থাপিত হয়। এতে নেতৃত্ব দেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী জোসেফ ক্যালিফানো।

যুক্তরাষ্ট্র পররাজ্য গ্রাস করে সমৃদ্ধ হতে চায়

ইরাক যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের দুই দিনে যে ব্যয় হচ্ছে তা বাংলাদেশের বাৎসরিক উন্নয়ন পরিকল্পনার খরচের সমান। অর্থাৎ ২ দিনের যুদ্ধ ব্যয় সমান বাংলাদেশের ৩শ' ৬৫ দিনের উন্নয়ন কর্মসূচীর ব্যয়। আবার যুদ্ধে যে সবচেয়ে কম খরচের বোমা ফেলা হচ্ছে অর্থাৎ বাঙ্কার বিধ্বংসী বোমা তার একটির মূল্য দিয়ে বাংলাদেশের ৫০টি প্রাইমারী স্কুল চলতে পারতো। যুদ্ধের খরচ নিয়ে নানা ধরনের হিসাব রয়েছে, যদি একদিন যুদ্ধ হয় তাহলে খরচ কত হবে? যদি যুদ্ধ ২ দিন হয় তাহ'লে কত খরচ হবে, যুদ্ধের অস্ত্রের খরচ কি হবে, যুদ্ধ পরবর্তী পুনর্গঠনের খরচ কি হবে। এটা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যুদ্ধের খরচ ২০ হাযার কোটি ডলার থেকে ৩ লক্ষ কোটি ডলার পর্যন্ত হ'তে পারে বলে হিসাব করেছেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নড়হাউড। এই যুদ্ধের কারণ হিসাবে প্রায় সবাই বলছেন তেলের কথা। এর বাইরে গিয়ে একটি অর্থনৈতিক যুক্তি বের করা যেতে পারে যে, যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের সবচেয়ে দরিদ্রতম দেশ। এর ব্যাখ্যাটি অনেকটা এ ধরনের যে, যুক্তরাষ্ট্রের আমদানীর পরিমাণ রফতানীর চেয়ে অনেক বেশী। ফলে তাদের চলতি একাউন্ট ঘাটতি বছরে ৫০ হাযার কোটি ডলার। এর মোকাবেলায় যা লাগে তা কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের নেই। যুক্তরাষ্ট্র অন্যের কাছ থেকে ঋণ নেয় অর্থাৎ বিশ্বের সবচেয়ে ঋণগ্রস্ত দেশও কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র। এ পর্যন্ত যে পরিমাণ ঋণ জমেছে তা তাদের জিডিপির শতকরা ২০ ভাগ। এই ঋণের পরিমাণ যদি এভাবে চলতে থাকে এবং ৩ শতাংশ সূদ দিতে হয় তাহ'লে ২০১০ সালে অর্থাৎ এখন থেকে ৭ বছর পরে এই ঋণের পরিমাণ হবে তাদের আভ্যন্তরীণ মোট উৎপাদনের শতকরা ২০ ভাগ। যুক্তরাষ্ট্র প্রতিবছর ঋণ পরিশোধ বাবদ যে অর্থ ব্যয় করে তা ২০ হাযার কোটি ডলারের সমান। যুক্তরাষ্ট্রের এই পরিস্থিতি পাল্টানোর একমাত্র পথ হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ কোন দেশ দখল করা। ব্যবসা-বাণিজ্য করে যুক্তরাষ্ট্র এ সমস্যা সামলে উঠতে পারবে না। আর ঠিক এ কারণে যুক্তরাষ্ট্র ইরাকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

ভাই ভাই হোটেল এণ্ড রেষ্টুরেন্ট

এখানে ভাত, মাছ, গোশত. দই, মিষ্টি, কোল্ড ড্রিংস সহ বিভিন্ন প্রকার খাবার বিয়ে বা অন্যান্য যেকোন অনুষ্ঠানের অর্ডার অনুযায়ী সরবরাহ করা হয়।

প্রোঃ কে.এ. করিম (উজ্জল)
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী
ফোনঃ দোকানঃ ৭৬১৯৮০ (অনু)
মোবাইলঃ ০১৭১-৫৭৩৪৯০।

মুসলিম জাহান

স্রেব্রেনিচায় গণহত্যার জন্য বসনীয় সার্বদের ২০ লাখ ডলার ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ

বসনিয়ার সর্বোচ্চ মানবাধিকার আদালত দেশের সার্ব প্রশাসনের কর্তৃপক্ষকে ১৯৯৫ সালে বসনিয়ার স্রেব্রেনিচা শহরে সার্ব সেনাবাহিনী কর্তৃক হাযার হাযার মুসলমানকে হত্যার কারণে, তাদের আত্মীয়-পরিজনকে ২০ লাখ ডলার দেওয়ার আদেশ দিয়েছে। ৪৯টি পরিবার তাদের নিখোঁজ আত্মীয়-পরিজনের খবর দাবী করে যে মামলা দায়ের করেন, তার জবাবেই এই আদেশ দেওয়া হয়েছে। জাতিসংঘের তদন্তকারীদের বিশ্বাস যে, ১৯৯৫ সালে বসনিয়ার সার্বীয় সেনাবাহিনী প্রায় ৮ হাযারের মত বালক ও পুরুষকে হত্যা করেছে। তবে এই অর্থ তারাই পাবেন, যারা আদালতে বিচারের জন্য আবেদন করেছিলেন। বসনিয়া-হারজেগোভিনায় মানবাধিকার সংস্থা স্রেব্রেনিচা সম্পর্কে আরো ১ হাযার ৬৭টি মামলা বিচার বিবেচনা করছে। গত ৬ মার্চ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে সার্ব সরকার এই গণহত্যার কথা অস্বীকার করে বলেন, ঐ সময় মাত্র ১৫শ' লোক নিহত হয়, যাদের বেশিরভাগই মারা গেছে যৌথবাহিনীর অভিযানের সময়। তবে এই অর্থ পাবার ব্যাপারে কতখানি অগ্রগতি হয়েছে তা জানা যায়নি।

সঊদী আরবে গীর্জা নির্মাণে অনুমতি দেওয়া হবে না

-প্রিন্স সুলতান

পৃথিবীর যেসব দেশে সরকারীভাবে অন্য ধর্ম পালনের অনুমতি নেই, সেসব দেশের তালিকায় সঊদী আরবের নাম যুক্তরাষ্ট্র প্রায় অন্তর্ভুক্ত করতে যাচ্ছিল। তবে শেষ পর্যন্ত মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর সেখানে ধর্মীয় স্বাধীনতার অবস্থা উন্নতির জন্য সঊদী কর্মকর্তাদের সাথে কাজ করে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সঊদী প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রিন্স সুলতান ইতিপূর্বে এক ঘোষণায় জানিয়ে দেন যে. যতই চেষ্টা করা হৌক না কেন ইসলামের জন্মভূমি হিসাবে সঊদী আরবে চার্চ নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হবে না।

এরদোগান তুরস্কের নব প্রধানমন্ত্রী

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট ক্ষমতাসীন পার্টির নেতা যিসেপ তাইপ এরদোগানকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করেছেন। গত ৯ মার্চ একটি উপ-নির্বাচনে জয় লাভের পর এরদোগানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ তৈরী হয়। ১১ মার্চ সকালে তিনি পার্লামেন্টের সদস্য হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। এর আগে ৪ঠা মার্চ সকালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী আব্দুল্লাহ গুল পদত্যাগ করেন।

সঊদী নাগরিকদের বিদেশে বিনিয়োগ ৮০ হাযার কোটি ডলার

সঊদী নাগরিকদের বিদেশে বিনিয়োগের পরিমাণ ৮০ হাযার কোটি ডলার। 'ওকায' পত্রিকাকে দেওয়া এক বিবৃতিতে সে দেশের অর্থনীতিবিদরা জানান, ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কথিত সন্ত্রাসী হামলার পর থেকে সঊদী নাগরিকরা ৪ শ' কোটি ডলার বিনিয়োগ করেছে। এসব বিনিয়োগের বেশীরভাগই করা হয়েছে রিয়েল এস্টেট এবং শেয়ার বাজারে। সম্প্রতি এক বিবৃতিতে উপপ্রধানমন্ত্রী এবং জাতীয় গর্ডের কমাণ্ডার প্রিন্স আব্দুল্লাহ সঊদী ব্যবসায়ীদের কোন রকম শঙ্ক ছাড়াই সঊদী আরবে বিনিয়োগের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ঋণ সুবিধাসহ সরকার বিনিয়োগকারীদের সকল সুবিধা প্রদান করবে। প্রিন্সের বিবৃতির উপর মন্তব্য করতে গিয়ে সঊদী আরবের অন্যতম প্রধান ব্যবসায়ী শোভি বাত্তারজি বলেন, যেসব সঊদী নাগরিক তাদের অর্থ বিদেশে বিনিয়োগ করছে, তাদের উচিৎ দেশে বিনিয়োগ করা।

খাঁচাবন্দী মুজাহিদদের সাথে পশুতুল্য আচরণ

নিউইয়র্ক পোস্ট সংবাদপত্রে গত ৪ মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত একটি রিপোর্টে মুসলিম বন্দীদের উপর যুলম-নির্যাতনের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়। মার্কিন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তারা তথাকথিত 'আল-কায়েদা'-এর নেতা খালিদ শেখ মুহাম্মাদ-এর কাছ থেকে গোপন তথ্য বের করতে তার ৭ ও ৯ বছর বয়স্ক দুই পুত্রকে ব্যবহার করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ২০০২ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ঐ কচি শিশু দু'টি মার্কিন হেফাযতে আছে। মার্কিন কর্মকর্তাদের অবর্ণনীয় শাস্তিতে শুধু শেখ খালিদই নয়, এরকম আরো বহু বন্দী মুসলমান আত্মহত্যার চেষ্টা চালিয়েছে। বন্দী শিবির শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত ১৯ জন বন্দী আত্মহত্যার চেষ্টা চালায়। সেজন্য তাদেরকে ২৪ ঘন্টা পর্যবেক্ষণে রাখা হয়। তাদের জেরা চলছে। তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ গঠন করা হয়নি বা তাদের পরিবার-পরিজন বা আইনজীবীদের সাথে কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয় না। তাদেরকে জীব-জন্তুর মত খাঁচায় বন্দী রাখা হয়েছে। বিভিন্ন সংবাদ রিপোর্ট থেকে জানা যায়, তাদের সাথে পশুর চেয়ে খারাপ আচরণ করা হচ্ছে। মার্কিন আইনে জীব-জন্তুর প্রতি যে ব্যবহার করার বিধান আছে, তা এসব মুসলিম বন্দীদের সাথে করা হয় না।

কিন্তু কেন? সে সম্পর্কে জানার কি তাদের কোন অধিকার নেই? মুসলিম নেতৃবৃন্দের কেন এই দৈন্যদশা? এসব বন্দীদের প্রতি দুর্ব্যবহার করার প্রতিবাদ জানিয়েছে অ্যামনেস্টি ও অন্যান্য মানবাধিকার সংগঠন সমূহ। কিন্তু মুসলিম নেতৃবৃন্দ নিশ্চুপ কেন? বর্তমান মুসলিম নেতৃবৃন্দের মত এত অযোগ্য নিষ্ঠুর ও তল্পিবাহক এর আগে কখনো দেখা যায়নি।

সাবেক বসনীয় সার্ব প্রেসিডেন্টের ১১ বছর কারাদণ্ড

সাবেক বসনীয় সার্ব প্রেসিডেন্ট বিলিয়ানা প্লাভসিচকে ১১ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হচ্ছে। গত ২৭ ফেব্রুয়ারী হেগের আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ আদালত ১৯৯২-৯৫ সালে বসনিয়ায় মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করার দায়ে তাকে এ কারাদণ্ড দেওয়া হয়। বসনিয়ার সাবেক বিদ্রোহী সার্ব নেতা রাদোভান কারাদজিচের ঘনিষ্ঠ সহযোগী প্লাভসিচ ২০০১ সালের জানুয়ারীতে জাতিসংঘ আদালতে আত্মসমর্পণ করেন এবং নিজেকে নির্দোষ বলে দাবী করেন। বৃটিশ বিচারক রিচার্ড বলেন, প্লাভসিচ গুরুতর অপরাধে সহযোগিতা করেছেন এবং হাযার হাযার মানুষের গণহত্যা ও দেশান্তরী হওয়ার সাথে জড়িত ছিলেন। বিলিয়ান প্লাভসিচ একটি ইউরোপীয় দেশে এ কারাদণ্ড ভোগ করবেন। তবে কোন দেশে তা জানা যায়নি। প্লাভসিচের বয়স ৭২ বছর। এজন্য সার্বিয়ার বিচার মন্ত্রী বলেছেন, এটা তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদানের শামিল। তাঁর আরো কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত ছিল।

ওমানে প্রথম মহিলা মন্ত্রী

উপসাগরীয় দেশ ওমানে এই প্রথম একজন মহিলাকে মন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। ওমানের শাসক সুলতান কাবুস শায়খা আয়েশা বিনতে খালফান বিন জামিল আল-সায়াবিয়াহকে মন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করেন। সঊদী আরব, ওমান, বাহরাইন, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমীরাত এবং কাতার এই ৬টি উপসাগরীয় দেশ নিয়ে গঠিত উপসাগরীয় কাউন্সিলে আয়েশাই প্রথম মহিলা মন্ত্রী। আয়শা (৩০) ন্যাশনাল অথরিটি ফর ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ক্রাফটস্‌ম্যানশীপের দায়িত্ব পেয়েছেন। তিনি সরাসরি সুলতানের কাছে জবাবদিহি করবেন। গত কয়েক বছর ধরে মহিলাদেরকে ওমান গুরুত্বপূর্ণ কাজে উৎসাহিত করছে। তাদেরকে রাষ্ট্রদূত করা হচ্ছে এবং আণ্ডার সেক্রেটারীর মত গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা হচ্ছে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

বিশ্বের সর্বোচ্চ সোলার টাওয়ার

আকাশ ছোঁয়া সোলার টাওয়ার নির্মাণ এখন অস্ট্রেলিয়ার পরিকল্পনাধীন। জ্বালানি সাশ্রয় করে বিশাল এই প্রকল্পটি সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপায়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে। সূর্যালোক এর বিদ্যুতের উৎস। ২০ হাযার একর জায়গা জুড়ে খোলা আকাশে থাকবে টাওয়ারটির বিশাল কাচের ছাদ। কাচের ছাদের নীচের বাতাস সূর্যের তাপে উত্তপ্ত হয়ে উপরে উঠে আসবে। বাতাস বেরিয়ে যাবে এর মধ্যে স্থাপিত চিমনি দিয়ে। আর বাতাসের মাধ্যমে কাজে লাগানো হবে ৩২টি টারবাইন। ২৪ ঘন্টা ঘুরতে থাকবে টারবাইনগুলি। সারাক্ষণ উৎপাদন করবে বিদ্যুৎ। এর মাধ্যমে উৎপাদিত বিদ্যুৎ প্রায় ২ লাখ বাড়ীতে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ চাহিদার যোগানদানে সক্ষম।

এই সোলার প্রকল্পটি অস্ট্রেলিয়ান সরকারের অনুমোদনে রয়েছে। এর নির্মাণ খরচ পড়বে প্রায় ৮শ' মিলিয়ন ডলার। এর টাওয়ারের উচ্চতা এক কিলোমিটার। মানুষ নির্মিত টাওয়ারের মধ্যে এটিই হবে সর্বোচ্চ।

এই প্রকল্পে প্রায় ৭ লাখ টন গ্রীন হাউজ গ্যাস সাশ্রয় করবে- যা কয়লা বা জ্বালানি তেল পোড়ানোর ফলে নির্গত হ'ত। কালো ধুঁয়ায় আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে যেত। অস্ট্রেলিয়ার সোলার টাওয়ার এবং বাংলাদেশী বিজ্ঞানী ডঃ নজমুল হুদার উদ্ভাবিত বিদ্যুৎ উৎপাদন পদ্ধতি পরিবেশ বিপর্যয়ের হাত থেকে বিশ্বকে রক্ষা করতে পারে। পরিবেশ সচেতনতাকে সামাজিক আন্দোলনে রূপ দিয়ে আমাদের ভাবী প্রজন্মের স্বার্থে প্রচলিত পরিবেশের ক্ষতিকারক শিল্প উৎপাদন পদ্ধতিকে পরিত্যাগ করে নতুন নতুন পরিবেশ সহায়ক উদ্ভাবনকে স্বাগত জানাতে হবে।

চোখের পানি কিভাবে সৃষ্টি হয়

প্রতিবার চোখের পাতা ফেলার সাথে সাথে চোখের ল্যাক্রিমাল গ্রন্থি থেকে সামান্য পানি বেরিয়ে আসে এবং চোখের ভেতর দিকের কোনের পথ দিয়ে নাকের কাছে একটি থলিতে চলে যায়। কোন উত্তেজক গন্ধ বা মানসিক আবেগে এ গ্রন্থি উদ্দীপ্ত হ'লে অতিরিক্ত পানি বেরিয়ে আসে। কিন্তু সব পানি থলিতে যেতে পারে না। তাই পানির ধারা চোখ দিয়ে বেরিয়ে আসে।

পৃথিবীর নিকটতম তারা

পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের তারাটির নাম প্রক্সিমা সেন্টোরি। তারাটি আবিষ্কৃত হয় ১৯১৫ সালে। পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব মাত্র ৪২২ আলোকবর্ষ। মাইল হিসাবে দেখাতে গেলে হয় ২৪,৮০,০০০,০০,০০,০০০ মাইল বা ৪০০×১০১৩ কিলোমিটার।

ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উঁচু স্থানে ঠাণ্ডা বেশী কেন?

ভূ-পৃষ্ঠ থেকে যত উপরে উঠা যায় ততই সূর্যের উত্তাপ কম এবং ঠাণ্ডা বেশী। আর এ জন্যই সূর্যের কাছাকাছি হওয়া সত্ত্বেও হিমালয়ের বরফ গলে যায় না। উঁচুতে উঠলে আসলেই তাপমাত্রা কমতে থাকে। এর পেছনে দু'টি কারণ আছে। যদিও বাতাস সূর্যরশ্মি থেকে অনেক বেশী বিকিরণ শোষণ করে নেয়, অথচ সেই সাথে তাপরশ্মি কিন্তু খুব একটা শোষিত হয় না। সেটা শোষণ করে ভূ-ত্বক। তারপর সংলগ্ন বায়ুস্তরকে গরম করে তোলে পরিচলন পদ্ধতি। ফলে ভূ-ত্বকের অর্থাৎ সমতল ভূমিতে তাপমাত্রা বেশী অনুভূত হয় উঁচু পাহাড়ের তুলনায়। তাছাড়া উপরে উঠতে থাকলে বাতাসের ঘনত্ব ও চাপ অনেক কমে যায়। সেজন্য ভূমি সংলগ্ন গরম হাওয়া উপরে উঠলে সেটা প্রসারিত হয়, পাশাপাশি ঠাণ্ডা হয়ে যায়। এ কারণে গরম হাওয়া বেশী উঁচুতে উঠতে পারে না। গরম হাওয়া উপরের ঠাণ্ডা স্তরগুলির তুলনায় ভূ-তলের কাছাকাছি অঞ্চলেই আবদ্ধ থেকে যায়।

এম, এস মানি চেঞ্জার
বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত
বিদেশী মুদ্রা, ডলার, পাউণ্ড, স্টার্লিং, ডয়েস মার্ক, ফ্রেঞ্চ ফ্রাঙ্ক, সুইস ফ্রাঙ্ক, ইয়েন, দীনার, রিয়াল ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় করা হয়। ডলারের ড্রাফ্‌ট সরাসরি নগদ টাকায় ক্রয় করা হয় ও পাসপোর্ট ডলার সহ এনডোর্সমেন্ট করা হয়।
প্রোঃ মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম
সাহেব বাজার, জিরো পয়েন্ট, রাজশাহী
(সোনালী ব্যাংকের পশ্চিমে)
ফোনঃ ৮৮০-০৭২১-৭৭৫৯০২
মোবাইলঃ ০১৭১-...৫৭৮; ০১৭১-৯৩০৯৬৬।

খান হোটেল এণ্ড রেষ্টুরেন্ট
[ইসরাত আযম খাঁন স্বত্বাধিকারী]
নিজস্ব তৈরী দৈ-মিষ্টি, বিরিয়ানী, তেহারী, পোলাও-মাংস, মাছ-ভাত ও যাবতীয় তেলে ভাজা খাবারের অনন্য প্রতিষ্ঠান। অর্ডার অনুযায়ী যেকোন অনুষ্ঠানে ২৪ ঘন্টার মধ্যে খাবার সরবরাহ করা হয়।
আমাদের কোথাও কোন শাখা নেই
বিমান বন্দর রোড, রেলগেট, গৌরহাঙ্গা
গোড়ামারা, রাজশাহী
ফোনঃ ৭৭৪৬০৫, মোবাইলঃ ০...

জনমত কলাম

আমরা কেমন মুসলমান?

আল্লাহ পাক মুমিনগণকে ইসলামে পুরোপুরি দাখিল হ'তে বলেছেন এবং মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করতে নিষেধ করেছেন *(বাক্বারাহ ২০৮, আলে ইমরান ১০২)*। ইসলামে পুরোপুরি দাখিল হওয়ার অর্থ আমি আমার সামান্য জ্ঞানে যা বুঝেছি, তাহ'ল ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে। একটি মানলাম, আরেকটি মানলাম না, তাহ'লে ইসলামে পুরোপুরি দাখিল হওয়া হ'ল না। যেমন একটি ছাত্র কয়েক বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে আরগুলি অথবা একটি বিষয়েও পরীক্ষা না দিলে সে যেমন পাসের আশা করতে পারে না, তদ্রূপ ইসলামের কোন কোন রোকন ভালভাবে প্রতিপালন করলাম আর কতকগুলি করলাম না, তাহ'লে আমি ইসলামে পুরোপুরি দাখিল হ'তে পারিনি। আমার অর্থ আছে কিন্তু যাকাত দেই না এবং হজ্জ করিনি, তবে আমি ছালাত, ছিয়াম যথাযথভাবে প্রতিপালন করি। এরূপ আমলকারী হ'লে ইসলামে পুরোপুরি দাখিল হওয়া বুঝায় না।

আমরা জানি, ডাক্তারের ছেলে হ'লেই ডাক্তার হয় না, ডাক্তারী যোগ্যতা অর্জনের পর ডাক্তার হয়। বিভিন্ন পেশাজীবি মানুষকে পেশা ভিত্তিক দক্ষতা লাভের পরই সেই পেশার লোক হিসাবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। তদ্রূপ মুসলমানের ছেলে হ'লেই মুসলমান হয় না, মুসলমানের গুণাবলী অর্জন করতে হয়। একজন অন্য ধর্মের লোকও ইসলাম গ্রহণের পর ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান মেনে চলে একজন খাঁটি মুসলমান হ'তে পারে। একদিন আগে যে ইসলামের ঘোর শত্রু ছিল, সর্বান্তঃকরণে ইসলাম কবুল করার পর সে-ই ইসলামের চরম খাদেম হয়ে যায়। মুসলমান হওয়ার জন্য মানুষকে ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান মেনে নিতে হবে এবং সে সকল বিধান মোতাবেক জীবন যাপন করতে হবে। আল্লাহ পাক সম্ভবতঃ এরূপ মুসলমান না হয়ে মরতে নিষেধ করেছেন। মুসলমান না হ'লে তার পরিণতি সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন, 'যারা কুফরী করে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাদের কারো নিকট হ'তে পৃথিবী পূর্ণ স্বর্ণ বিনিময় হিসাবে প্রদান করা হ'লে তা কখনও কবুল করা হবে না, এরাই তারা যাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি, তাদের কোন সাহায্যকারী নেই' *(আলে ইমরান ৯১)*।

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করলে আমাদের মুসলমান নামের সার্থকতা নেই বললেই চলে। কেননা, এদেশের ক'জন লোক কুরআন-হাদীছ মেনে চলে? যে নগন্য সংখ্যক লোক ধর্মীয় কিছু আমল করেন,

সেগুলিও আবার কুরআন ও হাদীছ ভিত্তিক নয়। এর ভুরি ভুরি প্রমাণ রয়েছে। আমি কেবল দু'টি উদাহরণ পেশ করছি।-

(১) মৃত মুসলিম ব্যক্তিকে বিনা ফাতেহায় জানাযার ছালাত পড়ে দাফন করা হয়ে থাকে। অথচ মুসলমান মাত্রই আমরা কথায় বিশ্বাসী যে, মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের পরই বিশুদ্ধতার দিক থেকে ইমাম বুখারীর অদ্বিতীয় গ্রন্থ ছহীহ বুখারীর স্থান। আলহাজ্জ মাওলানা মুহাম্মাদ আযীযুল হক ছাহেবের অনুবাদকৃত বুখারী শরীফের ৬৯৫ নং হাদীছে সূরা ফাতেহা পড়ে জানাযার ছালাত আদায়ের কথা উল্লেখ আছে।

(২) ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত ছালাত। এদেশের অধিকাংশ লোক ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়েন না। অথচ উক্ত হাদীছ গ্রন্থের ৪৪১ নং হাদীছের অনুবাদে বলা হয়েছে, 'যে ছালাতের মধ্যে সূরা আল্-হামদু না পড়িবে তাহার ছালাত হইবে না'। ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং অনেক প্রসিদ্ধ ইমামদের অভিমত এই যে, ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়তে হবে। দেশের অন্যতম ইসলামী চিন্তাবিদ ও প্রখ্যাত ব্যাগ্মী মাওলানা মুহাম্মাদ দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী কিছুদিন আগে রাজশাহী নগরীতে তাফসীর সম্মেলনে ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়ার আহ্বান জানিয়েছেন। সর্বশ্রেষ্ঠ হাদীছ গ্রন্থ বুখারী শরীফের আলোকে এবং মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদীর আহ্বানের সাথে আমিও এদেশবাসী সকল ছালাতী ভাই-বোনকে ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়তে আন্তরিকভাবে অনুরোধ করেছি। কেননা সূরা ফাতেহার মর্যাদা সর্বাধিক। আমি অনেক প্রসিদ্ধ ইসলামী জ্ঞানে পণ্ডিত ব্যক্তির মুখে শুনেছি, 'ফাতিহা-ই ছালাত'। মুসলিম সমাজের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, ধর্মের নামে কত যে অধর্ম, কত যে শিরক, বিদ'আত প্রতিপালিত হচ্ছে, তার ইয়ত্তা নেই। এসব ভুল আমল-আক্বীদার বিপরীতে সঠিক আমল-আক্বীদার কথা বললেই চরম প্রতিবাদের সম্মুখীন হ'তে হয়।

ইসলামের সর্বপ্রধান বুনিয়াদ তাওহীদ অর্থাৎ একত্ববাদ। বিশ্ব জগতের প্রভু এবং সবকিছুর মালিক এক আল্লাহ। এ বুনিয়াদে বিশ্বাসী হওয়ার জন্য ইসলাম মানব জাতিকে আহ্বান জানায়। ইসলামের এ আহ্বান যিনি মানুষের নিকট পৌঁছিয়েছেন, তিনিই আমাদের প্রাণপ্রিয় রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)। তাঁর কোন কোন কাজে বিস্মিত হয়ে এদেশের মুসলিম নামধারী কিছু সংখ্যক লোক আল্লাহতে ও তাঁর মধ্যে কোন পার্থক্য খুঁজে পায় না। তাদের মতে আল্লাহ ও রাসূল আলাদা নয় (নাঊযুবিল্লাহ)। এরা সূরা ইখলাছের অর্থই জানে না। এরা কি মুসলমান? কখনও নয়। এরা মুসলমান নামের কলংক। মুসলমান কখনও কবর পূজারী, পীর পূজারী হ'তে পারে না। কেননা ইসলাম এগুলি আদৌ সমর্থন করে না। অথচ এদেশে এদের সংখ্যা নগণ্য নয়।

মুসলমানদের ধর্মীয় আমল-আচরণ দৃষ্টে চিন্তিত না হয়ে পারা যায় না। আমি একজন প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক ছিলাম। আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা নিম্নস্তরের। কিন্তু আমার অনেক ছাত্র উচ্চ শিক্ষিত। আমি একদিন কাজ উপলক্ষে বান্দাইখাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে গিয়ে সালাম দিয়ে ঘরে ঢুকতেই আমার ছাত্র শিক্ষকরা দাঁড়িয়ে গেল। আমি বললাম, এভাবে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করা ইসলামী রীতি নয়। তারা অনেক যুক্তি দেখাল। আমি বললাম, এসব বিজাতীয় সংস্কৃতি। ইসলামী সংস্কৃতি সব সংস্কৃতি থেকে উন্নত।

এদেশের মাননীয় দেশনেত্রী প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলব, আপনি হজ্জব্রত পালন করেছেন এবং কয়েকবার উমরাহও করেছেন। কিন্তু প্রিয় নবীজির কবরে পুষ্পস্তবক দিতে দেখেছেন কি? যিনি বিশ্বের সেরা মানুষ, তাঁর কবরে পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করা হয় না, আপনারা শহীদ জিয়ার কবরে এবং শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করবেন কেন? আপনি তো একজন মুসলিম রমনী। আপনাকে ইসলামের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে। তবেই তো আপনি মুসলিম। আমি অতি আন্তরিকতার সাথে অনুরোধ করি, আপনারা শহীদ জিয়ার কবরে এবং শহীদমিনারে পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করবেন না। কেননা, এসব ইসলাম অনুমোদিত নয়। তাছাড়া শহীদ জিয়ার আত্মার কল্যাণের জন্য তাঁর কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ করার কোন আবশ্যকতা নেই। কারণ তিনি তাঁর কর্মের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্র দরবারে সম্ভবতঃ সাফল্য লাভে ধন্য হয়েছেন। মানুষকে কর্মের মাধ্যমেই সাফল্য লাভ করতে হয়, কি জাগতিক, কি পারলৌকিক। জাতীয় সংসদের সকল সম্মানিত সদস্যদের প্রতি আমার আকুল আবেদন, আপনারাও কর্মের মাধ্যমে জনমনে আসন করুন। বাহ্যিক পালিত এসব অনুষ্ঠানের কোনই মূল্য মহান আল্লাহ্র কাছে নেই। আল্লাহ্র কাছে মূল্য আছে, তাঁর প্রিয় বান্দা ও জগতের সেরা মানুষ হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আদর্শাবলীর বাস্তবায়নের মাধ্যমে। আমি কামনা করি, আপনারাও চেষ্টিত হয়ে তাঁর আদর্শে আদর্শবান হৌন।

** মুহাম্মাদ আতাউর রহমান*
সাং- সন্ন্যাসবাড়ী, পোঃ বান্দাইখাড়া
যেলা- নওগাঁ।

আহলেহাদীছ আন্দোলন চায় এমন একটি ইসলামী সমাজ যেখানে থাকবে না প্রগতির নামে কোন বিজাতীয় মতবাদ; না থাকবে ইসলামের নামে কোনরূপ মাযহাবী সংকীর্ণতাবাদ।

মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৭ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৭ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৭ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৭ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৭ম সংখ্যা

সংগঠন সংবাদ

কেন্দ্রীয় তাবলীগী ইজতেমা ২০০৩

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে গত ১৩ ও ১৪ই মার্চ বৃহস্পতি ও শুক্রবার দু'দিন ব্যাপী বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া রাজশাহীর অনতিদূরে রাজশাহী কেন্দ্রীয় ট্রাক টার্মিনালে অত্যন্ত সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়। ফালিল্লা-হিল হাম্‌দ। ১ম দিন বাদ আছর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া-র হেফয বিভাগের প্রধান হাফেয লুৎফর রহমান-এর তেলাওয়াতে কালামে পাকের মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। অতঃপর স্বাগত ভাষণ পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর ও তাবলীগী ইজতেমা ব্যবস্থাপনা কমিটির আহ্বায়ক শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। দেশের বিভিন্ন যেলা থেকে আগত কর্মী ও শ্রোতামণ্ডলীর উদ্দেশ্যে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন তাবলীগী ইজতেমার সম্মানিত সভাপতি, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

স্বাগত ভাষণঃ

স্বাগত ভাষণে মুহতারাম নায়েবে আমীর ও তাবলীগী ইজতেমা ব্যবস্থাপনা কমিটির সম্মানিত আহ্বায়ক শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী স্থানীয় এবং দেশের দূরদূরান্ত থেকে ইজতেমায় আগত সর্বস্তরের মানুষকে আহলান ওয়া সাহলান জানিয়ে বলেন, প্রতিবছরের ন্যায় এবারও রাজশাহীর ঐতিহ্যবাহী নওদাপাড়া ট্রাক টার্মিনালে তাবলীগী ইজতেমার আয়োজন করতে পেরে সর্বাগ্রে আমরা মহান আল্লাহ পাকের দরবারে লাখো সিজদায়ে শুকর জানাই। তিনি উপস্থিত উলামায়ে কেরাম, শ্রোতামণ্ডলী, সেচ্ছাসেবক ও ইজতেমায় বিভিন্নভাবে সহযোগিতাকারীগণকে ধন্যবাদ ও স্বাগত জানান। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় উদ্যোগে এ ধরনের তাবলীগী ইজতেমার উদ্দেশ্য হচ্ছে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াত সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌছে দেওয়া। তিনি বলেন, কারো প্রতি আমাদের কোন হিংসা-বিদ্বেষ নেই। আমাদের শত্রুতা ও মিত্রতা স্রেফ আল্লাহ্‌র জন্য। তিনি উপস্থিত বিশাল জনতাকে ইজতেমা শেষ হওয়া পর্যন্ত সুশৃঙ্খলতার সাথে প্যাণ্ডেলে অবস্থানের আহ্বান জানান।

উদ্বোধনী ভাষণঃ

১৩ই মার্চ বৃহস্পতিবার বাদ আছর তাবলীগী ইজতেমার উদ্বোধনী ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, ইসলামের সঠিক দাওয়াত সর্বস্তরের জনগণের নিকটে পৌছে দেওয়ার পবিত্র দায়িত্ব পালনের জন্যই বছরে একবার জাতীয় ভিত্তিক এই তাবলীগী ইজতেমার আয়োজন করা হয়ে থাকে। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ -এর দাওয়াত কোন দলীয় দাওয়াত নয়, এটি নির্ভেজাল ইসলামের দাওয়াত। ইসলাম যেমন পূর্ণাঙ্গ জীবনের দাওয়াত, আহলেহাদীছ তেমনি পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের দাওয়াত। এ আন্দোলন সকল বনু আদমকে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কর্তৃক সর্বশেষ 'অহি'-র মাধ্যমে প্রেরিত চূড়ান্ত সত্য ও কল্যাণের দিকে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানায়। তিনি বলেন, সকল নবী-রাসূল ছিলেন গোত্রীয় নবী। কিন্তু শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ছিলেন বিশ্বনবী। তাঁর আনীত অহি-র বিধান ছিল বিশ্ববিধান। অতএব সেই অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠায় আত্মনিবেদনকারী 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' তেমনি বিশ্বমানবতার মুক্তি আন্দোলন। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ হ'ল এ আন্দোলনের একমাত্র 'গাইড বুক' এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হ'লেন এ আন্দোলনের কর্মীদের একমাত্র অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব বা উসওয়ায়ে হাসানাহ। শেষনবীর রেখে যাওয়া অহি-র বিধান অনুযায়ী নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন গড়ে তোলাই এ আন্দোলনের কর্মীদের একমাত্র সাধনা। তাই অন্যান্যদের তাবলীগী ইজতেমার সাথে অত্র তাবলীগী ইজতেমার বৈশিষ্ট্যগত ও আদর্শগত পার্থক্য সুস্পষ্ট।

তিনি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার প্রেরণায় অনুষ্ঠিত বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমার সার্বিক সাফল্যে সকলের সহযোগিতা এবং আল্লাহ পাকের অফুরন্ত সাহায্য প্রার্থনা করে দু'দিনব্যাপী তাবলীগী ইজতেমার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

আমীরে জামা'আতের ভাষণঃ

১ম দিনঃ তাবলীগী ইজতেমার ১ম দিন বাদ এশা প্রদত্ত ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত উপস্থিত বিশাল জনতার উদ্দেশ্যে আহলেহাদীছ-এর মৌলিক 'দাওয়াতে'র রূপরেখা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, এ পৃথিবীতে হরেক রকম দা'ওয়াত চলছে। মানুষ হরহামেশা বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে নানাবিধ প্রচারাভিযান শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু সকল দা'ওয়াত ও আহলেহাদীছের দা'ওয়াতের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। অন্যান্য দা'ওয়াত হ'ল ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন জ্ঞানী-মনীষীর চিন্তাপ্রসূত দা'ওয়াত। পক্ষান্তরে আহলেহাদীছের দা'ওয়াত হ'ল মানুষকে আল্লাহপ্রেরিত সর্বশেষ অহি-র বিধানের প্রতি দা'ওয়াত। আমাদের আহবান হ'লঃ ফিরে চল সকলে কিতাব ও সুন্নাহ্‌র দিকে। তিনি বলেন, ইসলামের নামে যেসব দা'ওয়াত চলছে, সেখানেও রয়েছে তাক্বলীদের প্রাদুর্ভাব। বিশ্বমানবতার মুক্তির জন্য অবতীর্ণ নির্ভেজাল দ্বীন ইসলামকেও আমরা দলীয়করণ করে ফেলেছি। শিরক ও বিদ'আতের মিশ্রণে ইসলাম তার আসল রূপ হারিয়ে ফেলেছে। ফলে রাজনীতির ময়দানে ইসলামের তেজিয়ান শ্লোগান আর টঙ্গীর ময়দানে আখেরী মুনাজাতে বিশাল জমায়েত, অন্যদিকে বিভিন্ন পীরের কবরে আয়োজিত ওরস ও ঈছালে ছওয়াবের বিরাট বিরাট মাহফিল কোনটাই আমাদের মানবিক ও সামাজিক জীবনে কোনরূপ মৌলিক পরিবর্তন আনতে পারছে না। তিনি বলেন, মানুষের নিজস্ব রায় কখনোই চূড়ান্ত সত্য বা মিথ্যার মানদণ্ড হ'তে পারে না। সেজন্য তাকে অবশ্যই তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ প্রেরিত বিধানের নিকটে আত্মসমর্পণ করতে হবে। মানুষের জ্ঞান আল্লাহ্‌র বিধানের ব্যাখ্যাতা হ'তে পারে, কিন্তু পরিবর্তনকারী হ'তে পারে না। কোন বিষয়ে বিরোধ মনে হ'লে অহি-র বিধানের নিকটে নিজস্ব জ্ঞানকে কুরবানী দিতে হবে। আর এখানেই মুসলিম ও অমুসলিমের পার্থক্য নির্দিষ্ট। 'মুসলিম' অর্থ আত্মসমর্পণকারী। যে মানুষ নিজ প্রবৃত্তিরূপী শয়তান থেকে মুখ ফিরিয়ে আল্লাহ প্রেরিত বিধানের নিকটে আত্মসমর্পণ করে, সেই-ই হ'ল প্রকৃত 'মুসলিম'। আর আল্লাহ্‌র বিধান সমূহ সংকলিত আকারে মওজুদ রয়েছে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহের মধ্যে। আমাদের দায়িত্ব হ'ল ঐ অভ্রান্ত বিধান সমূহের আলোকে নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক,

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন গড়ে তোলা। ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে এ যাবত যে সকল মুসলমান পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সার্বিক জীবন গড়ে তোলার আহ্বান নিয়ে ময়দানে কাজ করে যাচ্ছেন, তারাই ইতিহাসে 'আহলেহাদীছ' নামে খ্যাত। এটি তাদের বৈশিষ্ট্যগত নাম মাত্র। এটি কোন গোষ্ঠীগত নাম নয়। যার মধ্যে উক্ত বৈশিষ্ট্য নেই, তিনি প্রকৃত অর্থে আহলেহাদীছ নন। মোট কথা, জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের দিকে ফিরে যাওয়ার দা'ওয়াতকেই আহলেহাদীছ আন্দোলন বলা হয়।

এই দা'ওয়াতের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের জন্য তিনি আন্দোলনের সর্বস্তরের কর্মীকে কমপক্ষে **সপ্তাহে একদিন তা'লীমী বৈঠকে** বসার আহবান জানান এবং জনগণকে ইসলামের সঠিক আক্বীদা ও আমলের দিকে ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে এবং সর্বোপরি নিজেদের আত্মসংস্কারের মাধ্যমে মৃত্যুর আগেই জান্নাতের পাথেয় হাছিলের আহ্বান জানান।

২য় দিনঃ তাবলীগী ইজতেমার দ্বিতীয় দিন বাদ এশা মুহতারাম আমীরে জামা'আত দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল হ'তে আগত লক্ষাধিক জনতার সম্মুখে ইসলামে 'জিহাদে'র রূপরেখা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, ইসলামে জিহাদ সর্বাবস্থায় 'ফরয'। এই জিহাদ হবে শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে। অনৈসলামী রীতি-নীতির বিরুদ্ধে। কুরআন ও ছহীহ হাদীছ বিরোধী যাবতীয় আক্বীদা-আমল ও অপ-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে। মুসলমান কোন অবস্থাতেই বাতিলের নিকটে মাথা নত করতে পারে না। এই জিহাদ হবে প্রথমেই নিজ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে। অতঃপর পারিবারিক ও সামাজিক কু-প্রথার বিরুদ্ধে; যাবতীয় অন্যায়-দুর্নীতি ও ফিসক্ব-ফুজূরীর বিরুদ্ধে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা জিহাদ কর মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের মাল দ্বারা, জান দ্বারা ও যবান দ্বারা (আবুদাউদ প্রভৃতি)। এখানে 'যবান' শব্দটি কলম ও যাবতীয় আধুনিক প্রচার মাধ্যমকে শামিল করে। একাকী যেহেতু সমাজ সংস্কার সম্ভব নয়, তাই আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করার জন্য। মৃত্যুর পূর্বে তিনি পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়ে গেছেনঃ জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করা, আমীরের নির্দেশ শ্রবণ করা, তাঁর আনুগত্য করা, প্রয়োজনে হিজরত করা ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা' *(আহমাদ)*। এমনকি 'যদি কোন নির্জন ভূমিতে তিনজন মুসলমানও অবস্থান করে, তবে তাদের মধ্যে একজনকে তিনি 'আমীর' নিয়োগের নির্দেশ দিয়ে গেছেন' *(আহমাদ)*।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, জিহাদের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর দ্বীনকে বুলন্দ করা ও স্রেফ আল্লাহকে খুশী করা। যদি তাওহীদকে বুলন্দ না করে কেউ শিরক ও বিদ'আতকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রাণপাত করে কিংবা হকপন্থী নয় এমন কোন দল বা ব্যক্তিকে খুশী করার জন্য জান-মাল উৎসর্গ করে, তবে সেটা কখনোই ইসলামী পরিভাষায় 'জিহাদ' নয়। আর ঐ ব্যক্তি কখনোই 'শহীদ' নয়। সেজন্যেই ওমর ফারূক (রাঃ) একদা খুৎবায় বলেছিলেন, তোমরা বলো না যে, অমুক শহীদ, অমুক শহীদ, অমুক শহীদ। বরং ঐভাবে বল, যেভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যুবরণ করল কিংবা নিহত হ'ল, সেই ব্যক্তি শহীদ *(আহমাদ)*। এক্ষণে কে কোন উদ্দেশ্যে কোন রাস্তায় জীবন দিচ্ছে, প্রকৃত খবর আল্লাহ রাখেন। আমরা মুখে কাউকে 'শহীদ' আখ্যা দিতে পারি না। আর পারি না কারো জন্য 'শহীদ মিনার' বানাতে।

অতঃপর তিনি বলেন, সশস্ত্র জিহাদ মুসলমানের জন্য 'ফরযে কেফায়াহ'। মুসলমানদের কোন একটি অংশ উক্ত দায়িত্ব পালন করলে এবং তা যথেষ্ট হ'লে অন্যদের উপরে তা ফরয নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগেও সকল মুসলমানকে সর্বদা তিনি জিহাদে যেতে নির্দেশ দিতেন না। এমনকি নিজেও সর্বদা সকল জিহাদে অংশগ্রহণ করেননি। যদি সবাই সর্বদা অস্ত্র হাতে নিয়ে থাকে, তাহ'লে জিহাদের জন্য অপরিহার্য রসদপত্র, খাদ্য-সামগ্রী ও অন্যান্য আবশ্যিক বিষয়গুলির উৎপাদন ও সরবরাহ করবে কারা? তিনি বলেন, বাংলাদেশের পুলিশ, বি. ডি. আর. ও সেনাবাহিনী এদেশের জনগণের পক্ষ থেকে নিয়োজিত সশস্ত্র বাহিনী। তাদের হাতের অস্ত্র মূলতঃ আমাদের অস্ত্র। তাদের দায়িত্ব হ'ল দেশের নাগরিকদের জান-মাল, ইযযত ও দ্বীনের হেফাযত করা এবং সর্বোপরি দেশের স্বাধীনতাকে রক্ষা করা। তবে যদি কখনো শত্রু ব্যাপকভাবে হামলা করে ও সরকার আমাদেরকে তাদের সশস্ত্র প্রতিরোধের নির্দেশ দেন, তখন সশস্ত্র জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়া প্রত্যেক সক্ষম মুসলিম নাগরিকের উপর 'ফরযে আয়েন' হবে। এ ছাড়াও শত্রু যদি দোরগোড়ায় এসে যায়, তখন নিজের জান-মাল, ইযযত ও দ্বীন রক্ষার জন্য যেকোন উপায় অবলম্বন করার প্রতি শরী'আতের স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে এবং ঐ জন্য নিহত হ'লে তিনি 'শহীদ' হবেন বলে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, আহমদ, তিরমিযী)*।

তিনি বলেন, পাশ্চাত্যের চালান করা শেরেকী গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও অন্যান্য বিজাতীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করার নাম 'জিহাদ' নয়। অনুরূপভাবে শিরক ও বিদ'আত প্রতিষ্ঠার জন্য জান-মাল, সময়, শ্রম ও প্রতিভার অপচয় করার নামও জিহাদ নয়। বরং এসবের বিরুদ্ধে আপোষহীন ভূমিকা পালন করাই হ'ল প্রকৃত জিহাদ। শাহাদাতের তামান্না নিয়ে যদি কেউ আমৃত্যু উক্ত ভূমিকা পালন করেন, তাহ'লে বিছানায় মৃত্যুবরণ করেও তিনি শহীদের মর্যাদা পাবেন' *(মুসলিম)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ), এমনকি ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ সিপাহসালার খালেদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) পর্যন্ত বিছানায় মৃত্যুবরণ করেছেন। অথচ তাঁদেরই প্রচেষ্টায় পৃথিবীতে দ্বীন কায়েম হয়েছে।

তিনি বর্তমান অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, আজকে দেশে তালেবান ও জঙ্গী মুজাহিদ নিধনের জিগির তোলা হচ্ছে। রাজশাহীতে নাকি একটি সংগঠনের কেন্দ্র আছে। অথচ আমরা কখনো এদের নাম শুনিনি। সম্প্রতি তাদের একজনের বাড়ীতে একজন ভারতীয় হিন্দু নাগরিক আপত্তিকর কাগজপত্র সহ গোয়েন্দা পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে বলে পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে *(ঢাকা, দৈনিক প্রথম আলো ৭ই মার্চ'০৩, ১ম পৃঃ)*। ঐ হিন্দু নাগরিক (অসীম কুমার রায়) নিশ্চয়ই এদেশে ইসলাম কায়েম করতে আসেনি। তাই সরকারকে বলব, সাবধানে পা বাড়ান। ইসলামী জঙ্গী ধরার নামে অহেতুক টুপী-দাড়িওয়ালাদের পাকড়াও করে রিম্যাণ্ডের নামে নির্যাতন করবেন না। দেশের স্বাধীনতা ও ইসলামের শত্রুদের পাতা ফাঁদে পা দিবেন না। ইসলাম এদেশের স্বাধীনতার রক্ষাকবচ। ইসলাম না থাকলে স্বাধীনতা থাকবে না। তাই ইসলামকে সাহায্য করুন। বিরোধিতা করবেন না।

তিনি বলেন, এক সময় সর্বহারার রাজত্ব কায়েম করার ধোকা দিয়ে এদেশের তরুণদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে তাদের ভবিষ্যৎকে ধ্বংস করা হয়েছিল। আজ আবার সশস্ত্র জিহাদের জোশ সৃষ্টি করে কিছু তরুণকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চলছে। ওদিকে সাতক্ষীরাকে রাজধানী করে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পাঁচটি যেলা নিয়ে স্বাধীন 'বঙ্গভূমি' আন্দোলন চালানো হচ্ছে। কারা

এদের পিছনে ইন্ধন জোগাচ্ছে, কারা এদেরকে অর্থ ও অস্ত্র দিচ্ছে, আসল তথ্য বের করে আনুন। তিনি বলেন, হে তরুণ সমাজ! নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না। ইসলামের নামে ইসলামের শত্রুদের সৃষ্ট চক্রান্তজালে পা দিয়ো না।

তিনি সরকারকে লক্ষ্য করে বলেন, দেশের ঈমানদার জনগণের দেওয়া রাজস্বের পয়সা দিয়ে আপনারা দেশে 'শিরক' ও 'বিদ'আত' প্রতিষ্ঠা করবেন না। তিনি বলেন, ঘরে-বাইরে, অফিসে-আদালতে, দোকানে সর্বত্র ছবি ও মূর্তির জয়জয়কার চলছে। স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বত্র শহীদ মিনার, শহীদী স্তম্ভ, স্মৃতিসৌধ, ভাস্কর্য ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে সেখানে শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে বেনামীতে দেশব্যাপী মূর্তিপূজা চলছে। তিনি বলেন, যখন ঢাকা সেনানিবাসে 'শিখা অনির্বাণ'-এর সম্মুখে দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ককে মাথা নত করে শ্রদ্ধা জানাতে দেখি, তখন লজ্জায় আমাদের মাথা হেঁট হয়ে যায়। হে সরকার! হে সেনাবাহিনী! তোমার উন্নত ললাট স্রেফ আল্লাহ্‌র জন্য সিজদাবনত হবে। অন্য কারু জন্য নয়। যেদেশের সরকার ও সশস্ত্র বাহিনী আল্লাহ্‌র সাথে আগুনকে ও মূর্তিকে শরীক করে, আল্লাহ কখনোই তাদেরকে সাহায্য করবেন না। আল্লাহ মুশরিকদের জন্য জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন *(মায়েদাহ ৭২)*। তিনি বলেন, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী সৃষ্টিকে পরিচালনা করাই হ'ল আহলেহাদীছ -এর রাজনৈতিক দর্শন। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে মূর্তিমান জিহাদের নাম। আহলেহাদীছ আন্দোলন আধুনিক জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের নাম। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সমাজ সংস্কারের এক অকুতোভয় জিহাদী কাফেলার নাম।

পরিশেষে তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' জান্নাত পিয়াসী সকল মানুষের আন্দোলন। অতএব হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ নয়, আসুন আমরা মানুষ পরিষদ হই। প্রকৃত মুমিন যিনি, নিঃসন্দেহে তিনিই প্রকৃত মানুষ। আমাদের নবী শেষনবী ও বিশ্বনবী। কুরআন ও হাদীছ আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ 'অহি'। যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত বিশ্ব মানবতার সার্বিক কল্যাণে প্রেরিত হয়েছে। অতএব আসুন! আমরা মানবতাবাদী সকল মানুষ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়ার শপথ নিই এবং নিরন্তর দা'ওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমে সুন্দর সমাজ গঠনে ব্রতী হই।

উল্লেখ্য যে, আমীরে জামা'আতের বক্তৃতার পরে স্টেজে এসে বিভিন্ন যেলার ২০ জন পুরুষ ও পৃথক প্যাণ্ডেলে অবস্থানরত অনেক মহিলা 'আহলেহাদীছ' হয়ে যান। ফালিল্লা-হিল হাম্‌দ।

দু'দিন ব্যাপী তাবলীগী ইজতেমায় পূর্ব নির্ধারিত বিষয়বস্তু অনুযায়ী বক্তব্য রাখেনঃ নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী (রাজশাহী), কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম (মেহেরপুর), সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম (যশোর), প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডঃ লোকমান হোসাইন (ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া), তাবলীগ সম্পাদক শায়খ আব্দুর রশীদ (গাইবান্ধা), সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাওলানা মুছলেহুদ্দীন (টাঙ্গাইল), আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া-র মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ (রাজশাহী), খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী (জামালপুর), প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াদূদ (কুমিল্লা), 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, ঢাকা যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি হাফেয আব্দুছ ছামাদ, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-হাদীছ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ মুযযাম্মিল আলী, এহইয়াউত তুরাছ আল-ইসলামী ঢাকার নায়েবে মুদীর আবু আনাস শায়লী রাফ'আত ওছমান (সূদান), কেন্দ্রীয় শিল্পীবৃন্দ। আকরামুযযামান বিন আব্দুস সালাম (ঠাকুরগাঁ), আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার শিক্ষক মাওলানা রুস্তম আলী (রাজশাহী), মাওলানা ইকরামুল ইসলাম (রাজশাহী), মাওলানা মতীউর রহমান (সাতক্ষীরা, মাওলানা আমানুল্লাহ ইবনে ইসমাঈল (পাবনা), মাওলানা যাকারিয়া (টাঙ্গাইল), হাফেয আব্দুল আলীম (যশোর) প্রমুখ।

দু'দিন ব্যাপী তাবলীগী ইজতেমায় বিভিন্ন পর্যায়ে তেলাওয়াত পরিবেশন করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর হেফয বিভাগের প্রধান জনাব হাফেয লুৎফর রহমান (বগুড়া), জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ক্বারী মুহাম্মাদ আব্দুল বারী (নারায়ণগঞ্জ), হাফেয মুকাররাম বিন মুহসিন (রাজশাহী), হাফেয গোলাম রহমান (নাটোর) প্রমুখ।

ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন 'আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট), মুহাম্মাদ আফতাবুদ্দীন (পাবনা), শফীকুল ইসলাম (মেহেরপুর) ছাব্বির (বগুড়া) ও 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় শিল্পীবৃন্দ।

দ্বিতীয় দিন রাতে স্টেজে 'সোনামণি' সদস্যরা একটি মাদক বিরোধী আকর্ষণীয় সংলাপ পরিবেশন করে। পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট সোনামণিদের পাতায় দ্রষ্টব্য।

ওলামা সম্মেলনঃ

তাবলীগী ইজতেমার ২য় দিন সকাল সোয়া ৮-টায় প্রস্তাবিত বেসরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওলামা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে **মুহতারাম আমীরে জামা'আত** বলেন, 'আলেমগণ নবীর ওয়ারিছ ও তাঁর ইল্‌মের উত্তরাধিকারী। ইল্‌ম অন্বেষণকারীর জন্য আল্লাহ্‌র হুকুমে ফিরিশতাগণ তাদের ডানা বিছিয়ে দেন। আসমান ও যমীনে বসবাসকারী সকল প্রাণী এমনকি পানির মধ্যকার মৎস্যকুল পর্যন্ত আলেমদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে' 'আলেমদের মর্যাদা অন্যান্যদের উপরে নক্ষত্ররাজির উপরে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায়' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ)*। 'যে সকল আলেম মানুষকে ন্যায় ও কল্যাণের শিক্ষা দেন, তাদের উপরে আল্লাহ স্বয়ং এবং ফেরেশতামণ্ডলী, আসমান ও যমীনবাসী এমনকি পানির মধ্যকার মাছ ও গর্তের পিঁপড়াগুলি পর্যন্ত শান্তি বর্ষণ করে থাকে' *(তিরমিযী)*।

কিন্তু 'যদি আলেমগণ তাদের ইল্‌মকে অন্য আলেমদের সাথে ও জাহিলদের সাথে ঝগড়ার কাজে ব্যবহার করেন, কিংবা মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার কাজে ব্যবহার করেন, তবে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন' *(তিরমিযী)*। অনুরূপভাবে 'যে ব্যক্তি দুনিয়া হাছিলের জন্য ইলম শিক্ষা করবে, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করা দূরে থাকুক, জান্নাতের সুগন্ধিও লাভ করতে পারবে না' *(আবুদাঊদ প্রভৃতি)*।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত বর্তমান যুগে আলেমদের দুনিয়ামুখী প্রবণতা বৃদ্ধিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং সমাজ সংস্কারের মূল দায়িত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি

বলেন, এমনকি বহু আলেম তার ইল্‌মের সর্বনিম্ন দাবী অনুযায়ী ছালাতের ইমামতি, জুম'আর খুৎবা ইত্যাদি ব্যাপারেও অপারগতা প্রকাশ করেন। তিনি আলেমদেরকে স্ব স্ব মসজিদ বা মহল্লায় সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন তা'লীমী বৈঠকে বক্তা কিংবা শ্রোতা হিসাবে বসার অনুরোধ জানান।

এ প্রসঙ্গে তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর একটি হাদীছ উল্লেখ করেন। যেখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বনু ইস্রাঈলের একজন আলেম ও একজন আবেদের কথা বর্ণনা করে বলেন, আলেম ব্যক্তি ফরয ছালাত শেষে মুছল্লীদের সম্মুখে বসে যান ও তাদেরকে দ্বীনের তা'লীম দেন। অন্যদিকে আবেদ ব্যক্তি সারা দিন ছিয়াম পালন করেন ও সারা রাত্রি ইবাদতে কাটিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আবেদের উপরে ঐ আলেমের মর্যাদা ঐরূপ, যেরূপ আমার মর্যাদা তোমাদের উপরে' *(দারেমী)*। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) প্রতি বৃহস্পতিবার জনগণকে ওয়ায করতেন' *(বুঃ মুঃ)*।

অতএব আসুন! আমরা অন্ততঃ সপ্তাহে একটা দিন আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে বিনা পয়সায় জনগণকে তা'লীমী বৈঠকে বসাই। সম্ভব হ'লে আরেকটা দিন নিজের ঘরে পারিবারিক তা'লীমে ব্যয় করি। আর এর বিনিময় আমরা আল্লাহ্‌র নিকটে কামনা করি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, ঐ ইল্‌ম যা কোন উপকারে আসেনা, সেটি ঐ ধনভাণ্ডারের ন্যায় যা আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ হয় না' *(আহমাদ, দারেমী)*।

পরিশেষে তিনি আহলেহাদীছ আলেমদের লক্ষ্য করে বলেন, আপনারা মুসলিম সমাজের সত্যিকারের 'হাদী' বা পথ প্রদর্শক। আপনারা কোন বিদ'আতী বা ইসলাম বিরোধী সংগঠনে যোগ দিতে পারেন না কিংবা বিচ্ছিন্নভাবেও থাকতে পারেন না। আপনাদেরকে অবশ্যই সচেতনভাবে নির্দিষ্ট ইমারতের অধীনে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে সক্রিয়ভাবে জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করতে হবে। আমাদেরকে যেকোন মূল্যে আমাদের সমাজকে গড়ে তুলতে হবে। তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। এজন্য আগে নিজেদেরকে হিংসা ও অহংকার হ'তে তওবা করতে হবে। নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যশীল থাকলে যেকোন সমস্যা সহজেই সমাধান হওয়া সম্ভব। আমাদেরকে 'আবদুল্লাহ্'র পরিবর্তে 'হাবলুল্লাহ'কে সমবেতভাবে আকড়ে ধরতে হবে *(আলে ইমরান ১০৩)* এবং আমাদেরকেই এ বিষয়ে সমাজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে।

ওলামা সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তব্যে মাওলানা আব্দুর রশীদ (সঊদী মাবঊছ, গাইবান্ধা) এবং সভাপতির ভাষণে শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী (সঊদী মাবঊছ) ঐক্যবদ্ধভাবে সমাজ গঠনে ও সমাজ সংস্কারে আলেমদের দায়িত্ব ও কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন।

মহিলা সমাবেশঃ

তাবলীগী ইজতেমার ২য় দিন শুক্রবার বেলা সোয়া ১০-টা থেকে মহিলা প্যাণ্ডেলে সমবেত দেশের বিভিন্ন যেলা থেকে আগত মা-বোনদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে **মুহতারাম আমীরে জামা'আত** বলেন, মা-বোনেরা হ'লেন মণি-কাঞ্চনের উৎস। সকল নবী-রাসূল, আলেম-আবেদ ও জগদ্বিখ্যাত বীরপুরুষগণ সবাই মা-বোনদের কোলে লালিত-পালিত হয়েছেন। এ জন্যেই মায়েদের প্রতি সদ্ব্যবহারের জন্য সন্তানদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিন তিনবার তাকীদ করেছেন। 'মায়েদের পদতলে সন্তানের জান্নাত' বলা হয়েছে *(নাসাঈ, ইবনু মাজাহ)*। অন্যদিকে সামাজিক জীবনে নারী-পুরুষের পারস্পরিক সমানাধিকারের নিশ্চয়তা দিয়ে পবিত্র কুরআন ঘোষণা করেছে 'তারা তোমাদের পোষাক এবং তোমরা তাদের পোষাক' সমতুল্য *(বাক্বারাহ ১৮৭)*। তবে পারিবারিক ও সামাজিক নেতৃত্ব ও দায়িত্বের বোঝা আল্লাহ পাক পুরুষদের উপরে অর্পণ করেছেন। আল্লাহ বলেন, 'পুরুষেরা নারীদের উপরে কর্তৃত্বশীল' *(নিসা ৩৪)*। নারী ও পুরুষের পারস্পরিক মর্যাদাবোধ সমুন্নত রাখার জন্য বলা হয়েছে 'তুমি তাকে খাওয়াবে যখন তুমি খাবে। তুমি তাকে পরাবে, যখন তুমি পরবে' *(আহমাদ, আবুদাঊদ)*। বলা হয়েছে, 'তুমি যদি তোমার স্ত্রীর গালে এক লোকমা খাদ্য তুলে দাও, সেটার জন্যও তুমি আল্লাহ্‌র নিকটে পুরস্কৃত হবে' *(বুখারী, মুসলিম)*। বলা হয়েছে 'তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর নিকটে উত্তম' *(তিরমিযী)*।

নারী ও পুরুষের পারস্পরিক মহব্বত ও আনুগত্যের মাধ্যমেই পারিবারিক শান্তি ও অগ্রগতি নির্ভর করে। আর এর ফলেই আসে সামাজিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, নারীরা পুরুষের পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্ট। অতএব তোমরা তাদেরকে সর্বদা উপদেশ দাও' *(বুঃ মুঃ)*। তিনি বলেন, যদি আমি (আল্লাহ ব্যতীত) কাউকে সিজদা করার অনুমতি দিতাম, তাহ'লে স্ত্রীদেরকে তাদের স্বামীদের প্রতি সিজদা করার নির্দেশ দিতাম' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ)*। নারীদের সহজে জান্নাত পাওয়ার সুসংবাদ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যখন কোন মহিলা পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাত আদায় করে, রামাযানের ফরয ছিয়াম পালন করে, নিজের লজ্জাস্থান সমূহের হেফাযত করে ও স্বামীর আনুগত্য করে, তখন উক্ত মহিলা জান্নাতের যেকোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করুক' *(আবু না'ঈম, হাসান-ছহীহ)*।

পরিশেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত মা-বোনদেরকে তথাকথিত ক্ষমতায়নের নামে পাশ্চাত্যের শূন্যগর্ভ ও চটকদার শ্লোগানের প্রতি কর্ণপাত না করে ইসলামী জীবনধারার প্রতি আনুগত্যশীল হওয়ার আহ্বান জানান এবং তাদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জীবন গড়ার লক্ষ্যে সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকে নিয়মিতভাবে উপস্থিত থাকার আবেদন জানান। তিনি তাদেরকে তা'লীমী বৈঠকে আরবী ক্বায়েদা, ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ও মাসিক আত-তাহরীক -এর দরস, প্রবন্ধ ও প্রশ্নোত্তর থেকে নিয়মিত পাঠ গ্রহণের পরামর্শ দেন।

হেফয সমাপনঃ

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী-র হেফয বিভাগের তিন জন ছাত্র এ বৎসর পবিত্র কুরআনের হেফয সম্পন্ন করেছে। ইজতেমার ২য় দিন বাদ এশা তাদের পাগড়ী পরান 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী-র অধ্যক্ষ শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। হেফয সমাপনকারী ছাত্ররা হ'ল- যুনায়েদ বিন আলী শিকদার (ঢাকা), আখতারুযযামান (রাজশাহী) ও মুহাম্মাদ ইউসুফ আলী (রাজশাহী)।

বুশ-ব্লেয়ার চক্রকে ঠেকাতে জাতিসংঘের বাকী সদস্য দেশগুলি ইরাকের সাহায্যে এগিয়ে আসুন!

-আমীরে জামা'আত

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** গত ২২শে

মার্চ তারিখে সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন, জাতিসংঘ ও বিশ্বজনমতকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে বুশ-ব্লেয়ার চক্র দুর্বল ইরাকীদের উপরে বিনা কারণে যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে, আমরা তার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করছি। এর দ্বারা আমেরিকা তার বিশ্ব নেতৃত্বের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করেছে, তার কথিত গণতন্ত্রের ও মানবাধিকারের দাবী নস্যাৎ করেছে এবং সর্বোপরি সে নিজেকে বিশ্বের সর্বকালের সেরা সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আফগানিস্তান দখল ও সেখানে পুতুল সরকার বসানোর পর ইরাকে একই তৎপরতা শুরুর মাধ্যমে ইঙ্গ-মার্কিন চক্র তাদের চিরকালীন সাম্রাজ্যবাদী চেহারা পুনরায় উন্মোচিত করেছে।

তিনি বলেন, এক্ষনে জাতিসংঘের বাকী সদস্য রাষ্ট্রগুলির উচিত হবে এই দুই সন্ত্রাসী রাষ্ট্রকে জাতিসংঘ থেকে অনতিবিলম্বে বহিষ্কার করা এবং সকল রাষ্ট্রকে সাধ্যমত সবকিছু নিয়ে ইরাকের পাশে এসে দাঁড়ানো। একই সাথে আমরা ইঙ্গ-মার্কিন চক্রের লেজুড় মুসলিম রাষ্ট্রগুলিকে তাদের লেজুড়বৃত্তি পরিহার করে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার আহ্বান জানাচ্ছি। নইলে সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন তাদেরকেও আফগানিস্তান ও ইরাকের মত ভাগ্য বরণ করতে হবে ও চিরকাল এই আগ্রাসী কসাইদের ছুরির তলে মাথা রেখে বেঁচে থাকতে হবে।

অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠায় সংঘবদ্ধ হৌন

-জনগণের প্রতি আমীরে জামা'আত

রাণীপুরা, কাঞ্চন, নারায়ণগঞ্জঃ গত ২৮ শে ফেব্রুয়ারী'০৩ শুক্রবার রূপগঞ্জ উপযেলাধীন রাণীপুরা হাজী আবু তাহের ভূঁইয়া মহিলা সিনিয়র মাদরাসার ১৭তম বার্ষিক ইসলামী সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** জনগণের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, পৃথিবীর মানুষ যুগে যুগে বিভিন্ন মতবাদকে পরীক্ষা করেছে। কম্যুনিজম ও সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতার পরে এখন গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। সত্বর এসবের পতন ঘটবে। ইসলামের নামে আব্বাসী খেলাফতের আমলে ও ভারতীয় মুসলিম শাসনামলে মাযহাবী শাসনের তিক্ত স্মৃতিও ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ আছে। এক্ষণে মানবতার মুক্তি ও কল্যাণের একটাই মাত্র পথ খোলা আছে। আর সেটি হ'ল আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ 'অহি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথ। আসুন আমরা সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠায় সংঘবদ্ধ হই। তিনি এ বিষয়ে উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের জিহাদী ঐতিহ্যের রক্তঝরা ইতিহাস সকলকে স্মরণ করিয়ে দেন।

অবিভক্ত ভারতের জামা'আতে মুজাহেদীনের সাবেক নেতা স্থানীয় বর্ষিয়ান আলেম মাওলানা আবদুল হান্নানের (৮০) সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিগত ১৭ বছরের ইতিহাসের উক্ত বৃহত্তম ইসলামী সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতার সুযোগ্য পুত্র জনাব যহীরুল হক ভূঁইয়া। প্রধান বক্তা ছিলেন মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম *(সাতক্ষীরা)*। তিনি তাঁর বক্তৃতায় সমস্ত বিদ'আতী আন্দোলন ছেড়ে ছহীহ-শুদ্ধ ইসলামী আন্দোলন হিসাবে সকলকে আহলেহাদীছ আন্দোলনের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানান।

সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাওলানা সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব (টাঙ্গাইল), 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র ঢাকা যেলা সভাপতি হাফেয আবদুছ ছামাদ, কাঞ্চন কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খত্বীব মাওলানা শফীকুল ইসলাম (কুমিল্লা), মাওলানা আবদুশ শাকূর, মাওলানা বেলাল হোসাইন, মাওলানা গাযীউর রহমান প্রমুখ। সম্মেলনে কুরআন তেলাওয়াত করেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ক্বারী মুহাম্মাদ আবদুল বারী।

সম্মেলনের এক পর্যায়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আত কাঞ্চন এলাকা আহলেহাদীছ যুবসংঘের কর্মীদের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। ঢাকা যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি হাফেয আবদুছ ছামাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব ইঞ্জিনিয়ার আবদুল আযীয। প্রধান অতিথি মুহতারাম আমীরে জামা'আত কাঞ্চন এলাকার ২৬টি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে আহলেহাদীছ আন্দোলনের অগ্রগতির খোঁজখবর নেন এবং যুবকর্মীদেরকে পরকালীন মুক্তির স্বার্থে পূর্ণ ইখলাছের সাথে দা'ওয়াত ও জিহাদের কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

সম্মেলনের পরদিন সকালে মুহতারাম আমীরে জামা'আত স্থানীয় বালক সিনিয়র মাদরাসা ও ইয়াতীমখানা পরিদর্শন করেন। অতঃপর তাওহীদ ট্রাষ্টের সৌজন্যে প্রতিষ্ঠিত রাণীপুরা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ পরিদর্শনে যান। তিনি মাওলানা আবদুল হান্নানের বাড়ীতেও কিছুক্ষণের জন্য বসেন ও স্থানীয় জনগণ ও তরুণদেরকে আহলেহাদীছ আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেন। এই সময় তাঁর সাথে সর্বক্ষণ সঙ্গ ও সহযোগিতা দেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা যেলার সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তাসলীম সরকার এবং স্থানীয় 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র কর্মীগণ।

উল্লেখ্য যে, আগের দিন বিকালে ঢাকা বিমানবন্দর থেকে মুহতারাম আমীরে জামা'আতকে প্রাইভেটকার যোগে নিয়ে আসা ও পরদিন সকাল ১০-টায় বিমানবন্দরে রেখে আসার সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন মাদরাসা প্রতিষ্ঠাতার সন্তানগণ ও যুবসংঘের কর্মীগণ। জাযা-হুমুল্লা-হু খায়রান।

কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও দফতর সম্পাদকের রাজবাড়ী সফর

বাহাদুরপুর, রাজবাড়ী॥ ২৮ ফেব্রুয়ারী, শুক্রবারঃ অদ্য 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ লোকমান হোসাইন এবং কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ বাহারুল ইসলাম এক সাংগঠনিক সফরে পাংশা থানার বাহাদুরপুর গ্রামে গমন করেন।

বাহাদুরপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা শেষে যেলা সভাপতি আবুল কালাম আযাদ-এর সভাপতিত্বে এবং যেলা প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল হোসাইন এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডঃ লোকমান হোসাইন বলেন, পরকালে মুক্তির জন্য কিছু পুঁজি সঞ্চয়ের প্রয়োজন। একমাত্র পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সার্বিক জীবন পরিচালনার মাধ্যমে সেই পুঁজি সঞ্চয় সম্ভব। আর এটিই আমাদের মূল টার্গেট। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের

মর্মমূলে জমায়েত হওয়ার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন বাহাদুরপুর জামে মসজিদের ইমাম জনাব আব্দুল্লাহেল বাকী।

মৈশালাঃ একইদিন বাদ আছর মৈশালা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় তাঁরা যোগদান করেন। যেলা সভাপতি আবুল কালাম আযাদের সভাপতিত্বে ও সহ-সভাপতি আব্দুর রউফ-এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে ডঃ লোকমান হোসাইন উপস্থিত মুছল্লীদের শিরক ও বিদ'আত মুক্ত সুন্নাতী জীবন যাপনের আহ্বান জানান।

আল্লাহ প্রেরিত বিধানকে সমবেতভাবে আকড়ে ধরুন

-যশোর যেলা সম্মেলনে আমীরে জামা'আত

কেশবপুর, যশোরঃ গত ৪ঠা মার্চ'০৩ মঙ্গলবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' যশোর যেলা সংগঠন কর্তৃক কেশবপুর ডিগ্রী কলেজ ময়দানে আয়োজিত স্মরণকালের বৃহত্তম ইসলামী সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান ডঃ **মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সর্বস্তরের জনগণের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, মতবাদ বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে সত্যিকারের শান্তি ও কল্যাণ চাইলে আমাদেরকে মানবরচিত যাবতীয় মতবাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে আল্লাহ প্রদত্ত সর্বশেষ 'অহি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত বিধান সমূহকে সমবেতভাবে আকড়িয়ে ধরতে হবে। তিনি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মানব সৃষ্ট মতবাদ সমূহের ক্ষতিকারিতা তুলে ধরেন এবং ইসলামপন্থী দলগুলিকে যাবতীয় সংকীর্ণতা পরিহার করে 'হাবলুল্লাহ' তথা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য যে, মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাঁর ভাষণের শুরুতে দুরারোগ্য ব্রেন ক্যান্সারে আক্রান্ত বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীস-এর মাননীয় সভাপতি প্রফেসর ডঃ **মুহাম্মাদ আব্দুল বারীর** আশু রোগমুক্তির জন্য সকলকে নিয়ে দো'আ করেন।

যশোর যেলা 'আন্দোলন' -এর সভাপতি অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইসলামী সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ লোকমান হোসাইন, দারুল ইফতা সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ (রাজশাহী), খুলনা সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস, এম, আব্দুল লতীফ ও অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম ও যেলা নেতৃবৃন্দ। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পেশ করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী প্রধান শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট)।

তাবলীগী সভা

পাঁচপীর, কুড়িগ্রাম॥ ৬ই মার্চ বৃহস্পতিবারঃ অদ্য কুড়িগ্রাম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে স্থানীয় পাঁচপীড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে বাদ মাগরিব এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা সভাপতি মাওলানা সিরাজুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' লালমণিরহাট যেলার সভাপতি মাওলানা মুস্তাযির রহমান, কুড়িগ্রাম যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রহীম, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

মধুর হাইল্যা, কুড়িগ্রাম॥ ৭ই মার্চ শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুড়িগ্রাম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে মধুর হাইল্যা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

'আন্দোলন'-এর এলাকা সভাপতি জনাব মাওলানা রহমতুল্লাহ-র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য পেশ করেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ। বিশেষ অতিথির বক্তব্য পেশ করেন যেলার সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মাওলানা আব্দুর রহীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন লালমণিরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল জলীল, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা মুস্তাযির রহমান, কুড়িগ্রাম যেলার উপদেষ্টা আলহাজ্জ ছদরুদ্দীন ও মুহাম্মাদ শামসুল হক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

তা'লীমী বৈঠক

পাঁচপীর মাষ্টার পাড়া, কুড়িগ্রাম॥ ৭ই মার্চ শুক্রবারঃ অদ্য বাদ ফজর কুড়িগ্রাম সাংগঠনিক যেলার পাঁচপীড় মাষ্টার পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মাওলানা আব্দুর রহীম এর পরিচালনায় তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত তা'লীমী বৈঠকে দাওয়াতে দ্বীনের গুরুত্ব বিষয়ে তা'লীম প্রদান করেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ। বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত ও তাজবীদ শিক্ষা প্রদান করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' লালমণিরহাট সাংগঠনিক যেলার সভাপতি জনাব মাওলানা মুস্তাযির রহমান।

ইসলামী সম্মেলন

পাঁজরভাঙ্গা, নওগাঁ॥ ১৮ই মার্চ মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নওগাঁ সাংগঠনিক যেলার পাহাড়পুর এলাকার উদ্যোগে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা সভাপতি জনাব আনীছুর রহমান মাষ্টার -এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর সঊদী মাবঊস শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর গাংগী ডিগ্রী কলেজের অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া-এর আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ লোকমান হোসাইন, কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মাওলানা মুছলেহুদ্দীন (ঢাকা), আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া-র মুহাদ্দেছ ও দারুল ইফতার সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ, নওগাঁ যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক মাওলানা শহীদুল ইসলাম ও মুহাম্মাদ আইয়ুব হোসাইন প্রমুখ।

সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পেশ করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর ছাত্র ও আলহেরা শিল্পী গোষ্ঠীর সদস্য মুহাম্মাদ মনীরুযযামান।

শঠিবাড়ী, রংপুর॥ ১৯শে মার্চ বুধবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রংপুর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে শঠিবাড়ী হাইস্কুল মাঠে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথির বক্তব্য পেশ করেন কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া-র মুহাদ্দেছ ও দারুল ইফতার সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ, যেলা 'যুবসংঘে'র সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুল ওয়ারেছ, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আতিফুর রহমান, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ সেকেন্দার আলী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন 'আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠির প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট)।

জামা'আতে আহলেহাদীছ বাংলাদেশ-এর যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

ঢাকা ২৮শে মার্চ শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ ইরাকের উপর ইঙ্গ-মার্কিন নগ্ন হামলার প্রতিবাদে 'জামা'আতে আহলেহাদীছ বাংলাদেশ'-এর পক্ষ থেকে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। পুরাতন ঢাকার বংশাল নতুন চৌরাস্তা থেকে শুরু এ বিক্ষোভ মিছিলটি রাজধানীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে মুক্তাঙ্গণে এসে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভার মাধ্যমে শেষ হয়। উক্ত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন 'জামা'আতে আহলেহাদীছ বাংলাদেশ'-এর আহ্বায়ক বংশাল বড় জামে মসজিদের পেশ ইমাম আলহাজ্জ শায়খ নো'মান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস'-এর প্রধান মুবাল্লিগ অধ্যাপক মাওলানা মোবারক আলী, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, 'জমঈয়তে শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ'-এর সভাপতি ইফতেখারুল আলম মাসঊদ, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা যেলার সেক্রেটারী আলহাজ্জ আযীমুদ্দীন, 'আহলেহাদীস লাইব্রেরী' ঢাকার সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আইয়ুব, নাজির বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব হাফেয শামসুল হক, মদীনাতুল উলুম মাদরাসা বংশাল-এর শিক্ষক হাফেয ইসমাঈল প্রমুখ।

সভায় বক্তাগণ অসহায় ইরাকীদের উপর স্মরণকালের ভয়াবহ ইঙ্গ-মার্কিন আগ্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা জানান এবং অবিলম্বে এ বর্বর হামলা বন্ধের আহ্বান জানান। তারা যুদ্ধাপরাধী হিসাবে বুশ-ব্লেয়ারের আন্তর্জাতিক আদালতে বিচার দাবী করেন। নির্যাতিত ইরাকীদের পক্ষে অবস্থান নেওয়া এবং ইঙ্গ-মার্কিন হামলার বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য তারা বাংলাদেশ সরকারের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। বক্তাগণ বিশ্বব্যাপী ইঙ্গ-মার্কিন ও ইহুদীদের পণ্য বর্জন এবং ওআইসি ও আরব লীগকে যুদ্ধ বন্ধের জন্য প্রয়োজনে শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান।

ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন আগ্রাসী হামলার প্রতিবাদে বিশাল গণমিছিল ও জনসমাবেশ

রাজশাহীঃ ৪ঠা এপ্রিল শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন হামলা বন্ধের দাবীতে যেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত তাওহীদী জনতার বিশাল গণমিছিল হেতেমখাঁ আহলেহাদীছ জামে মসজিদ থেকে শুরু হয়ে সাহেব বাজার জিরো পয়েন্টে গিয়ে সমাবেশে মিলিত হয়।

রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক ফারূক আহমাদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, জাতিসংঘ ও বিশ্বজনমতকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে বুশ-ব্লেয়ার চক্র দুর্বল ইরাকীদের উপরে বিনা কারণে যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে এবং নির্বিচারে শিশু-নারী ও বেসামরিক লোকদের গণহত্যা করে চলেছে, আমরা তার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করছি।

তিনি ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদী-খৃষ্টান নেতৃবৃন্দের বিগত ইতিহাস তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সম্প্রতি তারা আফগানিস্তান দখল ও সেখানে পুতুল সরকার বসানোর পর এবার ইরাক ও সঊদী আরব প্রতিটাকে তিন টুকরা করে বিশ্ব মানচিত্র থেকে তাদের অখণ্ড অবস্থান নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়। এর মাধ্যমে তারা যেমন সেখানকার অফুরন্ত তৈলভাণ্ডার দখল করতে চায়, অনুরূপভাবে মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী হওয়ার পথ রুদ্ধ করতে চায়। মুহতারাম আমীরে জামা'আত বর্তমান পরিস্থিতিতে মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দকে ইসলাম বৈরী ইহুদী-খৃষ্টান আন্তর্জাতিক অক্ষ শক্তির সাথে সকল প্রকার কুটনৈতিক ও ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিন্ন করার এবং তাদের বিরুদ্ধে তৈলাস্ত্র প্রয়োগ, তাদের উৎপাদিত পণ্য বর্জন ও তাদের পরিচালিত আন্তর্জাতিক এয়ারওয়েজ সমূহ বর্জনের আহ্বান জানান। তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রীকে অসহায় ইরাকীদের সাহায্যের জন্য 'ইরাক সাহায্য তহবিল' নামে পৃথক ফাণ্ড গঠনের আহ্বান জানান। তিনি বাংলাদেশ সন্ত্রাসী তালিকাভুক্ত করার মার্কিনী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই বর্তমান বিশ্বের সেরা সন্ত্রাসী রাষ্ট্র। অতএব অন্যদেরকে সন্ত্রাসী তালিকাভুক্ত করার কোন অধিকার আমেরিকার নেই।

সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম, আযীযুল্লাহ, কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর ভাইসপ্রিন্সিপাল মাওলানা সাঈদুর রহমান, মাসিক **'আত-তাহরীক'** পত্রিকার সম্পাদক মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, 'যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মুহাম্মাদ আতাউর রহমান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

অতঃপর সমাবেশ শেষে মিছিলটি লক্ষ্মীপুর মোড় হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে রেল গেইটে এসে সমাপ্ত হয়।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/২২৬)ঃ হিজড়া ব্যক্তি মারা গেলে তার জানাযা পড়তে হবে কি? কাফন দেওয়ার সময় তাকে পুরুষ না মহিলার কাফন দিতে হবে?

শফীকুল ইসলাম ছিদ্দীক্বী
ফুলবাড়ী, গাজীপুর।

উত্তরঃ হিজড়া পুরুষের আকৃতিতে হৌক বা নারীর আকৃতিতে হৌক মুসলিম হ'লে তার জানাযার ছালাত পড়তে হবে। কেননা হিজড়া হওয়ার কারণে সে অমুসলিম হয়ে যায়নি। ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নারী ও পুরুষের কাফন তিন কাপড় দিয়ে করতে হবে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তিনটি সাদা সূতী কাপড়ে কাফন দেওয়া হয়েছিল। তারমধ্যে ক্বামীছ ও পাগড়ী ছিল না *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৩৫ 'মৃতকে গোসল দেওয়া এবং কাফন পরানো' অনুচ্ছেদ)।*

উল্লেখ্য যে, নারীদের পাঁচ কাপড়ে কাফন দেওয়ার হাদীছটি 'যঈফ' *(আলবানী, যঈফ আবুদাউদ হা/৩১৫৭ 'মহিলাদের কাফন দেওয়া' অনুচ্ছেদ)।* অতএব মুসলিম হিজড়াকে তিনটি কাপড়ে কাফন দিতে হবে।

প্রশ্নঃ (২/২২৭)ঃ তেলাওয়াতের সিজদা ও তার তাসবীহ পাঠের শারঈ হুকুম কি? ছালাতের মধ্যেকার তেলাওয়াতের সিজদা ছালাত শেষে আদায় করলে শরী'আত সম্মত হবে কি?

-আযীযুল হক
সিতাইকুণ্ড, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ তেলাওয়াতের সিজদা ও তার তাসবীহ পাঠ সাথে সাথেই করা সুন্নাত *(বুখারী, মিশকাত হা/১০২৩ 'তেলাওয়াতের সিজদা' অনুচ্ছেদ)।* পরে আদায় করা বা ছালাত শেষে আদায় করার প্রয়োজন নেই। ওমর (রাঃ) বলেন, হে জনগণ! আমরা তেলাওয়াতের সিজদার স্থানসমূহ অতিক্রম করি। এক্ষণে যে ব্যক্তি সিজদা করল, সে সঠিক কাজ করল। যে ব্যক্তি সিজদা করল না, তার উপরে কোন গোনাহ নেই *(বুখারী, বুলুগুল মারাম হা/৩৪১ 'সহো সিজদা প্রভৃতি' অনুচ্ছেদ)।*

প্রশ্নঃ (৩/২২৮)ঃ হিন্দুদের মন্দিরের পাশের মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে কি? অথবা মন্দিরের বারান্দায় ছালাত আদায় করলে ছালাত হবে কি?

-ওবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ
সোনারচর, বাসাইল, টাঙ্গাইল।

উত্তরঃ কতকগুলি স্থান ব্যতীত সকল স্থানেই ছালাত আদায় করা জায়েয। যদিও কোন মসজিদ মন্দিরের পার্শ্বেও হয়। ছালাতের নিষিদ্ধ স্থানগুলি নিম্নরূপঃ (১) কবরস্থান (২) গোসলখানা (৩) উট বাঁধার স্থান (৪) অপবিত্র স্থান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যমীন সর্বত্রই মসজিদ, কবরস্থান ও গোসলখানা ব্যতীত *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৭৩৭, 'মসজিদ ও ছালাতের স্থানসমূহ' অনুচ্ছেদ)।*

অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উট বাঁধার স্থানে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৭৩৯)।* ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন, উটের মধ্যে শয়তানী ভাব ধারা থাকার কারণে নিষেধ করা হয়েছে, অপবিত্রতার কারণে নয়' *(মির'আতুল মাফাতীহ ২/৪৫২ পৃঃ)।*

উল্লেখ্য যে, সাতটি স্থানে ছালাত আদায় করা নিষিদ্ধ মর্মে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ বর্ণিত হাদীছটির সনদ 'যঈফ' *(আলবানী, মিশকাত হা/৭৩৮)।*

মন্দিরের চত্বরে এমনকি মন্দিরের মধ্যেও ছালাত আদায় করা জায়েয, যদি তার মধ্যে কোন ছবি ও মূর্তি না থাকে। ওমর (রাঃ) বলেন, আমরা তোমাদের গীর্জায় ছালাত আদায় করি না এজন্য যে, সেখানে মূর্তি থাকে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এমন গীর্জায় ছালাত আদায় করেছেন, যেখানে কোন ছবি বা মূর্তি ছিল না' *(বুখারী ১/৬২পৃঃ 'গীর্জায় ছালাত আদায় করা' অনুচ্ছেদ)।*

তবে এর অর্থ এটা নয় যে, গীর্জা বা মন্দিরকে মসজিদ বানিয়ে নিতে হবে। কেননা স্থায়ীভাবে কোন স্থানকে মসজিদ হিসাবে গ্রহণ করতে গেলে ঐ স্থানটিকে মসজিদের নামে 'ওয়াক্ফ' করতে হবে *(ছহীহ নাসাঈ হা/৩৩৭২-৭৩ 'মসজিদ সমূহ ওয়াক্ফ করা' অনুচ্ছেদ)।*

প্রশ্নঃ (৪/২২৯)ঃ কোন কাজ আরম্ভ করার আগে শুধু 'বিসমিল্লাহ' বলতে হবে নাকি 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' সম্পূর্ণটাই বলতে হবে? সঠিক উত্তরদানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আব্দুল করীম
সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ যে কোন কাজের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলা শরী'আত সম্মত। যেমন- পানাহার, পবিত্রতা অর্জন, গাড়ীতে আরোহণ ইত্যাদি *(আন'আম ১১৮, হূদ ৪১, মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪১৫৯, মুসলিম, মিশকাত হা/৪২৯৪, মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৫৩, কুরতুবী ১/৬৯পৃঃ)।* স্পষ্ট হাদীছের ভাষায় 'বিসমিল্লাহ' শব্দ এসেছে। তবে দু'টির অর্থ যেহেতু একই, সম্ভবতঃ সেকারণেই ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, প্রত্যেক কাজের শুরুতে শুধু 'বিসমিল্লাহ' বলা মুস্তাহাব। আর 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' সম্পূর্ণ বলাটা 'হাসান' উত্তম *(মুসলিম ২/১৭১পৃঃ 'খানা-পিনার শিষ্টাচার' অনুচ্ছেদ)।*

প্রশ্নঃ (৫/২৩০)ঃ চাটুকারিতা, দালালী এবং অন্যের কাছ থেকে কথা দিয়ে কথা নেওয়া, এমনকি সিআইডি-এর মাধ্যমে কথা নেওয়া যায় কি? যারা এরূপ করে তাদের পরিণাম কি হবে?

-সোলায়মান হোসাইন
সিরাজগঞ্জ।

Contents

উত্তরঃ বিক্রেতা তার পক্ষ থেকে কিছু লোক নিয়োগ করে যারা ক্রয়ের উদ্দেশ্যে নয়; বরং পণ্যের দাম বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দাম হাঁকে এবং মিথ্যা কসম করে। এ ধরনের প্রতারণামূলক দালালী করা নিষিদ্ধ। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতারণামূলক দালালী করতে নিষেধ করেছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুলূগুল মারাম হা/৭৯১ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়; বুখারী ১/২৮৭)*। যাবতীয় রকমের চাটুকারিতা, প্রতারণা ও অন্যায় দালালীর পরিণতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্র অঙ্গীকার ও স্বীয় শপথ সামান্য মূল্যে বিক্রি করে, পরকালে তাদের কোনই অংশ নেই, আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং ক্বিয়ামত দিবসে তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না। তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে' *(আলে ইমরান ৭৭; ঐ, তাফসীরে ইবনে কাছীর)*।

অন্যের গোপন তথ্য অনুসন্ধান করা থেকে বিরত থাকার আদেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, 'মুমিনগণ! তোমরা অধিক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয়ই কতক ধারণা পাপ এবং কারো গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না---*(হুজুরাত ১২)*।

তবে সিআইডি-র বিষয়টি আলাদা। কেননা এটি সরকারীভাবে রাখা হয় রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার স্বার্থে। এটি জায়েয রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীন কর্তৃক যুদ্ধ ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে এরূপ বহু নযীর রয়েছে। অবশ্য এটিকে যদি রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও জনকল্যাণের বদলে অন্য কোন অন্যায়পথে করা হয়, তবে তা জায়েয হবে না এবং সেটা আল্লাহ কর্তৃক উপরোক্ত সাধারণ নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত হবে।

প্রশ্নঃ (৬/২৩১)ঃ আমাদের ঈদগাহ ময়দানে দীর্ঘ দিন হ'তে মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুৎবা দেওয়া হ'ত, কিন্তু বর্তমানে মিম্বারে না উঠে মাটিতে দাঁড়িয়ে খুৎবা দেওয়া হচ্ছে। কারণ কোন কোন আলেম বলছেন যে, মিম্বারে উঠে খুৎবা দেওয়া জায়েয নয়। বিধায় দয়া করে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জবাব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আযহার আলী
ফলিত গণিত বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ মিম্বরে না দাঁড়িয়ে খুৎবা প্রদান করাই শরী'আত সম্মত। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদগাহে খুৎবা প্রদান করতেন বিনা মিম্বরে।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমাইয়া শাসক মারওয়ানের আমলে (৬৪-৬৫ হিঃ) তার নির্দেশে কাছীর ইবনে ছাল্ত ঈদগাহে প্রথম মিম্বর নির্মাণ করেন *(বুখারী ১/১৩১; মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫২ 'ঈদায়নের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*। অতএব, ঈদগাহে মিম্বর নির্মাণ করা সুন্নাত বিরোধী কাজ। এটি অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

প্রশ্নঃ (৭/২৩২)ঃ অপবিত্র অবস্থায় প্রচণ্ড ঠান্ডা বা অসুস্থতার কারণে তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করলে পরে গোসল করার সময় কি ফরয গোসলের নিয়ত করতে হবে? কনকনে ঠাণ্ডা বা অসুস্থতার কারণে ফরয গোসলে কষ্ট বোধ হ'লে শুধু ওযূ করে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ মুহসিন মলঙ্গী
ঝিনাইখালী, আলীপুর
বটিয়াঘাটা, খুলনা।

উত্তরঃ অপবিত্র ব্যক্তি অসুস্থতা বৃদ্ধির ভয়ে কিংবা মৃত্যুর আশংকার কারণে যে তায়াম্মুম দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করেছে, সে পবিত্রতা দ্বারাই গোসলের ফরযিইয়াত রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং পরবর্তীতে যদি গোসল করে, তবে তাকে আর ফরয গোসলের নিয়ত করতে হবে না। কারণ তায়াম্মুমই গোসলের স্থলাভিষিক্ত। কনকনে ঠাণ্ডা নয় বরং অসুস্থতা বৃদ্ধি জনিত কারণে ফরয গোসল করতে কষ্ট বোধ করলে যদি ওযূ করে ছালাত আদায় করে, তবে ছালাত আদায় হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা যদি অসুস্থ হয়ে থাক তাহ'লে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর' *(নিসা ৪৩)*।

প্রশ্নঃ (৮/২৩৩)ঃ মাথার চুল কত পদ্ধতিতে রাখা সুন্নাত? আধা ইঞ্চি চুল রাখা ও মাথা মুণ্ডন করা কি সুন্নাত সম্মত?

-মুহাম্মাদ আবুবকর ছিদ্দীক্ব
সহকারী শিক্ষক (অবঃ)
রুদ্রেশ্বর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
কাকিনা, কালিগঞ্জ, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ মাথার চুল লম্বা রাখা বা ছোট করে রাখা উভয়টিই জায়েয। তবে এটি 'সুনানুয যাওয়ায়েদ' বা ব্যবহারগত সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। শরী'আতে সুন্নাত উহাই যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বদা করেছেন। তবে মাঝে-মধ্যে ছেড়ে দিয়েছেন। যদি এই ধারাবাহিকতা ইবাদতগত পদ্ধতির মধ্যে হয়, তাহ'লে তা 'সুনানুল হুদা' হবে। যেমনঃ আযান, ইক্বামত, কুলি করা, নাকে পানি দেওয়া ইত্যাদি। এ ধরনের সুন্নাত ছেড়ে দেওয়াটা অপসন্দনীয়। পক্ষান্তরে যদি উহা ব্যবহারিক পদ্ধতির মধ্যে হয়, তাহ'লে তা 'সুনানুয যাওয়ায়েদ' হবে। যেমনঃ রাসূল (ছাঃ)-এর মেসওয়াক করা, তাঁর উঠা-বসা, পোষাক-পরিচ্ছেদ ও আহারের নিয়ম-নীতি ইত্যাদি। এ ধরনের সুন্নাতকে প্রতিষ্ঠা করা ভাল। তবে ছেড়ে দেওয়া অপসন্দনীয় নয়' (শরীফ জুরজানী, কিতাবুত তা'রীফাত, বৈরুত ছাপা ১৪০৮/১৯৮৮ 'সুন্নাতের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ, পৃঃ ১২২)।

আবু ইসহাক্ব বলেন, আবু আব্দুল্লাহ (ইমাম আহমাদ)-কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, যার মাথায় লম্বা চুল ছিল। তিনি বলেন, এটি উত্তম সুন্নাত। যদি আমরা সক্ষম হই, তাহ'লে আমরাও অনুরূপ লম্বা চুল রাখব। তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর 'জুম্মা' চুল ছিল। তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ৯ জন ছাহাবীর লম্বা চুল ছিল। ১০ জন ছাহাবীর 'জুম্মা' চুল ছিল। ইমাম আহমাদ

নিজে মধ্যম সাইজের চুল রাখতেন *(ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ১/৭৩-৭৪ পৃঃ 'চুল ছাঁটা ও মুণ্ডনের হুকুম' অনুচ্ছেদ)*।

উল্লেখ্য যে, বড় চুল তিন ধরনের। যথা (১) ওয়াফরা, যা কানের লতি পর্যন্ত। (২) লিম্মা, যা ঘাড়ের মধ্যখান পর্যন্ত। (৩) জুম্মা, যা ঘাড়ের নীচ পর্যন্ত।

এক্ষণে উপরের আলোচনা দ্বারা একথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, মাথার চুল রাখার বিষয়টি 'সুনানুয যাওয়ায়েদ' বা ব্যবহারগত সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। কেননা যদি এটি 'সুনানুল হুদা'র অন্তর্ভুক্ত হ'ত. তাহ'লে সকল ছাহাবী এ সুন্নাতের উপরে আমল করতেন ও চুল লম্বা রাখতেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, ১০ বা ১৯ জন ছাহাবী লম্বা চুল রেখেছেন। বাকীদের চুল ছোট ছিল।

প্রশ্নঃ (৯/২৩৪)ঃ তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনের ৯৬ পৃষ্ঠায় تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوْهَا এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখা হয়েছে যে, ছিয়াম অবস্থায় স্ত্রীর অতিরিক্ত নিকটবর্তী হওয়া, মুখের ভিতর কোন ঔষধ ব্যবহার করা প্রভৃতি মাকরূহ। তেমনিভাবে সময় শেষ হওয়ার সম্ভাবনা এড়ানোর জন্য সময়ের কিছুটা আগেই সাহরী খাওয়া শেষ করে দেয়া এবং ইফতার দু'চার মিনিট দেরীতে করা উত্তম'। অথচ আত-তাহরীক ডিসেম্বর ২০০০ ২১/৯১ এবং নভেম্বর'০২ ২৫/৬০ নং প্রশ্নোত্তরে লেখা হয়েছে, দেরীতে ইফতার করা ইহুদী-নাছারাদের অভ্যাস। এ মর্মে হাদীছও উল্লেখ করা হয়েছে। তাই উভয় প্রকার আলোচনায় বিভ্রান্তিতে পড়েছি। সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান
এশিয়ান টেক্সটাইল, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ সময় শেষ হওয়ার সম্ভাবনা এড়ানোর জন্য ২/৩ মিনিট দেরী করে ইফতার করা উত্তম মর্মে ব্যাখ্যাটি লেখকের মনগড়া এবং তা সম্পূর্ণ শরী'আত বিরোধী মত। ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ছায়েম সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ইফতার করবে। সূর্যাস্ত হ'ল কি-না সে সন্দেহে ২/৪ মিনিট দেরী করে ইফতার করা ইহুদী ও নাছারাদের কাজ বলে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) নিজেই মন্তব্য করেছেন *(আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত, হা/১৯৯৫ 'সাহারী ও ইফতার প্রভৃতি' অনুচ্ছেদ)*। অতএব রাসূল (ছাঃ) প্রদত্ত ব্যাখ্যাই মুমিনের জন্য গ্রহণীয়। অন্যের কোন ব্যাখ্যা নয়।

প্রশ্নঃ (১০/২৩৫)ঃ আমাদের গ্রামে একটি ঈদগাহ আছে, যা আমবাগানে অবস্থিত। ঈদগাহটির মালিকের শর্ত এই যে, ঈদায়নের ছালাত আদায়ের জন্য জমি দিচ্ছি কিন্তু যতদিন গাছ থাকবে ততদিন পর্যন্ত বাগানের মালিকানা আমার থাকবে। গ্রামের লোকজন বলছেন, উপরোক্ত শর্ত সাপেক্ষে উক্ত ঈদগাহে ছালাত জায়েয হবে না। বিষয়টি নিয়ে এলাকায় বেশ জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। দলীল ভিত্তিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুর রহীম (ইউ, পি, সদস্য)
বেলঘরিয়া, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ওয়াক্‌ফকারী তার ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি দ্বারা উপকৃত হ'তে পারে। সুতরাং ওয়াক্‌ফকারীর শর্তারোপকৃত উক্ত ঈদগাহ ময়দানে ছালাত আদায় করা জায়েয এবং তা শরী'আত সম্মত হবে। ওমর (রাঃ) তাঁর ওয়াক্‌ফ সম্পর্কে শর্তারোপ করেছিলেন যে, ওয়াক্‌ফের জমি তদারককারী মুতাওয়াল্লীর জন্য তা হ'তে কিছু খেতে বাধা নেই *(বুখারী, ২/২৫৯ পৃঃ বৈরুত ছাপা, ওয়াকফকারী কি তাঁর ওয়াকফ দ্বারা উপকৃত হ'তে পারে?' অনুচ্ছেদ; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩০০৮ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায় 'অনুদান' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১১/২৩৬)ঃ হেফাযতের উদ্দেশ্যে সূদী ব্যাংকে সূদ মুক্ত করে টাকা রাখা যায় কি?

-শহীদুল ইসলাম
যুগীখালী, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ হেফাযতের উদ্দেশ্যে সূদী ব্যাংকে টাকা রাখা যাবে না। কারণ তাতে পাপের সহযোগিতা করা হয়। আল্লাহ পাপের সহযোগিতা করতে নিষেধ করেছেন *(মায়েদা ২)*। তবে টাকা হেফাযতের অন্য কোন ব্যবস্থা না থাকলে নিরুপায় অবস্থায় রাখা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আল্লাহ যা তোমাদের উপর হারাম করেছেন, তা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন। তবে তোমরা নিরুপায় হয়ে পড়লে তা স্বতন্ত্র কথা... *(আন'আম ১১৯)*।

প্রশ্নঃ (১২/২৩৭)ঃ ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্রে ইক্ষু বিক্রির পর উক্ত ইক্ষুর দাম হিসাবে বিক্রেতাকে একটি বিল দেওয়া হয়। সেই বিলের টাকা সরকার নির্দিষ্ট সময়ে দিতে না পারায় কৃষকেরা বাধ্য হয়ে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীর শরণাপন্ন হন এবং কিছু কম টাকায় যেমন ১১০০ টাকার বিল ১০০০ টাকায় নগদে বিক্রি করে দেন। এ পদ্ধতিতে বিল ক্রয় করা শরী'আত সম্মত হবে কি?

-রবীউল ইসলাম
ক্রীড়া শিক্ষক, মহানগর মহাবিদ্যালয়, রাজশাহী।

উত্তরঃ ইক্ষু বিক্রয়ের বিলটি সরাসরি টাকা না হ'লেও টাকারই একটা রূপ। কাজেই এরূপ বিল ক্রয়-বিক্রয় সূদ হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একই বস্তুকে সমান সমান বিক্রি করতে বলেন এবং কমবেশী বিক্রিকে সূদ বলেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৯)*। তবে বস্তু পৃথক হ'লে কমবেশী গ্রহণ করা যায়। (যেমন এক কেজি চাউলের বিনিময়ে দেড় কেজি গম) *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৮)*। একদা জনৈক ছাহাবী দুই ছা খেজুরের পরিবর্তে এক ছা খেজুর ক্রয় করেন, তখন রাসূল (ছাঃ) বলেন, এটাই হচ্ছে আসল সূদ, এটাই হচ্ছে আসল সূদ' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৮১৪)*।

প্রশ্নঃ (১৩/২৩৮)ঃ এক ব্যক্তি গোরস্থানের জন্য জমি ওয়াক্‌ফ করেছেন পরবর্তীতে গোরস্থানের কমিটির নিকট হ'তে কিছু জমি ক্রয় করে মসজিদের নামে

ওয়াকফ করেছেন ও সেখানে মসজিদ নির্মিত হয়েছে। মসজিদের নীচে কোন কবর নেই। এক্ষণে প্রশ্ন হচ্ছে, এভাবে মসজিদ নির্মাণ করা ও সেখানে ছালাত আদায় করা শরী'আত সম্মত হবে কি?

-আব্দুল হালীম মিয়াঁ
গ্রামঃ চৌধুরী পাড়া, পোঃ কাঞ্চন
থানাঃ রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ প্রশ্নের আলোকে উক্ত স্থানে মসজিদ নির্মাণ ও সেথায় ছালাত আদায় করা শরী'আত সম্মত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, মসজিদের দেওয়াল ব্যতীত মসজিদ এবং গোরস্থানের মধ্যবর্তী স্থানে আলাদা প্রাচীর দিয়ে মসজিদকে পৃথক করে ফেলতে হবে। তাহ'লে উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবর তাঁর গৃহের প্রাচীর দ্বারা পৃথক করা ছিল এবং এখনও আছে *(দেখুনঃ 'আত-তাহরীক' এপ্রিল ও মে ৪৫/২৫৫; সেপ্টেম্বর ৩১/৩৯১, ২০০২)।*

প্রশ্নঃ (১৪/২৩৯)ঃ আমরা পূর্ব হ'তে ছালাত আদায় করে আসছি। বর্তমানে বেশ কিছু অসুবিধার জন্য পৃথক একটি মসজিদ নির্মাণ করে ছালাত আদায় করছি। কারণগুলিঃ (১) পূর্বের মসজিদের জমি মসজিদের নামে ওয়াকফকৃত নয় (২) বর্তমান মসজিদ থেকে ঐ মসজিদের দূরত্ব ১ কিঃ মিঃ (৩) মসজিদে যাতায়াতের ভাল রাস্তা নেই (৪) মুরব্বী দু'চারজন মাঝে মধ্যে জামা'আতে গেলেও ছোটরা জামা'আতে একবারেই যায় না (৫) মসজিদের অধীনে পরিবারের সংখ্যা ৪০০-এর মত। সমাজ বড় হওয়াতে মসজিদে মুছল্লী সংকুলান হয় না। অতএব এসব কারণে আমরা ৭০/৭৫ পরিবার মিলে সুবিধামত জায়গায় ৫ শতাংশ জমি ওয়াকফ করে গত ১২/১২/২০০১ইং তারিখ হ'তে পৃথকভাবে একটি মসজিদ নির্মাণ করে ছালাত আদায় করে আসছি। উক্ত মসজিদটি কুরআন-হাদীছ সম্মত হয়েছে কি-না জানালে আমরা খুবই উপকৃত হব।

-পরিচালনা কমিটি
চরগোজামানিকা মধ্যপাড়া জামে মসজিদ
থানাঃ মাদারগঞ্জ, জামালপুর।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত কারণগুলি যদি সঠিক হয়, তবে মুছল্লীদের পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে নতুন জামে মসজিদ নির্মাণ ও সেখানে ছালাত আদায় করায় শরী'আতের পক্ষ থেকে কোন বাধা নেই। কারণ প্রশ্নে বর্ণিত কারণ সমূহের মধ্যে 'মসজিদে যেরার' হওয়ার কোন কারণ নেই। 'মসজিদে যেরার' হওয়ার কারণ সমূহ হলঃ

১. অপর কোন মসজিদের ক্ষতি করার জন্য ২. কুফরী করার জন্য ৩. মুসলিম জামা'আতের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য ৪. আল্লাহ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের শত্রুদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করার জন্য *(তওবা ১০৭)।*

প্রশ্নঃ (১৫/২৪০)ঃ স্ত্রীর সাথে সদাচরণ করলে নাকি আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ভালবাসা কমে যায়। এটি হাদীছ, না-কি বানাওয়াট কথা?

-হাবীবুর রহমান
তারাপাইয়া, লাকসাম, কুমিল্লা।

উত্তরঃ উল্লেখিত বক্তব্যটি সম্পূর্ণ বানাওয়াট। শরী'আতে এ ধরনের কথার কোন অস্তিত্ব নেই। বরং স্ত্রীদের প্রতি সদাচরণ করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'তোমরা স্ত্রীদের সঙ্গে সৎভাবে জীবন যাপন কর' *(নিসা ১৯)।*

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সমগ্র দুনিয়া-ই একটি সম্পদ। আর তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হ'ল নেককার স্ত্রী' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮৩ 'বিবাহ' অধ্যায়)।* অতএব এটাই স্বাভাবিক কথা যে, স্ত্রী নেককার হ'লে স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা যেমন গভীর হয়, তেমনিভাবে তার মাধ্যমে আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্ক আরও উন্নত হয়।

প্রশ্নঃ (১৬/২৪১)ঃ চরিত্র ভাল হ'লে নাকি জান্নাতুল ফিরদাউস লাভ করা যাবে? এর সত্যতা জানতে চাই।

-সাইফুল্লাহ
কাকিনা বাজার, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ চরিত্র ভাল হ'লেই সে ব্যক্তি জান্নাতুল ফিরদাউস লাভ করবে এমনটি নয়। বরং সচ্চরিত্রতা জান্নাত লাভের অন্যতম প্রধান উপায়, যদি সে ব্যক্তি ঈমানদার হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ক্বিয়ামতের দিন মুমিনের পাল্লায় সর্বাপেক্ষা ভারী যে বস্তুটি রাখা হবে, তাহ'ল তার উত্তম চরিত্র *(ছহীহ তিরমিযী হা/১৬২৮-২৯ তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৫০৮১ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়)।*

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, উত্তম চরিত্র এবং আল্লাহভীতি মানুষকে বেশী জান্নাতে প্রবেশ করাবে *(তিরমিযী, তুহফাতুল আহওয়াযী ৬/১২০ পৃঃ, হা/২০৭২; বুলূগুল মারাম হা/১৫৩৪ 'উত্তম চরিত্র গঠনে উৎসাহ প্রদান' অধ্যায়; মিশকাত হা/৪৮৩২ 'শিষ্টাচা' অধ্যায়; তানক্বীহ ৩/৩১৩)।*

প্রশ্নঃ (১৭/২৪২)ঃ আমার একটি বিদেশী কুকুর আছে। আমি এটি বিক্রি করার ইচ্ছে করেছি। কুকুর বিক্রি করা শরী'আতে জায়েয আছে কি?

-রবীন সারওয়ার
ইন্দিরা রোড, রাজারবাজার, ঢাকা।

উত্তরঃ কুকুর বিক্রি করে তার মূল্য গ্রহণ করা সাধারণভাবে শরী'আতে নিষিদ্ধ। আবু মাসঊদ আনছারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কুকুরের বিক্রয় মূল্য, ব্যভিচারিণীর উপার্জন ও গণকের প্রতিদান গ্রহণ থেকে নিষেধ করেছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুলূগুল মারাম হা/৭৭১ তাহক্বীক্ব মুবারকপুরী 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)।*

প্রশ্নঃ (১৮/২৪৩)ঃ সিজদায়ে সহো যদি সালাম ফিরানোর পরে হয়, তবে তাশাহহুদ পড়ে সহো সিজদা দিতে হবে কি? সঠিক জওয়াবের প্রত্যাশায় রইলাম।

-মাওলানা আশরাফুল হক্ব

লালগোলা বাজার, মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ সিজদায়ে সহো সালামের আগে হৌক বা পরে হৌক শুধুমাত্র দু'টি সিজদা দিতে হবে, তাশাহহুদ নয় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১০১৪-১৭ 'সহো' অধ্যায়)*।

সিজদায়ে সহোর পরে তাশাহহুদ পড়ার ব্যাপারে ইমরান বিন হুছাইন (রাঃ) হ'তে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে, সেটি **'যঈফ'** *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইরওয়াউল গালীল হা/৪০৩, ২/১২৮-২৯পৃঃ)*। তাছাড়া একই রাবী কর্তৃক বর্ণিত বুখারী ও মুসলিমের ছহীহ হাদীছের বিরোধী। সেখানে তাশাহহুদের কথা নেই *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১০১৭ অধ্যায় ঐ; বিস্তারিত দেখুনঃ ছালাতুর রাসূল পৃঃ ৮৪)*।

প্রশ্নঃ *(১৯/২৪৪)ঃ ওযূর অঙ্গগুলি একবার অথবা তিনের অধিক বার ধোয়া যাবে কি?*

-আব্দুল জলীল
বাত্বহা, রিয়াদ, সঊদী আরব।

উত্তরঃ ওযূর অঙ্গগুলি এক, দুই বা তিনবার করে ধোয়া যাবে। তিনের বেশী হ'লে তা বাড়াবাড়ি হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একবার করে (ওযূর অঙ্গগুলি) ধোয়ে ওযূ করতেন। অন্য বর্ণনায় এসেছে, দুইবার করে ধৌত করে ওযূ করতেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৯৫-৯৬ ওযূর সুন্নাত' অধ্যায়)*। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিনবার করেই বেশী ধৌত করতেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৯৭ অধ্যায় ঐ)*। কিন্তু তিনের অধিক ধোয়াটা বাড়াবাড়ি *(নাসাঈ, ইবনু মাজাহ ও আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪১৭ অধ্যায় ঐ; দ্রঃ ছালাতুর রাসূল ৩৩ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ *(২০/২৪৫)ঃ বাচ্চা সাথে নিয়ে ছালাত আদায় করলে বাচ্চারা ছালাতের একাগ্রতা বিনষ্ট করে। ফলে ইমাম ছাহেব মসজিদে বাচ্চা নিয়ে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। এই নিষেধ করাটা কি ঠিক হয়েছে?*

-সেলিম রেযা
কুমারগাতী, হাজীপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ ছালাতে বাচ্চাদের সাথে করে নিয়ে যাওয়া অন্যায় নয় এবং বাচ্চাদের দ্বারা ছালাতের একাগ্রতা বিনষ্ট হয় এটাও ঠিক নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে এটি করেছেন।

আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে লোকদের ইমামতি করতে দেখেছি, এমতাবস্থায় নাতনী উসামা বিনতে আবিল' আছ তাঁর কাঁধে ছিল। যখন তিনি রুকূতে যেতেন, তখন তাকে রেখে দিতেন এবং যখন সিজদা হ'তে উঠতেন, তখন তাকে (পুনরায় কাঁধে) ফিরিয়ে নিতেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯৮৪ 'ছালাত' অধ্যায়)*।

অতএব ইমাম ছাহেবের বাচ্চাদের মসজিদে নিয়ে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করা ঠিক হয়নি। তাদেরকে আদর করে বুঝাতে হবে এবং তাদের কাতার হবে বড়দের পিছনে।

প্রশ্নঃ *(২১/২৪৬)ঃ আমার যাবতীয় সম্পত্তি স্ত্রীর নামে রেজিষ্ট্রি করে দিয়েছি। এখন স্ত্রী আমার অবাধ্য। কোন কথা শুনে না, ডাকলে সাড়া দেয় না। এদিকে তাকে তালাক দেওয়াও সম্ভবপর হচ্ছে না। স্বামীর খেদমত সম্পর্কে শরী'আতের বিধান এবং স্বামীর নির্দেশ অমান্যকারিণী স্ত্রীর পরিণতি জানিয়ে বাধিত করবেন।*

-আখতার হোসাইন
রহনপুর রেলষ্টেশন, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ স্ত্রীরা স্বামীর অনুগত হয়ে থাকবে এটাই আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল' *(নিসা ৩৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে যদি সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তাহ'লে স্ত্রীর উপর তার স্বামীকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম' *(তিরমিযী, হা/১১৫৯ সনদ ছহীহ মিশকাত হা/৩২৫৫ 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

অন্য হাদীছে এসেছে, স্বামী যদি স্বীয় স্ত্রীকে কোন প্রয়োজনে বা বিছানায় ডাকে আর সে যদি না আসে তাহ'লে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতাগণ ঐ স্ত্রীর উপর অভিসম্পাত করতে থাকেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩২৪৬ 'বিবাহ' অধ্যায়)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, চুলার নিকটেও যদি স্ত্রী থাকে তবুও স্বামীর ডাকের সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিতে হবে *(তিরমিযী সনদ ছহীহ মিশকাত হা/৩২৫৭ 'বিবাহ' অধ্যায়)*। অতএব স্বামীর হক নির্দেশ অমান্যকারিণী স্ত্রীর পরিণতি জাহান্নাম ব্যতীত কিছু নয়।

উল্লেখ্য যে, মোহরানা ব্যতীত অন্য কোন সম্পত্তি স্ত্রীর নামে রেজিষ্ট্রি করে দেওয়া নাজায়েয। 'কেননা আল্লাহ প্রত্যেক হকদারের জন্য তার হক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। অতএব ওয়ারিছের জন্য কোন অছিয়ত নেই' *(আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ প্রভৃতি, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩০৭৩ 'ফারায়েয' অধ্যায় 'অছিয়ত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ *(২২/২৪৭)ঃ সূরা আন'আমের ১৪১ নং আয়াতের ভিত্তিতে আমরা ধান ও গমের ওশর দিয়ে আসছি। ইদানিং গমের পরিবর্তে আলু চাষ করি এবং কোল্ড স্টোরে গুদামজাত করে সারা বছর রেখে দেই। এক্ষণে আলুর কি নেছাব পরিমাণ হ'লে যাকাত দিতে হবে?*

-মুঈনুদ্দীন আহমাদ
মহানন্দখালী, নওহাটা
পবা, রাজশাহী।

উত্তরঃ আলু خضروات তথা কাঁচামালের অন্তর্ভুক্ত। আর শরী'আতে কাঁচামালের জন্য ওশর নির্ধারণ করা হয়নি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ليس فى الخضروات زكاة 'কাঁচামালে কোন যাকাত নেই' *(ছহীহুল জামে' হা/৫৪১১)*। তবে তরি-তরকারী বিক্রয় লব্ধ অর্থে এক বছর অতিক্রম করলে এবং নেছাব পরিমাণ হ'লে শতকরা আড়াই টাকা হারে নিয়মমাফিক যাকাত দিতে হবে *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৭৯৯ 'যাকাত' অধ্যায় হাদীছ ছহীহ)*।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা'আলা সূরা আন'আমের ১৪১ নং আয়াতে দানা-শস্যের ওশর বের করার কথা বলেছেন, কাঁচা মালের নয়।

প্রশ্নঃ (২৩/২৪৮)ঃ ক্ষুধার্ত অবস্থায় ছালাতের সময় হ'লে আব্বা বললেন, আগে ছালাত আদায় কর, পরে খাও। কেননা আমি মিশকাতে একটি হাদীছ পেয়েছি যে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা খাদ্য অথবা অন্য কোন কারণে ছালাতে দেরী কর না'। উক্ত হাদীছটি সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আকরামুযযামান
মহিষ কুণ্ডি বাজার, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছটি মিশকাতের 'ছালাত' অধ্যায় 'জামা'আত ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে (শারাহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/১০৭১)। হাদীছটি 'মুনকার ও যঈফ' এবং প্রকাশ্য ছহীহ হাদীছের বিরোধী (দ্রঃ আলবানী, মিশকাত উক্ত হাদীছের টীকা নং ৩)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন যে, খানা-পিনা ও পেশাব-পায়খানার সময় কোন ছালাত নেই' (মুসলিম, মিশকাত হা/১০৫৭)। কাজেই সুন্নাত হচ্ছে খানা উপস্থিত হ'লে প্রথমে তা খেয়ে নেওয়া।

প্রশ্নঃ (২৪/২৪৯)ঃ আমরা রাজশাহী যেলার সুলতানগঞ্জের অধিবাসী। গত কুরবানীর দু'একদিন আগে আমাদের এলাকার অনেকের কুরবানী চুরি হয়ে যায়। কুরবানীর পশু না পাওয়ায় সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অনেকে পুনরায় কুরবানী কিনতে পারেনি। অনেকে আবার অর্থের অভাবে কিনতে পারেনি। এক্ষণে প্রশ্ন উক্ত ব্যক্তিগণ কুরবানীর নেকী পাবেন কি?

-আহমাদ আলী
পোঃ সুলতানগঞ্জ করিডোর
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত ব্যক্তিগণ কুরবানীর নেকী পাবেন। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'কুরবানীর পশুর গোশত আর রক্ত আল্লাহ তা'আলার নিকটে পৌঁছে না, তোমাদের হৃদয়ের তাক্বওয়াই কেবল তাঁর নিকটে পৌঁছে থাকে' (*হজ্জ ৩৭*)। সুতরাং কুরবানীর পশু হারিয়ে বা চুরি হয়ে গেলেও কুরবানী দাতা কুরবানীর নেকী পাবেন। যদি ঐ পশু পরে পাওয়া যায়, তবে তখনই তা আল্লাহ্র রাহে যবহ করে দিতে হবে। *দ্রঃ মাসায়েলে কুরবানী পৃঃ ১২; কিতাবুল উম্ম ২/২২৫।*

প্রশ্নঃ (২৫/২৫০)ঃ আমার ভগ্নিপতি হিরোইন ও মদ খোর। আর এ কারণে আমার বোন স্বামীর ঘর করতে রাযী নয়। ফলে ক্বাযীর মাধ্যমে খোলা তালাক দেওয়া হয়েছে। এটি শরী'আত সম্মত হয়েছে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
একডালা, মিঠাপুকুর, রংপুর।

উত্তরঃ তালাক প্রদানের অধিকার একমাত্র স্বামীর। তবে কোন কারণে স্ত্রী স্বামীর সাথে সংসার করতে ব্যর্থ হ'লে স্বামীর প্রদত্ত মোহর ফেরত দিয়ে নিজেকে স্বামীর বন্ধন হ'তে মুক্ত করে নেওয়ার জন্য সরকার অনুমোদিত ক্বাযীর মাধ্যমে খোলা তালাক দিতে পারে। যেমনিভাবে ছাবিত ইবনে ক্বায়েস (রাঃ)-এর স্ত্রী খোলা তালাক দিয়েছিলেন (*বুখারী, মিশকাত হা/৩২৭৪ 'খোলা তালাক' অনুচ্ছেদ*)।

উল্লেখিত পদ্ধতিতে খোলা তালাক হয়ে থাকলে নিঃসন্দেহে তা শরী'আত সম্মত হয়েছে।

প্রশ্নঃ (২৬/২৫১)ঃ আমার পিতা একটি 'জীবন বীমা' খুলেছিলেন। তার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে এবং ইতিমধ্যে আমার পিতাও মারা গেছেন। এক্ষণে এই টাকা কি সূদের আওতায় পড়বে? যদি পড়ে, তাহ'লে মূল টাকা বাদে সূদের টাকা কি করব? আমরা সূদের টাকা খেতে রাযী নই।

-আব্দুল হান্নান
গ্রামঃ মাসিন্দা, কালিগঞ্জহাট
তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ ইসলামী জীবন বীমা ছাড়া অন্যান্য জীবন বীমা নিঃসন্দেহে সূদ ভিত্তিক। সুতরাং ঐ টাকা সূদের আওতায় পড়বে। মূল টাকা বাদে সঞ্চিত টাকা কোন জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতে হবে। কিন্তু এতে কোন নেকীর আশা করা যাবে না (*ফাতাওয়া ছানাইয়াহ ২/২০৬ পৃ; দ্রঃ আত-তাহরীক ৫/৭-৮ম সংখ্যা, এপ্রিল-মে ২০০২ প্রশ্নোত্তর ১৫/২২৫*)।

প্রশ্নঃ (২৭/২৫২)ঃ কোন জারজ সন্তানকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা ঠিক হবে কি?

-ছিফাতুল্লাহ
সাং ও পোঃ দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ অবৈধ পন্থায় জন্ম নেওয়ার ফলে উক্ত সন্তানকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা উচিৎ নয়। কারণ সে এজন্য দোষী নয়; বরং দোষী তার পিতা-মাতা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈকা গামেদী মহিলার অবৈধ সন্তানের ভরণ-পোষণের সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন (*মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫৬২ 'হুদূদ' অধ্যায়*)।

কাজেই অবৈধ সন্তান-সন্ততির সাথে স্বাভাবিক আচরণ করতে হবে।

প্রশ্নঃ (২৮/২৫৩)ঃ আমি একজন ব্যবসায়ী, বৈধ পন্থায় ব্যবসা করতে চাই। কিন্তু ব্যবসার অধিকাংশ মালের গায়ে প্রাণীর ছবিসহ লেবেল লাগানো থাকে। এমতাবস্থায় ছবিযুক্ত মালের ব্যবসা করা যাবে কি?

-আযাদ
কলাকোপা, বগুড়া।

উত্তরঃ দোকানে ছবি টাঙ্গানো না থাকলে, ছবির সম্মান প্রদর্শন না করা হ'লে অথবা মালের সাথে যুক্ত ছবি দোকানে প্রদর্শন করা না হ'লে, মালের সাথে ছবি বিক্রি উদ্দেশ্য না হ'লে, ছবিযুক্ত মাল বিক্রি করা যাবে। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি একটি পর্দা টাঙ্গিয়ে ছিলেন, যাতে ছবি ছিল। নবী করীম (ছাঃ) বাড়ীতে প্রবেশ করে তা টেনে ফেলে দেন। তিনি বলেন, অতঃপর আমি তা কেটে দু'টি বালিশ তৈরী করি।

তিনি একটি পর্দা টাঙ্গিয়ে ছিলেন, যাতে ছবি ছিল। নবী করীম (ছাঃ) বাড়ীতে প্রবেশ করে তা টেনে ফেলে দেন। তিনি বলেন, অতঃপর আমি তা কেটে দু'টি বালিশ তৈরী করি। নবী (ছাঃ) তাতে হেলান দিয়ে বসতেন *(বুখারী, নায়ল ২/১০৩; বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৯৪)*। প্রকাশ থাকে যে, ছবি ও মূর্তি প্রদর্শন করে ব্যবসা করা হারাম, যেমনটি আজকাল বহু দোকানে দেখা যায় এবং এমন বস্তু ক্রয়-বিক্রয় হারাম, যার লাভ-লোকসান ছবির উপর নির্ভরশীল।

প্রশ্নঃ (২৯/২৫৪)ঃ আমার বয়স প্রায় ৫০ বছর। এ যাবত আমি কোনদিন ছালাত ও ছিয়াম আদায় করিনি। এখন তওবা করে ছালাত-ছিয়াম শুরু করলে অতীতের গোনাহ মাফ হবে, না বিগত ছালাত ও ছিয়াম আদায় করতে হবে?

-আহমাদ
তল্লাতলা, বাগবাড়ী
বগুড়া।

উত্তরঃ কোন ব্যক্তি ছালাত ও ছিয়াম ছেড়ে দেওয়ার পর অতীতের অন্যায়ের জন্য অনুতপ্ত হয়ে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের অন্যায় না করার প্রতিজ্ঞা করলে ও একনিষ্ঠভাবে তওবা করলে তার অতীতের গোনাহগুলি মাফ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। ঐ ব্যক্তিকে অতীতের ছালাত ও ছিয়াম আদায় করতে হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে নবী! আপনি কাফিরদেরকে বলুন, যদি তারা পাপ হ'তে বিরত হয়, তাহ'লে তাদের অতীতের সকল গোনাহ মাফ করা হবে' *(আনফাল ৩৮)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট খালেছ অন্তরে তওবা কর। আশা করা যায়, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নিম্নদেশে ঝরণাধারা প্রবাহিত আছে *(তাহরীম ৮)*। উল্লেখ্য যে, বিগত জীবনের পরিত্যক্ত ছালাত-ছিয়ামের বদলে 'উমরী ক্বাযা' করার যে নিয়ম এদেশে অনেকের মধ্যে চালু আছে, তার কোন শারঈ ভিত্তি নেই।

প্রশ্নঃ *(৩০/২৫৫)ঃ ছালাত আদায়ের সময় সূরাগুলি কি কুরআনের বিন্যাস অনুযায়ী পাঠ করতে হবে, না কি এর ব্যতিক্রম করেও পড়া যাবে?*

-আবুল কালাম
বালীজুড়ি, মাদারগঞ্জ,
জামালপুর।

উত্তরঃ কুরআনের বিন্যাস অনুযায়ী ক্বিরাআত করাই উত্তম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উক্ত বিন্যাস অনুসারে ছালাতে ক্বিরাআত করতেন বলে পরিলক্ষিত হয় *(দ্রঃ মিশকাত 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ)*। তবে এটা অপরিহার্য নয়; বরং এর ব্যতিক্রম করা যায়। কারণ আল্লাহ বলেন, 'তোমরা কুরআন থেকে যা সহজ মনে কর, তা পাঠ কর' *(মুযযাম্মিল ২০)*। *[বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ বুখারী ১/১০৬-৭ 'একই রাক'আতে দুই সূরা পড়া এবং এক সূরার পূর্বে আরেক সূরা পড়া' অনুচ্ছেদ; একই অনুচ্ছেদ শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৩/৮০-৮২]*

প্রশ্নঃ (৩১/২৫৬)ঃ অনেকেই লুঙ্গী পরার সময় টাখনুর উপরে পরে আবার পাজামা-প্যান্ট পরার সময় টাখনুর নীচে পরে। এরূপ করা যায় কি?

-আমীনুল ইসলাম
চাঁদমারী, পাবনা।

উত্তরঃ জুব্বা, পাজামা, প্যান্ট, লুঙ্গী যেটাই হৌক না কেন টাখনুর নীচে পরিধান করা জায়েয নয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি অহংকার বশে লুঙ্গী টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে চলে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার প্রতি রহমতের দৃষ্টি দিবেন না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩১১)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যেটুকু টাখনুর নীচে থাকবে, সেটুকু জাহান্নামে জ্বলবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৩১৩ 'পোষাক' অধ্যায়)*। টাখনুর নীচে আজকাল যেভাবে ঝুলিয়ে ফুলপ্যান্ট-পাজামা তৈরী ও পরিধান করা হয়, তা অহংকার বশে বলেই গণ্য হবে।

প্রশ্নঃ (৩২/২৫৭)ঃ ঘড়ি বা আংটি ডান হাতে ব্যবহার করতে হবে না বাম হাতে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হারুনুর রশীদ
চোরকোল, ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ ঘড়ি বা আংটি সুবিধামত ডান অথবা বাম উভয় হাতে ব্যবহার করা যায়। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চাঁদির আংটি তার ডান হাতে পরেছিলেন। অন্য বর্ণনায় এসেছে, বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলে আংটি পরেছিলেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৩৮৮; মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩৯০ 'পোষাক' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/২৫৮)ঃ কারেন্ট শক খেয়ে কোন প্রাণী মারা গেলে তার গোশত খাওয়া যাবে কি?

- হাবীবুর রহমান
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ কোন প্রাণীকে যদি কারেন্টে শক করে আর জীবিত অবস্থায় তাকে 'বিসমিল্লাহ' বলে যবেহ করা সম্ভব না হয়, তাহ'লে তার গোশত খাওয়া যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শুকরের গোশত, যেসব বস্তু আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করা হয়, যা কণ্ঠরোধে মারা যায়, যা আঘাত লেগে মারা যায়, যা উচ্চ স্থান থেকে পড়ে মারা যায়, যা শিং-এর আঘাতে মারা যায় এবং যাকে হিংস্র প্রাণী ভক্ষণ করে। কিন্তু তোমরা যাকে যবেহ করেছ তা খেতে পার' *(মায়েদা ৪)*। অতএব মারা যাওয়ার পূর্বে যবেহ করা সম্ভব হ'লে তার গোশত খাওয়া যাবে।

প্রশ্নঃ (৩৪/২৫৯)ঃ মৃত প্রাণী ক্রয়-বিক্রয় করা যায় কি?

-ওমর আলী
মানিকহার, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ আল্লাহ পাক মৃত প্রাণী হারাম করেছেন *(মায়েদা ৩)*। তবে মাছ এবং টিড্ডি পাখি মরা হ'লেও তা খাওয়া ও

ক্রয়-বিক্রয় হালাল *(আহমাদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪১৩২ 'শিকার ও যবেহ' অধ্যায়)*। কাজেই মাছ ও টিড্ডি পাখি ব্যতীত মৃত সকল প্রাণীর ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ।

প্রশ্নঃ (৩৫/২৬০)ঃ গরীব-মিসকীনকে দান করার উদ্দেশ্যে ব্যাংকে টাকা রেখে সূদ গ্রহণ করা যায় কি?

-আবদুল্লাহেল বাকী
কামালনগর
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ফক্বীর-মিসকীনকে দান করার উদ্দেশ্যে ব্যাংকে টাকা রেখে সূদ গ্রহণ করা যাবে না। কারণ সূদ সর্বাবস্থায় হারাম। আল্লাহ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয় হালাল করেছেন এবং সূদ হারাম করেছেন' *(বাক্বারাহ ২৭৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূদদাতা, সূদ গ্রহীতা, সূদের লেখক এবং সূদের সাক্ষীদ্বয়ের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৭)*। গরীব মানুষকে দানের ইচ্ছা করলে তার জন্য অনেক বিকল্প হালাল পথ ও পন্থা রয়েছে, সেগুলি গ্রহণ করা উচিৎ।

প্রশ্নঃ (৩৬/২৬১)ঃ হারাম বস্তু যেমন মদ, সিনেমার ফিল্ম, সিগারেট ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য ঘর ভাড়া দেওয়া যায় কি?

-হাফীযুর রহমান
মানিকহার, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ হারাম বস্তু ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য ঘর ভাড়া দেওয়া হারাম ব্যবসায়ে সহযোগিতার শামিল। অতএব ঐ কাজে ঘর ভাড়া দেওয়া যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা নেকী ও তাক্বওয়াশীল কাজের জন্য পরস্পর সহযোগিতা কর, পাপ ও অন্যায় কাজের প্রতি পরস্পর সহযোগিতা করো না' *(মায়েদা ২)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/২৬২)ঃ বিশেষ কারণ বশতঃ ফজরের ছালাত আদায় করা সম্ভব হয়নি। এমতাবস্থায় যোহরের জামা'আতের সময় উপস্থিত। এক্ষণে যোহরের ইমামতি করা যাবে কি? নাকি উপস্থিত মুক্তাদীদের মধ্যে যাদের পূর্ববর্তী ওয়াক্তের ছালাত ক্বাযা হয়নি তাদের মধ্য হ'তে কাউকে ইমামতির দায়িত্ব দিতে হবে। যদিও তারা প্রথমোক্ত ব্যক্তি অপেক্ষা অনুপযুক্ত হন।

-নাজমুল হাসান
বাঁশদহা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ইমাম হোক বা মুক্তাদী হোক তাকে ওয়াক্তের ছালাতের পূর্বেই ক্বাযা ছালাত আদায় করতে হবে। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, খন্দকের যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ) ব্যতিব্যস্ত থাকার কারণে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আছরের ছালাত আদায় করতে পারেননি। এমতাবস্থায় সূর্যাস্ত হয়ে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রথমে আছরের ক্বাযা ছালাত আদায় করেন, অতঃপর মাগরিবের ছালাত আদায় করেন *(মুসলিম ১/২২৭ পৃঃ 'ছালাতুল উসত্বা' অনুচ্ছেদ)*। অতএব দু'চার মিনিট দেরী হ'লেও ইমামকে ক্বাযা ছালাত আদায় করার পর ওয়াক্তের ছালাতের ইমামতি করাটাই বাঞ্ছনীয়। অন্যকে ইমামতির দায়িত্ব দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কেননা ইমামের জন্য অপেক্ষা করার প্রমাণ হাদীছে রয়েছে *(মুসলিম ১/১৭৭ পৃঃ 'ইমামের প্রতিনিধি বানানো' অনুচ্ছেদ)*। তবে কোন কারণ উপস্থিত হয়ে গেলে ওয়াক্তের ছালাত আদায় করার পর ক্বাযা ছালাত আদায় করা যাবে। যেমন, ছালাতের এক্বামত হয়ে গেলে অন্য কোন ছালাত আদায় করা চলবে না *(মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন ৫১৪ পৃঃ হা/ ১৭৫৯, 'মুয়াযযিনের এক্বামত আরম্ভের পরে মুক্তাদীর নফল ছালাত আদায় করা মাকরূহ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/২৬৩)ঃ কোন নারী মোহর ছাড়াই কোন পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারে কি?

-আবদুর রক্বীব
শাখারীপাড়া, নাটোর।

উত্তরঃ মোহর বিহীন বিবাহ সিদ্ধ নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা স্ত্রীদেরকে মোহর প্রদান কর' *(নিসা ২৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা যেসব শর্ত পূর্ণ কর, তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে যে, মোহরের বিনিময়ে যে লজ্জাস্থান বৈধ করেছ, তা পূর্ণ করা' *(বুখারী ২/৭৭৪)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/২৬৪)ঃ মহিলারা হালাল পশু-পাখি যবেহ করতে পারে কি? তাদের যবেহ করা প্রাণী খাওয়া যাবে কি?

-সুফিয়া
মহিলা হাফেযিয়া মাদরাসা
রাণীনগর, নওগাঁ।

উত্তরঃ মহিলারা যেকোন হালাল প্রাণী যবেহ করতে পারে এবং তাদের যবেহ করা প্রাণীর গোশত খাওয়া জায়েয। কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, একদা এক মহিলা পাথর দ্বারা ছাগল যবেহ করেছিল। এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি তা খাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪০৭২ 'শিকার ও যবেহ' অধ্যায়; মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/১২৮০)*।

প্রশ্নঃ (৪০/২৬৫)ঃ ফিক্বহে মুহাম্মাদীতে তাহাজ্জুদ ছালাতের পূর্বে সাত ধরনের দো'আর কথা বর্ণিত আছে। উহা কতটুকু সঠিক? তাহাজ্জুদ ছালাত আদায়ের সঠিক নিয়ম জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল ওয়াহ্হাব
গোপালপুর, ধূরইল
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ তাহাজ্জুদ ছালাতের পূর্বে সাত ধরনের দো'আ সম্পর্কিত আবুদাউদে শারীক আল-হাওযানী বর্ণিত হাদীছটি 'যঈফ' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১২১৬ 'তাহাজ্জুদ ছালাতের জন্য রাত্রে উঠার দো'আ' অনুচ্ছেদ)*। তবে এ মর্মে আছিম বিন হুমাইদ

বর্ণিত নাসাঈ শরীফের হাদীছটি 'ছহীহ'। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল (ছাঃ) রাতের ছালাত কোন্ দো'আ দিয়ে আরম্ভ করতেন? তিনি বললেন, তুমি আমাকে এমন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে যে সম্পর্কে তোমার পূর্বে আর কেউ জিজ্ঞেস করেনি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ১০ বার আল্লাহু আকবার, ১০ বার আল হামদুলিল্লা-হ, ১০ বার সুবহা-নাল্লা-হ, ১০ বার লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ, ১০ বার আসতাগফিরুল্লাহ এবং একবার নিম্নের দো'আ পড়তেন।-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ وَعَافِنِىْ اَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ ضِيْقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

(ছহীহ নাসাঈ হা/১৫২৫, 'ক্বিয়ামুল লাইল' অধ্যায়)।

তাহাজ্জুদ ছালাত আদায়ের পদ্ধতিঃ

(১) ঘুমানোর সময় তাহাজ্জুদ ছালাতের নিয়ত করবে। আবু দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ঘুমানোর সময় রাতের ছালাতের নিয়ত করল, কিন্তু ঘুমের কারণে সকাল পর্যন্ত ছালাত আদায় করতে পারলনা, তবুও তাকে তার নিয়তের কারণে পূর্ণ ছালাতের নেকী দেওয়া হবে এবং তার ঘুমটা তার জন্য ছাদাক্বা হয়ে যাবে' *(নাসাঈ, ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১১১৩ সনদ ছহীহ, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৫১ পৃঃ; ইরওয়া হা/৪৫৪)*।

(২) রাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বিভিন্নরূপ দো'আ পাঠ করতেন, যা মিশকাত শরীফে 'রাত্রির ছালাত' অনুচ্ছেদে ও অন্যান্য ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। উপরে বর্ণিত দো'আগুলিও তার অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর সূরা আলে ইমরানের শেষ ১০টি আয়াত اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلاَفِ ... لِّاُولِى الْاَلْبَابِ، পাঠ করবে।

(৩) তাহাজ্জুদ ছালাতের প্রথম দুই রাক'আত হালকা করে আরম্ভ করবে। অতঃপর তার পরের রাক'আতগুলি ইচ্ছামত পড়বে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১৯৩-৯৪)*। এভাবে দুই দুই রাক'আত করে ৮ রাক'আত পড়বে। অতঃপর একটানা ৩ রাক'আত বিতর পড়ে শেষ বৈঠক করবে। রামাযান ও অন্য সময়ে এটা ছিল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অধিকাংশ রাতের আমল *(বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১০১ পৃঃ)*।

(৪) বৃদ্ধাবস্থায় বা কম সময় থা/কলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনো কখনো কম সংখ্যক রাক'আতে তাহাজ্জুদ পড়তেন। যেমন দুই দুই করে ৬ বা ৪ রাক'আত। অতঃপর ৩ বা ১ রাক'আত বিতর। শেষ বয়সে দেহ ভারী হয়ে গেলে তিনি অধিকাংশ সময় তাহাজ্জুদ বসে বসে পড়তেন। যদি কেউ প্রথম রাতে এশার পরে বিতর পড়ে ঘুমিয়ে যায়, তবে শেষ রাতে তাহাজ্জুদ-এর শেষে পুনরায় বিতর পড়তে হবে না *(দ্রঃ ছালাতুর রাসূল পৃঃ ১০২-০৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা তোমাদের শক্তি অনুযায়ী ইবাদত করো। আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ অতক্ষণ বিরক্তি বোধ করেন না, যতক্ষণ না তোমরা বিরক্তিবোধ কর' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৫২)*।

রিজ হোটেল এণ্ড রেষ্টুরেন্ট

প্রোঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মতিন

এখানে যাবতীয় খাবার ও নাস্তা পাওয়া যায় এবং রমজান মাসে ইফতারী ও সেহেরীর সু-ব্যবস্থা আছে ও অর্ডার মোতাবেক সরবরাহ করা হয়।

লক্ষীপুর, গ্রেটার রোড, রাজশাহী।